প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—দুই টাকা

ফাইন আর্ট প্রেস
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

স্নেহাস্পদ বন্ধু

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

কর-কমলেষু

ভাই ধীরেন

আজ মনে পড়ছে প্রথম যেদিন তুমি ক্যালকাটা-পুলিশে ঢোকো—সেই শ্যামপুকুর-থানা! তার পর কর্ম্ম-জীবনে নিষ্ঠা এবং সাধুতার গুণে আজ তুমি এ্যাসিষ্ট্যান্ট-কমিশনারের পদ সমলঙ্কৃত করছো।

আমার লেখা তুমি চিরদিন ভালোবাসো, তাই আমার এ বইখানি তোমার হাতে দিলুম। ইতি—

৮এ, হরিশ মুখার্জী রোড,
ভবানীপুর, শ্রাবণ, ১৩৪৮

স্নেহমুগ্ধ
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আরাম-বাগ

আরাম-বাগ
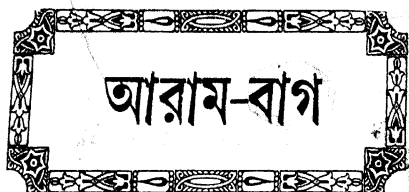
প্রথম পর্ব্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রোফেশর জগৎ চাটুয্যে

রবিবার। বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরের ঘরে তক্তপোষে বসিয়া প্রোফেশর জগৎ চাটুয্যে এগজামিনের খাতা দেখিতেছেন, চায়ের পেয়ালা হাতে এক তরুণী সে-ঘরে প্রবেশ করিল।

সামনের ছোট টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা রাখিয়া তরুণী ডাকল,—জগৎদা…

জগৎ-প্রোফেশর খাতা হইতে মুখ তুলিয়া তরুণীর পানে চাহিলেন, বলিলেন,—ও, কনক!

কনক বলিল—হ্যাঁ। চা এনেছি। চা খান্। আমি আপনার জন্ম মোহনভোগ নিয়ে আসি। কেমন?

দু'চোখে গভীর মমতা…জগৎ চাটুয্যে কনকের পানে চাহিলেন, কহিলেন—কেন এত হাঙ্গাম করতে গেলে, কনক? এক পেয়ালা চা হলেই হতো…তার সঙ্গে আবার মোহনভোগ কেন?

কনক হাসিল। হাসিয়া বলিল—একটু মোহনভোগ খেলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। খাতা দেখা কামাই যাবে না তাতে।

জগৎ বলিল—এই হপ্তার মধ্যে সব কাগজ দেখে শেষ করা চাই। আসছে—সোমবার হলো মার্ক সাব্‌মিট্ করবার লাষ্ট দিন।

কনক কহিল—কথা না কয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে নিন্…অ
মোহনভোগের প্লেট নিয়ে আসি।

কথাটা বলিয়া কনক চলিয়া গেল…জগৎ চাহিয়া রহিল কনকের পা
দু'চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি…

কনক চলিয়া গেলে জগতের বুকের মধ্যে বেদনার খানিকটা কা
ছায়া…জগৎ ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। মনে মনে বলিে
আহা…তোমার মতো এমন-মেয়েকে দেখিয়াই বিদ্যাসাগর মহ
বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! দশ বৎসর বয়সে মা-বাপ মা
গেল! আর বিবাহের পর একটা বৎসরও কাটিল না, কোথায়
সে বর…সে ঘর! ভুলিয়া শ্বশুররা একটা উদ্দেশও লইল না কে
দিন!

কনকের ছোট জীবনের সমস্তটা ছবির মতো জগতের মনের
সমুদিত হইল। একদিন এই কনক…

চিন্তায় বাধা পড়িল কনকের পুনরাবির্ভাবে।

কনক আসিল। তার হাতে প্লেট। সে প্লেটে মোহনভো
মোহনভোগ হইতে তখনও ধোঁয়া উঠিতেছে।

কনক বলিল—ও কি, পেয়ালা এখনো মুখে দ্যান্‌নি?

জগৎ বলিল—খাচ্ছি তাই…

কনক বলিল—বললেন, গলায় একটু ব্যথা হয়েছে…গরম চা খাবেন

জগৎ বলিলেন—ও…হ্যাঁ…ভুলে গিয়েছিলুম!

দু'চোখ কপালে তুলিয়া কনক বলিল—ভুলে গেছলেন! অসুখের
বুঝি মানুষ ভোলে কখনো? বৌদি সাধে বকাবকি করে!

জগৎ বলিলেন—হুঁ…

বলিয়া তিনি চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিলেন।

কনক বসিল তক্তাপোষের প্রান্তে। বলিল—আর ক'খানা খাতা আছে, জগৎ দা?

জগৎ চাটুয্যে বললেন—থান-পঞ্চাশেক।

কনক বলিল—দেখতে কদিন লাগবে?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—রোজ সাত-আটখানা করে যদি দেখতে পারি, তাহলে সাত-সাতে কিম্বা সাত-আটে ক'দিন হয়?

কথার শেষে জগৎ চাটুয্যে হাসিলেন।

কনক বলিল,—আপনি যে-রকম নিখুঁতভাবে খাতা দেখেন, অন্য এগজামিনাররা যদি তেমনিভাবে দেখতেন, তাহলে কোন ছেলের উপর বোধ হয় অবিচার হতো না!

হাসিয়া জগং চাটুয্যে বলিলেন—এত-বড় defamatory (মানহানিকর) কথা বলো না, কনক। এ-কথা এগজামিনার-সমাজে যদি প্রকাশ পায়, তাহলে তোমার নামে সিভিল-ক্রিমিনাল···দু-রকম কেশ রুজু হবে!···সব এগজামিনাররাই ঠিক ভাবে খাতা দেখেন···না হলে মাথার উপর আছেন হেড-এগজামিনার, নয়তো চেয়ারম্যান—কোনো এগজামিনারের ভুল বা যথেচ্ছাচার করবার উপায় নেই, ভাই! এ ভুল আমাদের হবে না বলেই ইউনিভার্সিটি একেবারে কড়াকড়ি সব নিয়ম করে দেছে।

কনক এ-কথা শুনিল···তারপর বলিল—তোমাকে ছাত্রবাড়ীতে যেতে হবে তো?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—হ্যা···এটি রবিবারের ছাত্র। হপ্তায় একদিন করে একে পড়াতে হয়···দু'ঘণ্টা···সাতটা থেকে নটা।

কনক কহিল—এত খাটুনি কি করে তুমি খাটো জগৎদা···সত্যি! দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। পাশাপাশি আরো পাঁচটা বাড়ীতে তো দেখি, বাড়ীর কর্ত্তারা অফিসে-আদালতে কাজ করেন···কাজের পর বাড়ী ফিরে কেউ বিছানায় গড়াগড়ি খান, কেউ তাস-পাশা-দাবা খেলে সময় কাটান। তোমাকে কখনো দেখলুম না, চুপচাপ বসে বা বাজে গল্প করে সময় কাটালে!

হাসিয়া জগৎ চাটুয্যে কহিলেন—তোমার বৌদিকে এর জন্ত ধন্তবাদ দাও। সৌখীন মানুষ···কতদিকে তাঁকে ইজ্জৎ বাঁচিয়ে চলতে হয়! এই ভাখো, মাস-কাবার হতে-না-হতে এক-কাঁড়ি বিল এসেছে···বলিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একরাশ কাগজ বাহির করিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—জুয়েলার শান্তারাম থেকে আরম্ভ করে পীরু দর্জ্জির ব্লাউশ্‌-কিমানো-পেটিকোটের বিল। সবশুদ্ধ জড়িয়ে হবে তা প্রায় পঁচাশি টাকা! ভাবো তো, যদি না খাটি, তাহলে ওঁর ইজ্জৎ কি করে বাঁচাবো? এ সব বিলের টাকা শোধ হবে কি উপায়ে?

এ-কথার অন্তরালে কতখানি মর্ম্মভেদী অশান্তি···কলহ-কলরবের কি নিবিড় বিষ মিশিয়া আছে, কনকের তাহা অবিদিত নাই! সে জানে, এমন ব্যোম্‌-ভোলানাথের মতো জগৎদা···বিরোধ জানেন না, কলহ জানেন না···শান্তিতে বাস করিতে পারিলে নিজের সর্ব্বস্ব বিনা অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারেন···মাঝে মাঝে অশান্তি-উৎপাতের কি পাথরে ধাক্কা খাইয়া কি ভাবেই না তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হয়! এবং এ অশান্তি-উৎপাত যা ঘটে, তা ঐ টাকা-পয়সা লইয়া! বৌদি চন্দ্রমুখী স্বাধীন জেনানা···জুনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করিয়াছে। ভাবে, সকলকে একেবারে কৃতার্থ করিয়া দিয়াছে! একদা লরেটোয় পড়াশুনা

করিয়াছে···তখন হইতে ছ'চারিটা চ্যারিটি-শো উপলক্ষে নানা নৃত্যলীলার ছাপার অক্ষর-অবলম্বনে কাগজে কি খ্যাতিই না প্রচারিত হইত!··· তারপর ঘটনাক্রমে জগৎদার সঙ্গে চন্দ্রমুখীর শুভ-বিবাহ এবং তারপর হইতে চন্দ্রমুখীর বন্ধু-বান্ধবের নানা-তাগিদে এ-গৃহে উৎসব-অনুষ্ঠানের সমারোহ নিত্যই প্রায় লাগিয়া আছে! সে সব অনুষ্ঠানে দুনিয়ার কত জীব আসিয়া দেখা দেয়···সে উৎসবে নাই শুধু এই জগৎদার স্থান! তাঁকেই অথচ উৎসব-অনুষ্ঠানের সকল ব্যয় শিরোধার্য্য করিতে হয়।

সাধে শিরোধার্য্য করেন? এ ব্যাপার লইয়া কতবার জগৎদা ভালো কথায় চন্দ্রমুখীকে বুঝাইতে গিয়াছেন···সে বুঝানোর ফলে চন্দ্রমুখী একেবারে খড়ের আগুনের মতো দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে! সে আগুন এমন প্রচণ্ড হয় যে কনকের ভয় হয়, ঘর-সংসার বুঝি তাহাতে জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইবে!

কুণ্ঠিত মনে চুপ করিয়া সে বেচারী এ অগ্নিকাণ্ড চোখে দেখে! মুখে কিছু বলিবার উপায় নাই! সে যে কতখানি অসহায়, এ-গৃহে কি করিয়া কোথা হইতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে, এ-সব কাহিনী মনের মধ্যে অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারতের মতো একেবারে ছন্দে-ভাষ্যে মুখর হইয়া ওঠে!

কনক এ-কথার জবাব দিল না, শুধু করুণ দীন নয়নে চাহিয়া রহিল জগৎ চাটুয্যের পানে।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বুঝে খরচ করবেন না তো! আমার হলো বাঁধা মাইনে। ছ'চারটে টুইশনি নিতে হয়েছে শুধু ওঁর এই সব খরচ-পত্রের জন্য!···সময় সময় এমন অশান্তি মনে জাগে···

কথা বলিয়া জগৎ চাটুয্যে নিঃশ্বাস ফেলিয়া উদাস নয়নে খোলা জানলা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কনক সে উদাস নয়নের দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। ও-দৃষ্টিতে কতখানি নিরুপায়তা, নৈরাশ্যের কতখানি বেদনা··· সে তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে জানে।

কিন্তু সে কি করিবে? এ গৃহে সে আশ্রিতা··· প্রায় দাসীর মতো! বৌদি চন্দ্রমুখী যেভাবে ব্যবহার করে··· দাসীর মতোই এখানে থাকিতে হয়! জগৎদা? জগৎদার স্নেহে শুধু সে দাসীত্বের কথা ভুলিয়া যায়! স্নেহের আশায় তাই সে চায় এই জগৎদার পানে!

জগৎদার সঙ্গে কি-বা তার সম্পর্ক! জগৎদার পিসি বিমলা দেবী··· সেই বিমলা দেবী ছিলেন কনকের জ্যাঠাইমা। কনকের মা মারা যান··· কনকের বয়স তখন তিন বৎসর। বাপ নৃপনাথ কানপুরের এক মিলে চাকরি করিতেন। সামান্য বেতন। কনক ছাড়া সংসারে তাঁর আর কেহ ছিল না। বিমলা দেবী ছিলেন সাচ্চা মনের মানুষ। দেবরের সংসারে তিনি এই কনককে লইয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। ভাল পাত্র দেখিয়া কনকের বিবাহ দেন। ছ মাস না যাইতে কনকের ইহ-জন্ম ব্যর্থ করিয়া তাঁকে ফেলিয়া স্বামী চলিয়া গেল! কনককে নৃপনাথ লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন—গান-বাজনা, লেখাপড়া ···অর্থাৎ কনককে সব দিক দিয়া স্বাধীন করিয়া তুলিবেন, ইহাই ছিল তাঁর সঙ্কল্প! এবং সে সঙ্কল্প-সাধনে নৃপনাথের যেমন দৃষ্টি ছিল, বিমলা দেবীরও ছিল তেমনি সহযোগিতা এবং সহানুভূতি! মেয়েটা যদি লেখাপড়া শেখে, তাহা হইলে ব্যর্থ জীবনকে কোনোমতে বহিতে পারিবে।

কানপুরে ভাল-ভাবেই কনকের দিন কাটিতেছিল···কিন্তু কি যে দুর্গ্রহ! তার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর, তখন বিধাতা আবার অকরুণ হইলেন! নৃপনাথকে তিনি ইহ-জগৎ হইতে অপসারিত করিলেন! পিশিমা কনককে লইয়া কানপুরে থাকিতে পারিলেন না···তাই কনককে লইয়া তিনি আসিলেন কলিকাতায় দূর-সম্পর্কীয় ভাইপো এই জগতের গৃহে। আসিয়া তিনি একটি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন···কনকের আবার বিবাহ দিবেন বলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কিন্তু সে কথা পাকা হইবার পূর্ব্বেই তাঁর ডাক আসিল,—তিনি চলিয়া গেলেন। সেই অবধি কনক এই গৃহে রহিয়া গিয়াছে!···বিমলা দেবীর মৃত্যুর পর জগৎ চাটুয্যের সঙ্গে চন্দ্রমুখীর বিবাহ হইল···সে বিবাহের অন্তরালে ছিল একটু রোমান্স···

কিন্তু সে রোমান্সের কথা এখানে না বলিলেও আমাদের এ কাহিনী বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইবে না!

চন্দ্রমুখী এ-গৃহে আসিয়া কনকের উপর সংসারের ভার দিয়াছে। মিথ্যা একটা বামুন রাখিয়া কি ফল! বামুনকে যে টাকা মাহিনা দিতে হয়, সে টাকায় সিনেমা দেখার খরচ চলিবে! তাছাড়া···

অর্থাৎ সেকালে রাজান্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রীর যে আসন ছিল, সখীকে-সখী দাসীকে-দাসী! কনককে চন্দ্রমুখী এ গৃহে সেই আসন দিয়াছে। তাকে দিয়া দাসীর কাজ করাইয়া লয়, আবার প্রয়োজন হইলে সখীর আসনে বসাইয়া পাঁচজনের কাছে আত্মপ্রচার করে। চন্দ্রমুখীর সে-নীতির পরিচয় আমরা পরে বুঝিতে পারিব।

যে-কথা বলিতেছিলাম···কনক ডাকিল,—জগৎদা···

জগৎ চাহিলেন কনকের পানে···

কনক বলিল—চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ও···দেখেছো, ভুলে গিয়েছিলুম !

হাসিয়া কনক বলিল—এত ভুল হলে তো চলবে না জগৎদা ! তোমার গলায় ভোলানাথের মাদুলি পরিয়ে দিতে হবে তাহলে !

মৃদু হাস্যে জগৎ বলিলেন—তাই দিয়ো···

তারপর জগৎ চাটুয্যে চা শেষ করিয়া মোহনভোগের প্লেট হাতে লইলেন।

কনক কহিল—বৌদি কখন ফিরবে, জানো জগৎদা ?

জগৎ বলিলেন—না।

কনক বলিল—বললে, নারী-সমিতির কি মিটিং আছে···বৌদিকে তারা করেছে সেক্রেটারি।

জগৎ বলিলেন—সেক্রেটারি করেছে, কি প্রেসিডেন্ট করেছে, আমি জানি না। তোমার বৌদি সে-সম্বন্ধে কোন কথা আমায় বলেন নি··· আমিও জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন ভাবিনি। আমাকে দশটি টাকা চাঁদা জোগাতে হয়েছে···তাই নারী-সমিতি নামটা আমার মনের দশদিক ভরে' জল্‌জল্ করছে ! কথার শেষে জগৎ চাটুয্যে একটু হাসিলেন।

কনকও হাসিল। সে হাসি কি করুণ !

মোহনভোগের প্লেট খালি করিয়া জগৎ বলিলেন—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দেবে না খেতে দিদি ?

কনক বলিল—গরম চায়ের পর ঠাণ্ডা জল ?

কনক বলিল—বৌদি বারণ করে। বলে, চায়ের পরে নাকি মানুষ আবার জল খায় !

জগৎ বলিলেন,—না হলে আমার চলে না,কনক···

জগৎ বলিলেন,—তোমার বৌদি যেটাকে ফ্যাশন বলে মানেন, সে ফ্যাশনে আমার যদি অস্বাচ্ছন্দ্য হয় ?

কনক বলিল—কোনো অসুখ করবে না তো ?

জগৎ বলিলেন—না···

কনক বলিল—তাহলে আমি আনি।

গ্লাসে ভরিয়া কনক জল আনিল। জল পান করিয়া জগৎ আবার খাতা-দেখায় মনোনিবেশ করিলেন।

খোলা খড়খড়ির ধারে কনক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল···

একটু দূরে মাঠের এক প্রান্তে দেখা যাইতেছিল, ছেলেরা ফুটবল খেলিতেছে। তাদের কলরব-কোলাহল···বল লইয়া দারুণ উত্তেজনা-উৎসাহ···

কনক অবিচল নেত্রে দেখিতে লাগিল।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া দু'টা বাজিল। কনকের চমক ভাঙ্গিল!

কনক ফিরিল জগতের···পানে···জগৎ লাল-নীল পেন্সিল হাতে উত্তর-পত্রের গায়ে দাগ টানিতেছেন।

কনক কাছে আসিল, ডাকিল,—জগৎদা···

জগৎ বলিলেন—কেন ?

কনক বলিল—তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি শোনবার সময় হবে ?

জগৎ বলিলেন—খুব বড় কথা ?

কনক বলিল—না, কথাটা ছোট। তবে সে-কথা শোনবার আগে একখানা চিঠি আছে··· পড়তে হবে।

···চিঠি !

কনক বলিল—হ্যাঁ। আমার এক বন্ধু লিখেছে এলাহাবাদ থেকে… উর্ম্মিলা। কানপুরে আমরা পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতুম। উর্ম্মিলা লিখেছে। তুমি পড়ো সে চিঠি…

আঁচলের খুঁট খুলিয়া তার প্রান্তে বাঁধা একখানা ছোট চিঠি সে দিল জগতের হাতে।

ভাঁজ খুলিয়া জগৎ চিঠি পড়িলেন। ছোট চিঠি…মেয়েলি হাতের লেখা।

চিঠিতে লেখা আছে—

ভাই কনক তোকে একটু বিরক্ত করবার জন্ত এ চিঠি লিখছি। কাজের চিঠি। এ চিঠিটাকে আমার চিঠি বলে না ধরে স্রেফ বিজনেশ লেটার বলেই মনে করিস। বিজনেশ মানে, একজনের সঙ্গে তোর একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

এঁর এক বন্ধু প্রদোষ রায় কলকাতায় যাচ্ছেন। ভদ্রলোক চিরদিন পশ্চিমে কাটিয়েছেন। কখন এর আগে কলকাতায় যাননি। সেখানে তাঁর জানা-শোনা কোন বন্ধু বা আত্মীয়ও কেউ নেই! প্রদোষ বাবু লোক খুব ভালো এবং বেশ পয়সাওয়ালা লোক। কলকাতায় তাঁর খুব জরুরি কাজ। আমি বলেছিলুম তোমার জগৎদা তো প্রোফেশর-মানুষ…যদি ওখানে গিয়ে ওঠেন, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে কি? প্রদোষ বাবু হয়তো একদিন কি দুদিন তোদের ওখানে থাকবেন, তারপর যদি বেশী দিন কলকাতায় থাকতে হয়, যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে নেবেন। তোর চিঠি পেলে তিনি এখান থেকে রওনা হবেন।

তুই আমার সঙ্গে লুকোচুরি করিসনে। আমি তো জানি, তুই সেখানে নেহাৎ একা নেই। তবে লিখিস কিনা, যে তোর জগৎদা এমন মানুষ যে তাঁকে তোর মায়ের পেটের ভাই ভাবতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। তাই তোকে এ চিঠি লিখছি। জগৎদা যত ভালো হোন্, আমরা তো বুঝি, বাড়ীর অন্ত লোকজন যদি অচেনা-অজানা কোনো ভদ্রলোকরে দু একদিনের জন্ত আস্তানা দেওয়া পছন্দ না করেন, তাই তোকে এ চিঠি লেখা। তুই একটুকু লজ্জা করিসনে ভাই, প্রদোষ বাবু লোকটি খুব ভালো—সে একেবারে দশ-বারো বছর বয়সের ছেলের মত সরল! চিঠি পাবামাত্র বুঝে-সুঝে তুই সঠিক জবাব দিস্ কিন্তু।

আজ এই পর্যন্ত। এর পর আমার সত্যিকারের চিঠি পাবি চাই। আমরা ভালো আছি। ছোট খোকাটা যা হয়েছে—যাকে বলে দুরন্ত বর্গী। আটমাসের ছেলে, তার দৌরাত্ম্যের জ্বালায় ত্রাহি-মধুসূদন ডাকতে হয়।

তোর
চির-আদরের
ঊর্মি

মনোনিবেশ-সহকারে জগৎ চাটুয্যে চিঠি পড়িলেন, পড়িয়া কনকের মুখের দিকে চাহিলেন। খোলা খড়খড়ি দিয়া অস্ত-সূর্য্যের লাল রশ্মি আসিয়া কনকের মুখে পড়িয়াছে···তার উপর লজ্জার রক্ত রাগ···কনকের দু-গালে যেন দুটি লাল পদ্ম ফুটিয়াছে!

জগৎ বলিলেন—জবাব দেছ?

—না···

—কেন?

কনক বলিল— কি জবাব দেবো?

জগৎ বলিলেন—জবাব দেবে, হ্যাঁ, তিনি এখানে আসবেন···আমাদের তাতে কোনো অসুবিধা হবে না; সাধ্যমতো আমরা আতিথ্য-ধর্ম্ম পালন করবো।

এ-কথায় কনকের মুখে হাসির আভাস দেখা গেল না···তার মুখ তখনো গম্ভীর!

জগৎ বুঝলেন। বলিলেন,—তোমার বৌদি···?

দু'চোখের দৃষ্টিতে অনেকখানি দ্বিধা-সংশয় ভরিয়া কনক শুধু জগতের পানে চাহিয়া রহিল···নিরুত্তরে।

জগৎ বলিলেন,—তিনি তাঁর-খেয়াল ভরে থাকেন ভিড়ে মিশে তিনি এমন তন্ময় থাকেন যে আমাদের কোনো বন্ধু এলেন কি গেলেন, তাতে তাঁর কিছু এসে যাবে না, কনক! তুমি লিখে দাও, পত্রপাঠ তিনি এখানে এসে উঠবেন। কবে আসবেন, শুধু আসবার আগে যেন একটু খবর পাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রদোষ রায়

তিন দিন পরে টেলিগ্রাম আসিল। কনকের নামে টেলিগ্রাম। উর্ম্মিলার টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামে লেখা—

প্রদোষ ষ্টার্টিং তুফান-এক্সপ্রেশ এক্সপেক্ট এ্যাকর্ডিংলি—

(প্রদোষ তুফান-এক্সপ্রেশে রওনা হইতেছে। যথাসময়ে তার পৌছানোর আশা রাখিয়ো)

টেলিগ্রাম আসিল বেলা তখন বারোটা। জগৎ কলেজ গিয়াছেন ...চন্দ্রমুখী পিয়ানোর সামনে বসিয়া একটা নাচের গৎ বাজাইতেছে। চন্দ্রমুখীর দুই সখী আসিয়াছে পত্রা আর গীতি। পত্রা সম্প্রতি ষ্টেজে নাচের-আসরে দিগ্বিজয়ে নামিবে· তাই রিহার্শাল দিতে আসিয়াছে!

এ-টেলিগ্রামের সংবাদ চন্দ্রমুখী জানিতে পারিল না!

বৈকালে জগৎ আসিলে কনক তাঁকে টেলিগ্রাম দেখাইল জগৎ বলিলেন—টাইম্ টেব্‌ল্ আছে কনক?

কনক বলিল,—না···যা আছে, সে অনেকদিনের পুরোনো···

জগৎ বলিলেন—আজকের ইংরেজী খপরের কাগজখানা আনো তো ভাই···

কনক তখনি গেল খপরের কাগজ আনিতে।

আনিয়া রেলোয়ে টাইম-কলম খুলিয়া তাহাতে চোখ বুলাইয়া বলিল—এই যে জগৎদা, হাওড়ায় তুফান-এক্সপ্রেশ সন্ধ্যা ছটা যোল মিনিটে পৌঁছুবে।

জগৎ বলিলেন,—ক্যালকাটা-টাইম ? না, ষ্টাণ্ডার্ড-টাইম ?

কনক বলিল—ক্যালকাটা টাইম।

জগৎ বলিলেন—ও ! আজই সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুবেন ভদ্রলোক···

কনক বলিল—হ্যাঁ···

জগৎ বলিলেন—আমার তাহলে হাওড়ায় যাওয়া উচিত।

কনক কোনো কথা কহিল না, সাগ্রহে জগতের পানে চাহিয়া রহিল।

জগৎ বলিলেন—তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

কনক বলিল—কিন্তু চিনবো কি করে···ঐ ভিড়ে······কে প্রদোষ বাবু ?

জগৎ বলিলেন—হুঁ···মুস্কিল তো ! তুমি তাঁকে কখনো ছাখোনি ?

—না। চিনি না, তা চোখে দেখবো কি !

জগৎ বলিলেন—তাহলে ?

কনক বলিল,—আপনি বলুন···আমি কি জানি তার ? বাঃ !

জগৎ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন···দু চোখে তীব্র কৌতূহল ভরিয়া কনক চাহিয়া রহিল জগতের দিকে।

১৮

একটু পরে জগৎ বলিলেন—ঠিক হয়েছে। একটু আগে যদি আমরা বেরুই? ট্রেণ প্লাটফর্মে ইন্ হবার আগে থেকে আমরা প্লাটফর্মে থাকবো। চিঠিতে তোমার বন্ধু লিখেছেন, প্রদোষ বাবু বড়লোক···তাহলে ফার্ষ্ট ক্লাশে না হোক, সেকেণ্ড ক্লাশে আসবেন নিশ্চয়!···সঙ্গে ট্রাঙ্ক থাকবে··· তাতে লেবেল মারা···

উচ্ছ্বসিত হাস্য-তরঙ্গে দুলিয়া কনক বলিল—প্রোফেসর-মানুষ··· দেখুন তো, ভেবে ঠিক উপায় বার করেছেন!

জগৎ বলিলেন—তাহলে···কটা বাজলো? দেরী করা চলে না···আমরা বেরিয়ে পড়ি।

কনক বলিল—আপনি জলটল খান···এখনো পাঁচটা বাজেনি।

—বাজেনি?

—না। পাঁচটা বাজতে এখনো পঁচিশ মিনিট বাকী।

জগৎ বলিলেন—যদি একখানা ট্যাক্সি নি?

কনক বলিল—না জগৎদা, মিছিমিছি ট্যাক্সি নিয়ে অনর্থক বাজে খরচ! এ ট্যাক্সি-ভাড়ার জন্য আপনি হয়তো হেঁটে ক'দিন কলেজ থেকে ফিরবেন! আমরা বাসে করে যাবো জগৎদা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—তোমার বৌদি যদি তোমার মতো হিসেব করে' চলতেন, কনক···

কনক বুঝিল, বলিল—কি করবে বলো জগৎদা? বৌদি ভাবে, তাহলে তোমার ইজ্জৎ থাকবে না···

হাসিয়া জগৎ বলিলেন—দেনার দায়ে যদি আদালতে দাঁড়াতে হয়, তাহলে এ ইজ্জৎ কোথায় থাকবে?

কনক বলিল—এ সব কথা ভেবে মন খারাপ করো না জগৎদা।

আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি।·····আজ আমি কী করেছি জানো ?

জগৎ বলিলেন—কি ?

কনক বলিল—বৌদির দুজন বন্ধু এসেছিল শশাঙ্কবাবু আর গীতি। বৌদি বললে, আইস-ক্রীম করো কনক···খরমুজার আইস-ক্রীম করেছি···তোমার জন্যও করেছি জগৎদা···

জগৎ বলিলেন—তোমার ?

কনক বলিল—আমি আইস-ক্রীম খাইনা।

জগৎ নিরুত্তরে চাহিয়া রহিলেন কনকের পানে···অবিচল দৃষ্টি···

সে দৃষ্টি কতখানি মর্ম্মভেদী···কনক মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা উপলব্ধি করিল। করিয়া কনক বলিল—সত্যি জগৎদা, আমি মিথ্যা বলিনি।

জগৎ বলিলেন—তাহলে আমিও একটা সত্যি কথা বলছি, শোনো কনক···সে কথা, তুমি না খেলে আমিও আইস-ক্রীম খাবো না।

কনকের বুকের কোথায় এ-কথা যে তরঙ্গ তুলিল···কনকের বুকের মধ্যটা তাহাতে যেন ভাঙ্গিয়া গেল! একটা উদ্গত নিঃশ্বাস চাপিয়া কনক বলিল—আচ্ছা, আমি খাবো। আমার জন্য একটু রেখো তুমি···প্রসাদ!

কনক চলিয়া যাইতেছিল, জগৎ ডাকিলেন—কনক···

কনক দাঁড়াইল।

জগৎ বলিলেন—তোমার বৌদি ?

কনক বলিল—বললে, কোন্ বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি···রিহার্শাল আছে।

—কার বাড়ী, বলেছে ?

কনক বলিল—হ্যাঁ। বললে, যদি জিজ্ঞেস করেন, [illegible] কোথায় গেছি, বলো, বেলা চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

জগৎ কোনো কথা বলিলেন না। কনক চলিয়া গেল।

বেলা পাঁচটা।

দুজনে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, একজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত।

জগৎ বলিলেন—সুরেশ! কি খপর ?

ভদ্রলোকের নাম সুরেশ।

সুরেশ বলিল—একবার আমার ওখানে যেতে হবে দাদা। আমার জামাই···ঐ রাস্কেল পাঁচু···জানো তো, দেনা করে বেলার বিয়ে দিয়েছি···রাস্কেলরা যা চেয়েছিল···মায়, টেব্‌ল-হার্ম্মোনিয়ম পর্য্যন্ত দিয়েছি। তা হতভাগা জামাইটা বয়ে গেছে···লেকের ওদিকে ক্লাব করেছে···ক'জন ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে থিয়েটারের দল খুলেছে। তাদের প্লে হবে, তার রিহার্শাল বসছে। বেলাকে সকলের পরিচর্য্যা করতে হয়। তাতে সে কিছু বলেনি। মুখ বুজে সকলকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে সেবা-পরিচর্য্যা করছিল। তারপর করেছে কি জানো দাদা ? মেয়ের দামী বেনারসী শাড়ীটাড়ী নিয়ে গেছে সেই থিয়েটারে। ওর ডাকিনী-যোগিনীদের পরিয়ে তাদের রাণী সাজাবে, নর্ত্তকী সাজাবে। মেয়েকে আমি শাসন করে দিছি······তবু মেয়ে শাড়ী দেছে। আজ গহনা নিয়ে টানাটানি···মেয়ে দেয়নি। তাকে প্রহার করেছে। তারপর জামাই ক্লাবে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় বলে

গেছে, গহনা চাইই—নাহলে মেয়েকে ক্লীয়ার-আউটের নোটিশ দিয়ে গেছে।

শুনিয়া জগৎ চাটুয্যে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন,—বলো কি সুরেশ!

সুরেশ বলিল—এর একটি বর্ণ অতিরঞ্জিত নয় দাদা…

জগৎ বলিলেন—তারপর?

সুরেশ বলিল—তারপর জামাই বেরিয়ে গেলে আমার মেয়ে তার গহনাগাঁটি নিয়ে আমার এখানে এসেছে। মেয়ে এসেছে বেলা [illegible]। এখন জামাই বাবাজী রুদ্র-মূর্ত্তিতে এসে হাজির! হুকুম…দাও গহনা। আমরা বলেছি, দেবে না। জামাই শাসিয়ে গেছেন, তিনি থানায় চললেন চুরির নালিশ করতে। আমি গিয়ে মেয়ের সঙ্গে বড় করে দুজনে মিলে তাঁর ফ্যামিলি-জুয়েলারি চুরি করে এনেছি। যদি একটা কেলেঙ্কারী করে? তাই আমি এসেছি।

জগৎ দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন……চোখের সামনে দেখিলেন বিস্তীর্ণ অন্ধকার। সে-অন্ধকারের বুকে আলোর চিহ্ন নাই।

সুরেশ ডাকিল,—দাদা…

এ স্বরে নাড়া পাইয়া জগতের চিন্তা ও মৌনতার পাথর যেন মনের উপর হইতে সরিয়া গেল…জগৎ যেন চেতনা পাইলেন! চেতনা পাইয়া তিনি বলিলেন,—কিন্তু আমি যে হাওড়া ষ্টেশনে যাচ্ছি সুরেশ …একটি ভদ্রলোকের আসবার কথা আছে। আমার এখানেই আসছেন …এলাহাবাদ থেকে আসছেন। টেলিগ্রাফ করে' জানিয়েছেন। Expect accordingly…

অকূল সমুদ্রের মাঝখানে অবলম্বনের আভাস মুছিয়া যায় দেখিয়া সুরেশ আকুল হইল।

সে বলিল,—তাহলে···

কনক এতক্ষণ ছিল পর্দার আড়ালে···ও-দিকে। সে বাহির হইয়া আসিল, বলিল—আমি একলাই যাই, জগৎদা। হাওড়া ষ্টেশনে তো···

জগতের দু' চোখে প্রচুর বিস্ময়···জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ঐ ভিড়ের মধ্যে তুমি একলা যাবে?

মৃদু হাস্তে কনক বলিল—কেন পারবো না? হাওড়া ষ্টেশন তো চিনি। কোন্ প্লাটফর্মে গাড়ী আসবে, দেখে নেবো। এত আগে যাচ্ছি···

জগৎ বলিলেন—পারবে?

—পারবো, জগৎদা···কোনো ভয় নেই।

জগৎ বলিলেন—সাবধানে যেয়ো কিন্তু। আচ্ছা চলো, তোমায় বাসে তুলে দি···দিয়ে আমি সুরেশের সঙ্গে যাই। এসো কনক···

তিনজনে বাহির হইলেন।

বালিগঞ্জ রেলোয়ে-ষ্টেশনের পশ্চিম-দিকে যে-কলোনি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই কলোনিতে জগৎ চাটুয্যের বাড়ী।···বাড়ীর সঙ্গে বাগান। চন্দ্রমুখী ফ্যাশন করিয়া বাড়ীর নাম রাখিয়াছে আরাম-বাগ।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তিনজনে আসিলেন বাস-ষ্ট্যাণ্ডে।

কনককে বাসে তুলিয়া উপদেশ দিয়া জগৎ সুরেশের পানে চাহিলেন, কহিলেন—চলো সুরেশ···

সুরেশ বলিল—এসো···

দুজনে চলিলেন।

সুরেশ বলিল—আমার মেয়ে বেলা। কি কুক্ষণে শুধু পয়সা দেখে ও-ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলুম! একদিনের জন্ত মেয়েটা সুখী হলো না!

জগৎ বলিলেন—বিবাহ আমাদের দেশে আজ দারুণ সমস্তা হয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোথায় সে প্রীতি-ভালোবাসা! কোথায় বা দরদ-সহানুভূতি! Love-marriage··· (ভালোবাসিয়া বিবাহ) তাতেও দু'দিন পরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অহি-নকুলের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে!··· কেন হবে না? নকলিয়ানার বিষে আমরা জর্জরিত হয়ে গেলুম! লেখাপড়া শিখেও মনকে বশে রাখতে পারিনা আমরা, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে!

সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুরেশ বলিল—ভাগ্য!

জগৎ বলিলেন—না সুরেশ···ভাগ্য নয়, এ কর্মফল! যে যেমন কাজ করবে, তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে বৈ কি!

ওদিকে বাস গিয়া হাওড়-ষ্টেশনের সামনে থামিল।

বাস থামিলে কনক নামিয়া ষ্টেশনে ঢুকিল; তারপর এনকোয়ারি-অফিসে সন্ধান লইয়া সঠিক প্লাটফর্মে···

সিগনাল পড়িয়াছে। ট্রেণ আসিতে বিলম্ব নাই। কুলির দল সতর্ক হুঁশিয়ার দৃষ্টিতে পশ্চিম-দিকে চাহিতেছে। এবং যথাসময়ে তুফান-এক্সপ্রেস আসিয়া প্লাটফর্মে থামিল।

প্রচণ্ড ভিড়। ট্রেণে যত লোক আসিয়াছে, তার চেয়ে বেশী লোক আসিয়াছে তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে···

ফার্ষ্ট-ক্লাশ…সেকণ্ড-ক্লাশ কামরা…এ দুই কামরাতেও যাত্রী। যে সব যাত্রী পত্নী-পুত্রসহ আসিয়াছে, তাদের চকিত-দৃষ্টিপাতে ত্যাগ করিয়া কনকের দু চোখের সন্ধানী দৃষ্টি অজানা একা-বাঙালী যাত্রীর উদ্দেশে আকুল অধীর!…কৈ সে যাত্রী?

ভিড়ের ধাক্কা হইতে নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া নিরাপদে ঠাঁই বাছিয়া কনক দাঁড়াইয়াছিল। প্লাটফর্ম জুড়িয়া হাস্য-কলরবের তরঙ্গ উত্তাল হইয়া স্পর্শ দিয়া চলিয়াছে…সে হাস্য-কলরব কনকের কানে প্রবেশ করিতেছে না। তার সকল মন দু' চোখের দৃষ্টিতে সংবদ্ধ হইয়া শুধু এক অপরিচিতের সন্ধান করিতেছে। কনকের বহিশ্চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

চেতনা ফিরিতে দেখে, প্লাটফর্ম্ম প্রায় খালি। গাড়িগুলিকে বহিয়া কোলিশন্-দুর্বিপাক বাঁচাইয়া এক্সপ্রেসের এঞ্জিন নিরাপদে এখানে পৌঁছাইয়া এখন-কর্ত্তব্য শেষে সদর্প-গর্জ্জনে ভোঁশ-ভোঁশ করিতে করিতে ও-পাশের লাইন ধরিয়া নিজের বিশ্রাম-নীড়ে চলিয়া যাইতেছে …গার্ডের গাড়ীর কাছে কটা লগেজ পড়িয়া আছে এবং দু'চারিজন যাত্রী হুঁশিয়ার ভাবে সে-লগেজের স্তূপ হইতে নিজেদের লগেজ বাছিয়া লইতেছে।

ব্রেকের সামনে এই যাত্রীদের উপর কনকের দৃষ্টি পড়িল। তিনজন। তাদের মধ্যে দুজন বাঙালী; একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান! বাঙালী দুজনের মধ্যে একজনের বয়স হইয়াছে…মাথায় টাক…ময়লা রঙ। মন বলিল, নাম যার প্রদোষ, ও-চেহারা তার হইতে পারে না! আর একজন বাঙালী? গায়ে কোট…কোঁচানো ধুতি…পায়ে ফিতা-বাঁধা জুতা…চেহারা ভদ্রলোকের মতো। বয়স…?

বয়স ঠিক করিতে পারিল না। মন বলিল, ঐ ভদ্রলোক হয়তো প্রদোষ! চেহারায়-পোষাকে কলিকাতার ফ্যাশন্ নাই।

ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে কে ডাকিল,—বালিগঞ্জ থেকে এসেছেন?

বালিগঞ্জ!

কনক ফিরিল। পিছনে সিল্কের পাঞ্জাবি-গায়ে এক তরুণ ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে কুলি। কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক, বিছানাপত্র···

ট্রাঙ্কের গায়ে লেবেলের উপর চোখ পড়িল। ইংরাজী অক্ষর P. Roy..

সলজ্জ মৃদুভাবে কনক কহিল—আপনি এলাহাবাদ থেকে আসছেন?

মৃদু হাস্যে তরুণ বলিল,—ও···হাঁ।' আমার নাম প্রদোষ রায়।

কনকের সর্ব্ব-শরীর বহিয়া বিদ্যুতের চমক! সে কোন জবাব দিল না।

প্রদোষ বলিল—আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন! কখনো দেখিনি আপনাকে ···চ কি করে চিনলুম!

কনক তাই ভাবিতেছিল।

প্রদোষ বলিল—আপনার একখানি ফটোগ্রাফ দেখেছি বৌদির কাছে। বৌদির নাম উর্ম্মিলা দেবী! আসবার সময় বৌদি বললে, তুমি এলাহাবাদ ছাড়লে একখানা টেলিগ্রাম করে দেবো···তাকে আসতে বলবো ষ্টেশনে। আমি বললুম, আমাকে চেনেন না, জানেন না ···তাছাড়া বাঙলা দেশে বাঙালী-ঘরের মেয়ে আসবেন ষ্টেশনে অজানা লোককে রিসিভ করতে! তাতে বৌদি বললেন, তুমি তাকে জানো না ঠাকুরপো···সে ভারী মিশুক। তার উপর কলকাতায়

আবহাওয়া এমন হয়েছে যে সেখানকার মেয়েদের আর জুজুর ভয় মোটে নেই!

চমৎকার কথা···বলিবার ভঙ্গীটুকুও চমৎকার!

কনক নিরুত্তর থাকিতে পারিল না। কনক বলিল—জগদ্দা বললেন, আপনি এখানে নতুন আসছেন···কলকাতায় কখনো আসেন নি। আপনাকে নিতে আসতে দুজনেই বেরিয়ে ছিলুম। পথ থেকে তাঁকে একটা খুব জরুরি কাজে যেতে হলো···অথচ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমি ফিরে যেতে পারলুম না। ভয়ে-ভয়ে এসেছি· ভাবিনি, এ-ভিড়ে আপনাকে পাবো!

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—আপনার সে ভাবনা অন্যায় হয়নি। কারণ, আপনি আমাকে দেখতে পাননি···আমিই আপনাকে দেখেছি। আসুন···

—হ্যাঁ, চলুন···

কুলির দিকে চাহিয়া প্রদোষ কহিল—চলো···

চলিতে চলিতে প্রদোষ বলিল—একটা কথা আছে···

কনক চাহিল প্রদোষের পানে···

প্রদোষ বলিল—আপনাদের ওখানে গিয়ে ওঠবার কথা ছিল। কিন্তু তা আর যাবো না।

এ-কথায় কনকের মনের কোণে মৃদু আঘাত বাজিল।

প্রদোষ কহিল বেরুবার আগে আমার এক পিসতুতো ভাই একটি হোটেলের সন্ধান দেছে।···তার এক বন্ধু সে হোটেলের মালিক। সেইখানে গিয়ে উঠবো। তাদের ওখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। তারা ঘর-টর ঠিক করে রাখবে। সে হোটেল হলো পার্ক সার্কাসে। হোটেলের নাম ওরিয়েণ্ট।

কনকের বুকের মধ্যে কে যেন একখানা পাথর চাপিয়া ধরিল··· নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রবোধ বলিল—বৌদির কাছে সব শুনলুম। দয়া করে দুঃখ করবেন না আপনি। মানে, জগৎবাবু খুব ভালো লোক কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই···জানা-শোনাও নেই। আপনি ঊর্মিলা বৌদির বন্ধু···কাজেই আপনি অজানা নন···আপনাকে সহজেই বন্ধু বলে শিরোধার্য্য করা চলে। কিন্তু জগৎবাবু? তাই ভেবে···তাছাড়া জানা-হোটেল পাচ্ছি···অনেক দিন থাকতে হবে তো। তাই গেলুম না। আপনাকে কষ্ট দিয়েছি, সেজন্য ক্ষমা করবেন। ঊর্মিলা বৌদি কি রকম impulsive জানেন তো। যেমন শোনা কলকাতায় আসছি, অমনি তাঁর কোথায় কে আত্মীয়-বন্ধু আছেন···আমাকে তাঁদের চার্জ্জে দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে চান্···পাছে আমার কোনো অসুবিধা হয়, এই ভেবে তিনি আকুল! কলকাতায় না এলেও তিনি ভাবেন, আমি একেবারে শিশু আছি। এখানে এসে দাঁড়াবামাত্র ছেলেধরায় আমায় ধরে নিয়ে যাবে।

কথার শেষে প্রবোধ হাসিল! প্রাণের অকপট হাসি।

কনক নিরুত্তরে চলিতেছিল।

দুজনে বাহিরে আসিল।

সামনে ট্যাক্সি···

প্রবোধ কহিল—ট্যাক্সি নি। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে জগৎবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে হোটেলে যাবো। আপনাদের বাড়ী হয়ে বালিগঞ্জ রেলোয়ে-ষ্টেশন থেকে আমার এ হোটেল কত দূরে হবে?

কনক কহিল,—বেশী দূরে নয়। তবে বালিগঞ্জে যেতে পথে আপনার হোটেল পড়বে।

প্রদোষ কহিল,—ও··· তা হোক্, তাতে কিছু এসে যাবে না।

কনক কোনো কথা কহিল না···যে-আগ্রহ লইয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিল, সে-আগ্রহ বাণে-বেঁধা পাখীর মতো যেন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে!

মনকে লইয়া সে বিব্রত···কেবলি বুঝাইতে চায়, কেন···কেন তোর এত উচ্ছ্বাস? আর কেনই বা ও-কথায় তোর সে উচ্ছ্বাস ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে চায়?

ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া প্রদোষ কহিল—উঠুন···

এ-কথায় কনকের যেন ঘুম ভাঙ্গিল! এতক্ষন সে যেন ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল!

ট্যাক্সি···দরজা খুলিয়া প্রদোষ তাকে বলিতেছে—উঠুন···

কনক বলিল—আমি বাসে ফিরবো। আপনি যখন হোটেলেই যাবেন···

প্রদোষ বলিল—হোটেলে যাবার আগে আপনাদের ওখানে যেতেই হবে। যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। জগৎবাবু আমার জন্য আশা করে আছেন। ওখানে গিয়ে উঠবো বলে খবর দিয়ে তাঁকে ব্যস্ত করে শেষে না যাওয়া—এর জন্য ক্ষমা না চাইলে দারুণ অভদ্রতা হবে!

এ-কথায় কি উত্তর দিবে, কনক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

প্রদোষ কহিল—উঠুন···না, আপ্-আগাড়ি উঠিয়ে বলে খানিক লৌকিকতার অভিনয় চলবে!

কনক তবু উঠিল না···উঠিতে পারিল না। কে যেন তার পা দুটাকে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন!

প্রদোষ বলিল—সে-অভিনয়ে আমার কিন্তু আপত্তি আছে··· যেহেতু খিদে যেমন পেয়েছে, তেমনি তেষ্টা। আপনার ওখানে গিয়ে চটপট যদি এক-পেয়ালা চা পাই, তাহলে আমার আরামের সীমা থাকবে না।

এ-কথায় কনকের পায়ের বাঁধন খুলিয়া গেল। কনক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। কনক বসিলে প্রদোষ উঠিয়া তার পাশে বসিল···

ট্যাক্সি চলিল।

হাওড়ার পুল···

প্রদোষ কহিল—মা-গঙ্গা · কি করে মাকে বেঁধে রেখেছে! এর চেয়ে আমাদের ওখানে গঙ্গা-যমুনা···তাঁদের দেহে প্রাণ আছে··· প্রাণের সাড়া পাই, সত্যি। বালির চড়া হলেও মানুষের তৈরী শৃঙ্খল নয়!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সবুজ দ্বীপ

হাওড়ার পুল পার হইয়া এপারে কলিকাতা। দুজনের কাহারো মুখে কথা নাই।

জেনারেল পোষ্ট অফিস, লাল-দীঘি, গবর্ণমেণ্ট হাউস পার হইয়া ট্যাক্সি আসিল মাঠের পথে!

প্রদোষ বলিল—বাঃ…বাড়ী-ঘরের আড়ালে খোলা মাঠ দেখে কি আরাম মনে হচ্ছে। আচ্ছা, পার্ক-সার্কাসটা কোথায়?

কনক বলিল—সে হলো সার্কুলার রোডের পূব-দিকে…

প্রদোষ বলিল—পথে পার্ক-সার্কাস্ পড়বে আগে, বললেন না?

কনক বলিল—হ্যাঁ…

প্রদোষ বলিল—তাহলে এক কাজ করলে হয়!

কনক সাগ্রহ দৃষ্টিতে প্রদোষের পানে চাহিল।

প্রদোষ বলিল—পার্ক-সার্কাসের হোটেলে মালগুলো রাখি। কেন না, গন্ধমাদন-ঘাড়ে জগৎবাবুর ওখানে গিয়ে তার পর আবার সে গন্ধমাদন মাথায় নিয়ে পার্ক-সার্কাসে আসা…তাই ভাবছি, মালগুলো হোটেলে নামিয়ে গেলে দু'দণ্ড আপনাদের ওখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাবে, কি বলেন?

কনক বলিল—বেশ হবে।

ট্যাক্সি-ওয়ালাকে কনক বলিল—পার্ক-সার্কাস চলো…

ট্যাক্সি তখন মাঠ পার হইয়া পার্ক ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া চলিল··· সোজা পূর্ব্ব-মুখে।

প্রদোষ বলিল—সিটি অফ্ প্যালেসেস্ বলে কলকাতাকে···সত্যি তাই। শুধু বড় বড় বাড়ী আর বাড়ী···আমেরিকাকে যেন ধরে এনেছে এই কলকাতা! উঃ, এক-একটা বাড়ী বোধ হয় সাত-তলা আট তলা!

কনক কোনো কথা বলিল না।

প্রদোষ বলিল—বৌদির সঙ্গে মানে, ঊর্ম্মিলা বৌদির সঙ্গে আপনার বোধ হয় বহুকাল দেখা হয়নি?

কনক বলিল—না।

প্রদোষ বলিল—আমি বলে এসেছি, কলকাতায় আমি একটি আস্তানা ঠিক করে বসলে তাঁক ধরে আনবো এখানে। বেশ হবে, না?

কনক বলিল—হ্যাঁ।

সেমিট্রির পাশ দিয়া ট্যাক্সি পূর্ব্ব-মুখী পথ ধরিল।

কনক বলিল—আপনার হোটেলের ঠিকানা জানেন? কোন্ রাস্তায়, কত নম্বর বাড়ী?

প্রদোষ বলিল—রাস্তার নাম আমীর-আলি এভিনিউ···

—ও···কনক ড্রাইভারকে বলিল—আমীর-আলি এভিনিউ···

তার পর সে চাহিল প্রদোষের পানে, বলিল—ও রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

আমীর-আলি এভিনিউয়ে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিবার পর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইল না···ডান দিকে চার-তলা একটা বাড়ী।

বাড়ীর মাথায় লাল-নীল বাল্‌বের আলোয় ইংরেজী হরফ চোখ বুজিয়া চোক খুলিয়া পথিকদের কাছে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে···THE ORIENT··HOTEL

কনক বলিল—ডান দিকে ঐ চার-তলা বাড়ী···

প্রদোষ বলিল—ঠিক! ভাগ্যে আপনি ছিলেন গাইড্···নাহলে এত বড় সহরে কোথায় পার্ক-সার্কাস আর কোথায় এই ওরিয়েণ্ট··· সাত দিন সাত রাত্ত ঘুরলেও আমি আন্দাজ করতে পারতুম না!

হাসিয়া কনক বলিল—পথে যাকে জিজ্ঞাসা করতেন, সেই বলে দিত।

প্রদোষ বলিল—তা বটে! বোধ হয়, কলম্বাস এমনি জিজ্ঞাসা করতে-করতে গিয়ে এ্যামেরিকা অবিষ্কার করেছিল! আপনি তাহলে আমায় কলম্বাস হতে দিলেন না!

ওরিয়েণ্টের সামনে ট্যাক্সি থামানো হইল। হোটেলের বেয়ারা-খানশামা ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল প্রদোষ বলিল—মাল নামাও···

খানশামা মালপত্র নামাইতে লাগিল· প্রদোষ চাহিল কনকের পানে, কহিল—নামবেন না? ঘরটা দেখে যেতেন··

কনক নামিল।

এবং দুজনে আসিল হোটেলের অফিস-ঘরে। প্রশ্ন করিতে সন্ধান মিল···টেলিগ্রাম আসিয়াছে এবং টেলিগ্রাম-মাফিক প্রদোষের জন্য তিন-তলার দক্ষিণ-দিকে একটি ভালো কামরা বুক্ করিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রদোষ বলিল—দয়া করে মালপত্রগুলো সেখানে তুলিয়ে দিন।

আমি ঘুরে আসছি। আমার ফিরতে দু-তিন ঘণ্টা লাগবে। রাত্রে বেশী কিছু খাবো না। শুধু দুটি ভাত আর মাছের ঝোল। মানে, লঘু আহার। বুঝলেন ?

তারপর কনকের পানে চাহিয়া বলিল—আপনাকে এখন আর তিন-তলায় তুলে কষ্ট দিতে চাই না। আসুন, এবার গিয়ে জগৎ বাবুর সঙ্গে আলাপ করবো এবং আপনাকেও নামিয়ে দিয়ে আসবো।

দুজনে আসিয়া ট্যাক্সিতে বসিল। প্রদোষ বলিল—লীড্ মী অন্ নাউ প্লীজ্...(আমায় এবার লইয়া চলুন)।

আমীর আলি এভিনিউ ধরিয়া গাড়ী এবার চলিল সোজা দক্ষিণ দিকে...

বালিগঞ্জের পুরানো রাস্তা ধরিয়া গাড়ী আসিল রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে...

প্রদোষ বলিল—কলকাতা-সহর আকারে এত বড়...আমার আইডিয়া ছিল না! তার উপর এত-বড় সহরের সবটুকু শুধু ঘর-বাড়ীতে ভরা! মনে হয়, সারা পৃথিবীর লোক যেন এখানে এসে আস্তানা নেছে। ওঃ...এ ভিড়ে আপনারা হারিয়ে না গিয়ে ঠিক থাকেন কি করে? বাড়ী থেকে বেরিয়ে আবার ঠিক নিজের বাড়ীতে ফেরেন কি করে, ভেবে আমার তাক্ লেগে যাচ্ছে!

কথাগুলা সরল প্রাণের অকপট উচ্ছ্বাস! কনকের ভালো লাগিল। হাসিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে আবার তাহলে এসে আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে, দেখছি।

প্রদোষ বলিল,—দিলে নিশ্চিন্ত হবো। না হলে ট্যাক্সিওলা যদি অন্য কোথাও নিয়ে যায়, আমি মোটে বুঝতে পারব না!

কনক বলিল—যদি সত্যি মনে হয় আপনি হারিয়ে যাবেন, একা ফিরতে পারবেন না···তাহলে পৌঁছে দিয়েই যাবো !

প্রদোষ বলিল—এখানে আপনাকে শুধু জানি···না হলে this world is strange to me (এ পৃথিবী আমার অজ্ঞাত)···

রাসবিহারী এভেনিউর মোড় ছাড়াইয়া খানিকটা অগ্রসর হইবামাত্র বাঁয়ে পথ বন্ধ। দুখানা মোটরে ধাক্কা লাগিয়া সামনে মস্ত ভিড়। যেন পর্ব্বতের আড়াল উঠিয়াছে !

প্রদোষের ট্যাক্সি থামিল।

সকলে ছুটিয়া ট্যাক্সির কাছে আসিল, বলিল—দয়া করে গাড়ীটা যদি ছেড়ে দেন মশায় ! দুজন লোক ভয়ানক জখম হয়েছে। মোটরে-মোটর কোলিশন হয়েছে। এাম্বুলান্স আসতে দেরী হবে তো···তার মানে, যদি আপনাদের অসুবিধা না হয় ! ভারী আর্জ্জেন্ট ম্যাটার !

শুনিয়া প্রদোষ স্তম্ভিত ! নিমেষের জন্য···পরক্ষণে বলিল,—বেশ, নিন আপনারা গাড়ী।

বলিয়া সে কনকের পানে চাহিল। কনককে কিছু বলিতে হইল না। কনক তখন গাড়ী হইতে নামিল। প্রদোষ নামিয়া মীটার দেখিয়া ট্যাক্সিওলাকে ভাড়া চুকাইয়া দিল।

দিয়া কনকের পানে চাহিয়া বলিল,—আমরা আর একখানা গাড়ী নি —কি বলেন ?

কনক বলিল,—বেশ।

গাড়ী ছাড়িয়া দু'জনে উত্তর-মুখে চলিল ট্যাক্সির সন্ধানে।

প্রদোষ বলিল—আপনাদের বাড়ী এখান থেকে কত দূর ?

—দু মাইল হবে।

—কোন্ দিকে ?

—বালিগঞ্জ ষ্টেশন। তার কাছে।

দুজনে প্রায় মোড়ের কাছাকাছি আসিয়াছে, সহসা রেডিয়োর গানের সমারোহে ফুট-পথে ভীড়।

বাড়ীর দ্বারে আলোর হরফে লেখা···গ্রীন্ আইল্ (Green Isle)

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—হোটেল ?

কনক বলিল,—শুনেছি, সৌখীন লোকদের মজলিশ।

—তেষ্টায় আমার গলা কাঠ! একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক···মানে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে!

কনকের কি আপত্তি! ভদ্রলোক পিপাসায় আকুল···কনক বলিল,—চলুন।

দুজনে ভিতরে আসিল।

ভিতরে যেন অলকা-পুরী! ক্যাশানোভার আদর্শে চতুর একজন বাঙালী ভদ্রলোক লেকের কাছে এই সবুজ দ্বীপ রচনা করিয়াছেন। নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ পান-ভোজনের উৎসব-মণ্ডপ যেন!

দেখিয়া প্রদোষ অবাক! কহিল,—Merry-makers···(প্রমোদ-পিয়াসী)! বিলেতের গল্প শুনি···এখানে বিলেত গড়ে তুলেছে! আপনি কালিদাসের কবিতা পড়েছেন ? কালিদাস লিখে গেছেন—স্বর্গের এক-টুকরো ভেঙ্গে এনে এখানে এই মর্ত্ত্যলোকে বসিয়েছে। কালিদাসের কি দূরদৃষ্টিই ছিল, ভাবুন! ভদ্রলোক মানস-চক্ষে আজকের কলকাতার এ প্রগতি আভাসে দেখেছিলেন···তাই লিখেছিলেন, স্বর্গের অর্থাৎ

বিলেতের এক টুকরো অর্থাৎ এই প্রমত্ত আমোদ-প্রমোদ দিয়ে এই মর্ত্যলোকে অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, বেকার-সমস্যা এবং দারিদ্র্য-অভাব-ক্লিষ্ট বাঙলা দেশে স্বর্গ এনে বসানো হয়েছে !···চারদিকে বড় বড় বাড়ী, আর সন্ধ্যার পর এই দিলখোলা আমোদ-প্রমোদ···এতেও লোকে বলে, বাঙালীর পকেটে পয়সা নেই !

কনক কোন কথা বলিল না···তার দু' চোখে বিস্মিত দৃষ্টি !

প্রদোষ বলিল—এখানে বসে কোল্ড ড্রিঙ্ক চাইলে বোধ হয় গ্রাহ্য করবে না···তাড়িয়ে দেবে। তবু দেখা যাক, যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ !

খোপদোস্ত পোষাক-পরা পাগড়ী-মাথায় খানশামা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

প্রদোষ বলিল—লীমন-স্কোয়াশ···দো' গ্লাস···

বলিয়া কনককে ইঙ্গিত করিয়া একটা গোল-টেবিলের সামনে চেয়ার টানিয়া বসাইল। কনক বসিলে প্রদোষ একখানা চেয়ারে বসিল।

বেয়ারা লিমন-স্কোয়াশ আনিল, কহিল—ঔর কুছ, সাব ?

প্রদোষ বলিল—কি দিতে চাও ?

বেয়ারা বলিল—আইশ-ক্রীম···এগ ···টোষ্ট ? গোস ? পুডিং ? পেগ্ ?

প্রদোষ চাহিল কনকের পানে, কহিল—কি বলবো ? আইস-ক্রীম ? না, পুডিং ?

কনক বলিল—আমি খাবো না।

প্রদোষ কনকের পানে চাহিল। তারপর বেয়ারার পানে চাহিয়া কহিল,···থাক্ !

বেয়ারা চলিয়া গেল।

কনকের দিকে গ্লাস আগাইয়া দিয়া প্রদোষ কহিল,—খান…

কনক যেন কাঁটা হইয়া উঠিল। কহিল—আমি খাবো না।

—খাবেন না?

—না।

—কেন?

—আমাকে খেতে নেই।

…প্রদোষের মনে পড়িল, ঠিক। ঊর্ম্মিলার মুখে শুনিয়াছে, এই বয়সেই কনকের জীবনের খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে! তার বুকে আলোর যে-দীপ্তি…এ-কথা মনে হইবামাত্র একরাশ অন্ধকার আসিয়া সে-দীপ্তি ঢাকিয়া দিল…

কনকের পানে সে চাহিল,—চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল!…সে এখনো ছেলেখেলা লইয়া তন্ময়…সামনে জীবনের দেনা-পাওনা সই বাকী! আর কনক? তার চেয়ে বয়সে কত ছোট…অথচ দেনা-পাওনা শেষ করিয়া জীবনের পাট শেষ করিয়া যেন ওপারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! বেচারী কনক!

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রদোষ বলিল—থাক্, আমিও খাবো না।

কনক চমকিয়া উঠিল! কহিল,—সে কি! তাছাড়া আমার তেষ্টা পায়নি…আপনার তেষ্টা পেয়েছে…

প্রদোষ কহিল—না। সামান্য তেষ্টার কষ্টটুকু সহ্য করতে পারবো না…মানুষ হয়ে জন্মেছি?…আর আপনি? তারপর কি যে বলিবে, কথা বাধিয়া গেল। 'আপনি' কথার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর

হাসি-গান কথা-আনন্দ···একেবারে কণ্ঠনলীতে ভিড় করিয়া থামিয়া রহিল!

প্রদোষ বলিল—দাম দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্!···আপনাকে কাঁহাতক্ ল্যাংবোট করে ঘুরবো! বাড়ী থেকে কখন আপনি বেরিয়েছেন! আমার অন্যায়···আপনাকে এ-রকম করে ষ্টেশনে আনা রীতিমত ক্রুয়েল (নিষ্ঠুর)···

কনক তাড়াতাড়ি বলিল—না, না, সত্যি তা নয়। ষ্টেশনে যেতে আমার এতটুকু কষ্ট হয়নি!

প্রদোষ বলিল—তাহলে ওঠা যাক।

কনক বলিল—আপনি লিমন-স্কোয়াশ খান, নাহলে আমি উঠবো না। তেষ্টা পেয়েছে বললেন···

প্রদোষ বলিল—জীবনে মানুষ কত বড়-বড় দুঃখ সহ্য করছে, সামান্য তেষ্টায় এত বিচলিত হওয়া আমার উচিত হবে না!

কনক বুঝিল, কিসের ব্যথায় প্রদোষ এ-কথা বলিল। কনক বলিল —আমি অনুরোধ করছি বলে' খান···নাহলে আমার মনে ভারী দুঃখ হবে।

প্রদোষ চাহিল কনকের পানে·······কনকের চোখের দৃষ্টিতে আকুলতা···

প্রদোষ আর কোন কথা না বলিয়া লিমন-স্কোয়াশটুকু পান করিল। তারপর বেয়ারাকে দাম দিয়া বলিল—এবারে যাওয়া যাক···

কনক উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইবামাত্র···একটু দূরে টেবিল ঘিরিয়া একদল সৌখীন নর-নারীর উচ্চ হাস্য-রব শুনিয়া সেইদিকে চোখ ফিরাইল।

চোখ ফিরাইতে দেখে, ও-টেবিলে পাঁচ-সাতজন সুবেশ নর-নারীর সঙ্গে চন্দ্রমুখী।

দেখিয়া কনক শিহরিয়া উঠিল! বাড়ীতে বলিয়া আসিয়াছে, রিহার্শালে যাইতেছে···

কনক কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···

প্রদোষ কহিল—কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

চন্দ্রমুখীর হাত ধরিয়া টানিয়া সাহেবী পোষাক-পরা একজন ভদ্রলোক বলিল—এসো···যাই।

কথাটা কনকের কানে গেল···

কনক যেন কাঁটা! তার চেতনা যেন লুপ্ত হইয়াছে···রক্তের তরঙ্গ মাথার মধ্যে চকিতে খরস্রোতে আসিয়া জমিতে লাগিল!

চন্দ্রমুখী উঠিয়া সে ভদ্রলোকের সঙ্গে এদিকে অগ্রসর হইয়া আসিল···

চন্দ্রমুখী কনককে দেখিল···দুজনের চারি-চক্ষে মিলন। ভদ্রলোকের হাত ছাড়িয়া চন্দ্রমুখী ধনু-নিক্ষিপ্ত তীরের মতো সবেগে আসিল কনকের কাছে। বলিল—এখানে! গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছো বুঝি?

কথা নয়, চাবুক! সে চাবুকে কনকের চেতনা হইল। কনক বলিল—আমি···আমি এখানে এসেছি···

আর বলিতে পারিল না···

কথা বাধিয়া গেল।

চন্দ্রমুখী বলিল—ফের যদি দেখি আমার পেছু নেছ···ভালো হবে না।··· রিহার্শালের পর সকলে এখানে এসেছিলুম একটু খাওয়া-দাওয়ার জন্য। কিন্তু তুমি এখানে আসো কোন্ মুখে। তুমি না বিধবা!

প্রথম কথায় কনক যদি বা ব্যথা না পাইত, শেষ-কথার আঘাত তার খুব বেশী বাজিল! এ-কথায় তার মুখ নিমেষে পাংশু-বিবর্ণ হইয়া গেল। কথা কহিবে কি, মনে হইল, তার জিভটাকে কে যেন সবলে বুকের মধ্যে টানিতেছে! বুক হইতে কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত রসহীন বিশুষ্ক···যেন সাহারা-মরুভূমির মতো দারুণ দাহে জ্বলিয়া যাইতেছে!

চন্দ্রমুখীর পানে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চাহিল; দেখিল, চন্দ্রমুখীর ছ'চোখে যেন মোটর-গাড়ীর হেড-লাইটের মতো তীব্র অগ্নিশিখা!

চন্দ্রমুখী বলিল—কি করে খোঁজ পেলে আমি এখানে এসেছি?

বহু কষ্টে কনক কথা কহিল। বলিল—একলা আসিনি···এঁর সঙ্গে এসেছিলুম···

অতি মৃদু কণ্ঠ···কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষের দিকে কনক চাহিল। প্রদোষ তার কাছে দাঁড়াইয়া আছে···যেন কাঠের পুতুল!

চন্দ্রমুখী চাহিল প্রদোষের পানে। দিব্য-কান্তি তরুণ! সে যে ধনী ও বনিয়াদী ঘরের ছেলে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

চন্দ্রমুখীর চোখের দৃষ্টিতে যে-আগুন জ্বলিতেছিল, প্রদোষকে দেখিয়া সে-আগুন নিবিয়া জল হইয়া গেল! এখন সে চোখে ফুটিল যেন চাঁদের জ্যোৎস্না! চন্দ্রমুখী ভাবিল, কনক এমন তরুণ বন্ধুকে কোথায় পাকড়াও করিল? উহাকে কখনো দেখে নাই তো।

চন্দ্রমুখী বলিল—ইনি?

ভাবিল, হয়তো কনকের কোনো আত্মীয়-জন··নহিলে এতদিন এখানে আছে, রাগ যত করুক, হাবে-ভাবে আচারে ব্যবহারে কনককে

এমন কথনো দেখে নাই যে তার এমন বন্ধুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়!

চন্দ্রমুখীর কথায় ঝাঁজ নাই দেখিয়া কনকের ভয়-দ্বিধা খানিকটা বিদূরিত হইল। সহজ কণ্ঠে সে বলিল—ইনি উর্মিলাদির ছাওর।

কে উর্মিলাদি, সে-পরিচয় চন্দ্রমুখী জানে না। কনকের কথায় কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রদোষের পানে চাহিল। প্রদোষ বলিল—আমি পশ্চিমে থাকি···এলাহাবাদে। বৌদি এঁকে চিঠি লিখেছিলেন, নতুন মানুষ এখানে আসছি···হাওড়া ষ্টেশনে এসে আমাকে যদি ওখানে নিয়ে যান···

চন্দ্রমুখী বলিল—ও, তাহলে আমাদের ওখানে যাচ্ছেন?

প্রদোষ কহিল—না!

কনক বলিল—ইনি বৌদি···জগৎদার স্ত্রী···

প্রদোষ কহিল···ও···নমস্কার···

বলিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নতি জানাইল, তারপর কহিল—আপনাদের ওখানে গিয়ে আপনাদের আর কষ্ট দেবো না। শাস্ত্রে বলেছে, অজ্ঞাতকুলশীল লোককে বাসো দেয়ং ন কস্যচিৎ···বাড়ীতে স্থান দেওয়া বারণ! তাছাড়া গেলে পাছে এঁকে খানিকটা বিব্রত হতে হয়! আমি একটা হোটেল পেয়েছি পার্ক-সার্কাসে।

কথাটা বলিয়া প্রদোষ চাহিল কনকের পানে···

কনক বলিল—হোটেলের নাম ওরিয়েণ্ট।

চন্দ্রমুখী বলিল—কনক-ঠাকুরঝির বৌদির ছাওর আপনি! তাহলে আপনি আমাদের বাড়ীতে থাকলে ঠাকুরঝি বিব্রত হবে কেন?···ও-বাড়ী আমাদের যেমন, ঠাকুরঝিরও তেমনি!

এ-কথা শুনিয়া প্রদোষ হাসিল, কহিল—হোটেলে থাকলেও আপনাদের ওখানে যাবো বৈ কি···প্রায় যাবো।—কত জ্বালাতন করবো। তখন বলবেন, ভালো আপদকে আসতে বলেছেন! এখন আপনাদের ওখানেই যাচ্ছি···এঁকে পৌঁছে দেবো·· সেই সঙ্গে অমনি বাড়ী দেখে আসবো।

চন্দ্রমুখী বলিল—নিশ্চয় আসবেন। না এলে আমাদের খুব বেশী অভিমান হবে।

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—অভিমানের কোনো কারণ রাখবো না' দেখবেন।

চন্দ্রমুখী বলিল—কতদিন আপনি কলকাতায় আছেন?

প্রদোষ বলিল—বলতে পারি না। আপাততঃ এক-মাস আছি, নিশ্চয়। তারপর হয়তো এলাহাবাদ ছেড়ে এইখানেই চিরদিনের জন্য আস্তানা নিতে হবে।

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি এখন যেতে পারছি না···একটু কাজ আছে। একটা ডান্স-রিসাইটাল হবে—তার রিহার্শাল চলেছে। আমাকেই সব দেখতে শুনতে হচ্ছে। আজকের জন্য মাপ করবেন। কিন্তু পরে আসবেন একদিন···নিশ্চয়। ঠাকুরঝি, তোমার উপর ভার রইলো···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চন্দ্রমুখী আবার চাহিল প্রদোষের পানে, বলিল—আপনার নাম জানলুম না তো!

প্রদোষ বলিল—আমার নাম প্রদোষ।·· আমরা তাহলে আসি।

চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ—

কনকের পানে চাহিয়া প্রদোষ বলিল—চলুন···

প্রদোষের সঙ্গে কনক ফিরিতে উদ্যত হইল···সাহেবী পোষাকে পরা একজন ভদ্রলোক আসিয়া চন্দ্রমুখীর সামনে দাঁড়াইল, বলিল— What's the idea ? You are busy here...(ব্যাপার কি ? খুব ব্যস্ত দেখছি)।

মৃদু হাস্যে চন্দ্রমুখী বলিল—না, চলো···বলিয়া চন্দ্রমুখী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া ছোট আয়না বাহির করিয়া মুখে পাউডার-পাফ বুলাইল···

প্রদোষ তখন কনকের সঙ্গে হোটেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বামী-স্ত্রী

প্রদোষ-কনক চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী তাদের পানে চাহিয়া রহিল ···অনেকক্ষণ।

সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোকটির নাম ব্রতীন গুপ্ত। ব্রতীন লক্ষ্য করিল···চন্দ্রমুখীর দু'চোখে একাগ্র দৃষ্টি !

প্রদোষ ও কনক দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইলে ব্রতীন বলিল— কি হলো মিসেস চ্যাটার্জী ? নব ভাবোদয় দেখছি যে !

দু'চোখে মৃদু ভর্ৎসনা···চন্দ্রমুখী বলিল—Don't make a jealous fool of yourself, Gupta...(হিংসা বিষ মনে পুষিয়া নিজেকে

নির্বোধ করিয়া তুলিয়ো না শুধু)…কনক-ঠাকুরঝি…মানে, আমাদের সংসারে থাকে…দাসীর কাজ করে, রান্না-বান্না করে। সত্যিকারের ননদ নয়, এমনি ঠাকুরঝি বলি! বাড়ীতে বলে এসেছি, রিহার্সালে যাচ্ছি—আমাকে এখানে তোমার সঙ্গে দেখে অন্য কিছু না ভাবে তাই কথা কইতে এসেছিলুম! আর ওর সঙ্গে ঐ যে ভদ্রলোকটি…ওকে জন্মে কখনো দেখিনি… বললে,এলাহাবাদ থেকে এসেছে। নাম বললে প্রদোষ·

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্রতীন বলিল—প্রদোষ!…প্রদোষ ঘোষাল নয় তো? এলাহাবাদের প্রদোষ ঘোষাল?

ব্রতীন্দ্রর দু'চোখে তীব্র কৌতূহল।

চন্দ্রমুখী বলিল—ঘোষাল, কি, মশাল, তা জানি না। নাম বললে প্রদোষ…তার বেশী আর কোনো পরিচয় ছায়নি…Believe me, I never knew him (বিশ্বাস করো, উহাকে আমি জানি না)!

ব্রতীন্দ্র কি ভাবিতেছিল·

চন্দ্রমুখী বলিল—প্রদোষ ঘোষালই যদি হয়?…এলাহাবাদের প্রদোষ ঘোষাল…কে লোকটি শুনি যে তুমি প্রদোষ আর এলাহাবাদ শুনে একেবারে ধ্যানস্থ হলে!

ব্রতীন্দ্র বলিল—প্রদোষ ঘোষালের নাম শোনোনি?…আমাদের ব্যাঙ্কেই ও-ভদ্রলোকের ক্রেডিটে টাকা আছে প্রায় পাঁচ লক্ষ। প্রদোষ ঘোষাল হলো—এলাহাবাদের বিখ্যাত ধনী কারবারী ছিলেন অন্নদা ঘোষাল,—তাঁর নাতি। অন্নদা ছিল দারুণ কৃপণ। লোকে তার নাম করতো না…বলতো একাদশী ঘোষাল! একাদশীর এক ছেলে বরদা ঘোষাল। বাপ মারা যেতে বরদা ঘোষাল নানা কারবারে

বাপের টাকা খাটিয়ে সে-টাকাকে পাঁচ ছ'গুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। বেহালা আয়রন-ওয়ার্কস্, বারুইপুর পেপার মিল্‌স্—এ-সবের সৃষ্টি করে গেছে ঐ বরদা ঘোষাল। তারপর বারাকপুরের কাছে আছে ইছাপুর—সেখানে যে নতুন ইছাপুর ক্লথ মিল্‌স্ হয়েছে, সে-মিলে বরদা ঘোষালের ছেলে প্রদোষ ঘোষাল খুলেছে, বোম্বাইয়ের কাপড়ের মিলের সঙ্গে পাল্লা দিতে। বোম্বাইয়ের কাপড় আর সার্টিংকে দেশ থেকে বিদূরিত করবে বলে। বরদা ঘোষাল আজ দু'বছর মারা গেছে··· ঐ একটী ছেলে রেখে। ছেলের নাম প্রদোষ ব্যবসায় ছেলের মাথা বাপের চেয়েও ঢের ক্লেভার।···সেই প্রদোষ নয় তো তোমাদের এই নতুন বন্ধু?

একাগ্র মনোযোগে চন্দ্রমুখী শুনিল ব্রতীন্দ্রর কথা। চন্দ্রমুখীর মনের মধ্যে যেন বৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি হইল! এ প্রদোষ যদি এলাহাবাদের সেই প্রদোষ ঘোষাল হয়?

মন বলিল, যে-ই হোক্···তোমার তাহাতে কি আসিয়া যায়?

পরক্ষণে মনের কোণ হইতে কে বলিল, তোমার আসিয়া না যাক, যদি সেই প্রদোষ ঘোষালই হয়···তোমার বাড়ীতে যে-কনক দাসী-বৃত্তি করিয়া দিন কাটাইতেছে···সে হইবে ঐ প্রদোষের অন্তরঙ্গ বন্ধু! এবং এই অন্তরঙ্গতার ফলে দুজনে যদি ভালোবাসা··· জীবনে কনক কোন-কিছুর স্বাদ কোনোদিন পায় নাই! এ বয়সে তার মন নিঃসঙ্গতায় হা-হা করিতেছে, নিশ্চয়···এবং এই হা-হা নিঃসঙ্গতার মাঝখানে এই দিব্য-কান্তি তরুণ প্রদোষ ঘোষাল···কে জানে, এ অন্তরঙ্গতা কোথায় কি-ভাবে ইহার পরিণতি ঘটিবে!

মন বলিল, পরিণতি যদি তেমন হয়, কনককে তুমি হারাইবে।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়···তোমাকে অবহেলা করিয়া এই প্রদোষ ঘোষাল তোমার অনুগৃহীতা কনকের মধ্যে কি পাইল যে···

না · না···

ব্রতীন্দ্র বলিল—এখানে আবার গম্ভীর হয়ে বসলে যে! এসো, কাশানোভায় যাই···

চন্দ্রমুখী বলিল—চলো···

দুজনে বাহিরে আসিল।

বাহিরে ছিল ব্রতীন্দ্রর টু-শীটার গাড়ী। জীর্ণ মামুলি গাড়ী···

ব্রতীন্দ্র গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ তুলিয়া গাড়ী চলিতে সুরু করিল। সে আর্ত্তনাদে মনে হইল, গাড়ী বলিতে চায়, সে আর চলিতে পারে না···তবু জোর করিয়া চালাইয়া কেন তার জীর্ণ হাড় পাঁজরা গুলাকে আরো জীর্ণ করো!

গাড়ী চলিলে ব্রতীন্দ্র বলিল—ড্রাইভ্ করা শিখবে না? অত সখ তোমার···

চন্দ্রমুখীর কিছু ভালো লাগিতেছিল না···মনের উপর কে যেন পাহাড় চাপিয়া ধরিয়াছে!

চন্দ্রমুখী বলিল—যতদিন না ভদ্রলোকের মতো গাড়ী কিনবে, ততদিন নয়!···তোমার এ-গাড়ীতে চড়ে কোথাও যেতে লজ্জায় মাথা কাটা যায় ব্রতী, সত্যি···পাঁচ জনে চেয়ে দেখে, আমার মনে হয়, মাটিতে মিশিয়ে যাই।

ব্রতীন্দ্র বলিল—আর দুটো মাস সবুর করো। তারপর প্ল্যান যা করেছি···এটা বেচে দেবো···দিয়ে হায়ার-পার্চেজ্ সিষ্টেমে কিনবো একখানা গাড়ী···আর দুটো মাস শুধু···

চন্দ্রমুখী বলিল দু মাস পরে কি এমন ডার্বির টাকা পাবে ?

ব্রতীন্দ্র বলিল—ডার্বি নয়। ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌লে এ পর্য্যন্ত সাতায় টাকা সাত-আনা পেয়েছি। ফী বারে পাঠাই একবার নিশ্চয় ফার্ষ্ট-প্রাইজ মেরে দেবো···

ঝাঁজালো স্বরে চন্দ্রমুখী বলিল—তুমি পাগল! ক্রশ-ওয়ার্ড পাজ্‌ল্ সল্‌ভ্‌ করে টাকা পাবে, সেই টাকায় কিনবে মোটর!

ব্রতীন্দ্র বলিল—না, না, তা নয়। গাড়ী কেনার সম্বন্ধে অন্য প্ল্যান করছি। যখন গাড়ী কিনবো, জানতে পারবে।

দুজনে আসিল কাশানোভায়···

সেখানে পান-ভোজনে ঘণ্টাখানেক কাটিল। তারপর লেকের ধারে পরিক্রমণ···জ্যোৎস্নায় বেঞ্চে বসিয়া মনের সুখ-দুঃখ-নিবেদনে কি সে উচ্ছ্বাস···

তারপর চন্দ্রমুখীকে আরাম-বাগে নামাইয়া দিয়া ব্রতীন্দ্র যখন বিদায় লইল, রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রমুখী গৃহে আসিল···এসেন্সের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল।

চন্দ্রমুখী নিজের ঘরে যাইতেছিল, জগৎ চাটুয্যে আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—একটা কথা আছে···

বুকখানা চকিতের জন্য ছাঁৎ করিয়া উঠিল! এক্সপ্লানেশন? কৈফিয়ৎ? কনক আসিয়া বলিয়াছে বুঝি···

ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টিতে জগতের পানে চাহিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—আমায় বলছো?

—হ্যাঁ···

চন্দ্রমুখী দাঁড়াইল, বলিল—বলো···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—দাঁড়িয়ে কথা হয় না···আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসতে হবে। পাঁচ মিনিট···

চন্দ্রমুখী কহিল চলো···

দুজনে আসিল জগতের বসিবার ঘরে।

জগৎ বলিলেন,—কোথায় গিয়েছিলে?···ফিরতে এত রাত হলো?

দু'চোখে রোষের অগ্নি-শিখা! চন্দ্রমুখী বলিল—স্পাই পাঠিয়েছিলে শুনেছো তো!

চাটুয্যে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন,—স্পাই!

চন্দ্রমুখী বলিল—হ্যাঁ···তোমার রূপসী যুবতী সখী কনক···

জগৎ চটুয্যের দু'চোখে বিস্ময়! তিনি বলিলেন,—কনক!

চন্দ্রমুখী বলিল—কনক এসে বলেনি কোথায় গিয়েছিলুম?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—না। কনক আবার তোমার কথা কি বলবে!

চন্দ্রমুখীর মন একটু শান্ত হইল। কনক তবে বলে নাই! সে বলিল—যাবার আগে বলে গিয়েছিলুম বোধ হয়, বেলাদের বাড়ী যাচ্ছি···সেখানে রিহার্শাল হচ্ছে···

কথাটা শেষ করিয়া চন্দ্রমুখী চাহিল জগতের পানে···জগৎ তার পানে চাহিয়াছিল··স্থির অপলক দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি বাণের মতো চন্দ্রমুখীর বুকে বিঁধিল।

চন্দ্রমুখী বলিল—বিশ্বাস হলো না বুঝি?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বেলার বাবা সুরেশ আমার এখানে

এসেছিল···এসে আমাকে বেলার ওখানে নিয়ে গিয়েছিল!··বাবার সময় তুমি বলে গিয়েছিলে বেলার ওখানে যাচ্ছো··সেখানে আজ রিহার্শাল আছে। সেখানে গিয়ে তোমাকে দেখলুম না···কাকেও দেখলুম না কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম···

এ কথায় চন্দ্রমুখীর বুকের মধ্যে আবার আগুন জ্বলিল! চন্দ্রমুখী বলিল—তাই জিজ্ঞাসা করছো! কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করবে বলতে পারো? তুমি যেখানে খুশী যাচ্ছো, আমায় কখনো তার রিপোর্ট দেছ? আমি তোমায় কখনো জিজ্ঞাসা করেছি, কোথায় গেছলে? বা কি করছিলে সেখানে? ··আমাকে বিয়ে করেছো···আমি তোমার স্ত্রী। বাঁদী বা দাসী যে সব বিষয়ে তোমাকে কৈফিয়ৎ দেবো···সব কাজে গলায় বস্ত্র দিয়ে তোমার অনুমতি নেবো! আমাকে যদি সন্দেহ হয়, সে-কথা স্পষ্ট বলতে পারো। বলো, কি সন্দেহ হয়? কার সঙ্গে সন্দেহ হয়? আমি অমন মিন্‌মিনে লুকোচুরি ভালোবাসি না। স্ত্রীকে সন্দেহ করবে···অথচ সে-সন্দেহের কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না···এমন ইতর ছোটলোককে আমি ঘৃণা করি!

কথায় চন্দ্রমুখী এমন বজ্র হানিবে, জগৎ চাটুয্যে স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই! এ কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত রহিলেন।

চন্দ্রমুখী গমনোদ্যতা হইল।

জগৎ চাটুয্যে ডাকিলেন,—চন্দ্রা···

চন্দ্রমুখী দাঁড়াইল।

জগৎ বলিলেন—তোমার যা খুশী হয় করো, যেখানে খুশী যাও· তাতে আমি কোনো কথা বলবো না। তবে একটা বিষয়ে কথা না বলে থাকা গেল না। আমাকে ভুগতে হয় বলে এ-কথা বলছি···

চন্দ্রমুখী বলিল—বলো। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী···আমাকে আশ্রয় দেছ, খেতে-পরতে দিয়ে আমার পিতৃ-পুরুষকে কৃতার্থ করছো···বলো, কি বলবে···আমি নত শিরে তোমার কথা শুনতে বাধ্য!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—নিত্য তোমার এই জামা-কাপড় কেনা··· সেন্ট-সাবান, রুজ-পাউডার কেনা···এত দেনা আমি কোথা থেকে শোধ দেবো, বলতে পারো? আমি সত্যি রাজা রাজেন্দ্র-মল্লিকের এষ্টেটের মালিক নই···ছাপোষা সামান্য প্রোফেসর···মাহিনা পাই সামান্য। আমার আয় বুঝে তোমার চলা উচিৎ। তোমাকে কাপড়-গহনা দেবো না, এমন কথা বলিনি। যা রয়-সয় এমন ভাবে চলবে,এ-আশা আমি তোমার কাছে ন্যায্যতঃ করতে পারি, বোধ হয়!···তোমার এই বিলের দায়ে আমাকে যদি আদালতে দাঁড়াতে হয়···এই ভিটে-আশ্রয়টুকু তাহলে রাখতে পারবো বলে মনে হয় না।

চন্দ্রমুখীর সর্বাঙ্গে যেন কাঁটার চাবুক পড়িল! তেমনি জ্বালায় চন্দ্রমুখী বলিল—স্ত্রীকে গহনা-কাপড় যে দিতে পারবে না, তার বিয়ে করবার সখ কেন হয়েছিল, জবাব দিতে পারো?···আমার মতো লেখাপড়া জানা স্ত্রী···সৌখীন স্ত্রী···যার নাম করলে সমাজের পাঁচজনে তোমাকে চিনবে তাকে তার যোগ্য ষ্টাইলে যদি রাখতে না পারবে, কেন তবে তাকে বিয়ে করে তার সর্বনাশ করলে, বলতে পারো··· I cannot live like a begger-woman ভিখারিণী নারীর মতো থাকিতে পারিব না)···আমার স্পষ্ট কথা! এজন্য তোমায় বাড়ী বেচতে হবে, কি জেলে যেতে হবে, আমি তা দেখবো না···দেখতে পারবো না। জানো, আইনে আমি তোমায় বাধ্য করতে পারি to maintain me

properly and according to position (আমাকে যোগ্যভাবে আমার পোজিসন-মতো পালন করতে আইন-মতে তুমি বাধ্য !)

জগৎ চাটুয্যে নিঃশব্দে বসিয়া এ কথা শুনিলেন ; শুনিয়া বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিলেন। তারপর শান্ত স্বরে তিনি বলিলেন,—বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে অনেক কথা বলেন। বলেন, আমার মন দুর্ব্বল, আমি স্ত্রৈণ··· আমি···অর্থাৎ সে সব কথা আমি বলতে চাইনা ! কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি, তুমি যে-পথে চলেছো, এ-পথে শুধু আমার সর্ব্বনাশ হবে না, তোমারো সর্ব্বনাশ হবে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না···কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলিনা···বলবার প্রয়োজন জীবনে কোনোদিন হয়নি···হবে বলেও মনে করিনা ! এবং সে-কথা এই যে তুমি আমার স্ত্রী···আমাকে তুমি ভালোবাসো না, জানি। আজ শুনলুম, আমাকে তুমি ঘৃণা করো ! তবু তোমার এ ঘৃণা শিরোধার্য্য করে আমি চাই তোমার মান-ইজ্জৎ রক্ষা করতে ! তাই আমি স্থির করেছি···যা তোমার আছে, থাকবে···কিন্তু ভবিষ্যতে জামা কাপাড় পাউডার-সেন্ট বা গহনার বিল আমি দেবো না···দিতে পারবো না তোমার যা দরকার, আমাকে বলবে। আমি যদি বুঝি, সে সব জিনিষের সত্যি প্রয়োজন আছে, দেবো। যদি বুঝি, প্রয়োজন নেই—দেবো না। তিনশো টাকা মাইনের প্রোফেসর আমি···তুমি সেই প্রোফেসরের স্ত্রী··· আমার স্ত্রীর যোগ্য-সাজে যদি সাজো, লোকে তোমাকে ভালো বলবে। তা না সেজে তুমি আই-সি-এসের স্ত্রীর সাজে সাজো, তাহলে সমাজ তোমার তারিফ করবে না···তোমাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসবে···এই কথাটা মনে রেখো।

কথা শুনিয়া চন্দ্রমুখী যেন নৃমুণ্ডমালিনীর মতো ক্ষেপিয়া উঠিল ! বলিল,

—তুমি বুনো, তোমার সমাজ বুনো—তোমার ঐ বুনো সমাজের জীব আমি নই যে তোমার মতো আর তোমার সমাজের মতো আমি ভূত হয়ে বাস করবো !···আমার প্রাণ যা চায়, আমি করবো ···কারো বাধা আমি মানবো না। তুমি স্বামী, স্বামীই আছো···আমার মনিব তুমি নও, আর আমি সেকেলে মুখ্যুগেঁয়ো স্ত্রী নই যে তোমাকে দেবতা ভেবে তোমার পাদোদক খাবো···তোমার সব কথা শিরোধার্য্য করবো ! I would always be free and my mind always unchained (আমি সব সময় স্বাধীন মনে কাজ করবো এবং আমার মন থাকবে শৃঙ্খলমুক্ত)।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—সেদিন খপরের কাগজে পড়ছিলুম, একজন বিলেত-ফেরৎ বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে মেরেছেন। আমি বুঝতে পারছি, স্ত্রীকে গুলি করে মারা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয় বোধ হয় !

বুক চিতাইয়া চন্দ্রমুখী জগতের সম্মুখে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া রুদ্রস্বরে বলিল—আক্ষেপ রাখবে কেন ? তুমিও মারো···মারো গুলি আমার বুকে···

জগৎ চাটুয্যে চলিয়া যাইতেছিলেন···চন্দ্রমুখী বলিল—কাওয়ার্ড ! তুমি আমাকে গুলি মারবে ? সে-সাহস যদি তোমা' থাকতো, তাহলে তোমাকে হয়তো একটু মানতে পারতুম ! অপদার্থ ক্লীব কোথাকার ! তোমার বিয়ে করা উচিৎ হয়নি···একটা worm (কীট) —মানুষের মনের দাম বোঝ না ! কতগুকলো বই মুখস্থ করে শুধু এগজামিন্ পাশ করেছো··· you are a stone···do you hear, a stone···mere stone···a burden on Earth···(তুমি পাথর !

শুনিতেছি, একটা পাথর মাত্র…পৃথিবীর বুকে ভার গলগ্রহ তুমি)!
আমাকে খুন করবে, ভয় দেখাচ্ছো…কিন্তু ও-ভয় আমি করিনা!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—না, সে ভয়ের কারণ তোমার নেই। আমি পাথর…কিন্তু তবু বলছি, তোমার আজকের তারিখ পর্য্যন্ত বিল আমি কড়াক্রান্তি হিসাবে শোধ করবো। কাল থেকে একটি পয়সা বিল আমি শোধ করবো না। লোকে হাসবে, কিন্তু দায়ে পড়ে আত্ম-রক্ষার জন্য কালই আমি কাগজে-কলমে নোটিশ দেবো যে আমার সই না থাকলে আমার স্ত্রী যে-সব জিনিষের অর্ডার দেবেন, তার বিল শোধ করতে আমি বাধ্য থাকবো না। তুমি আমাকে এমন অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে যে আমার মান ইজ্জৎ বলে কোথাও আর এক-তিল বাধবে না, চন্দ্রা…

কথাটা বলিয়া জগৎ চাটুয্যে বাহির হইয়া গেলেন…

চন্দ্রমুখী ক্ষণেক স্পন্দিত দাঁড়াইয়া রহিল…তার পায়ের নীচে ঘরের মেঝে যেন ভূমিকম্পের বেগে দুলিতেছিল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইঙ্গিত

পাঁচ সাত দিন পরের কথা। সন্ধ্যা হয়-হয়। চন্দ্রমুখী গিয়াছিল মিউনিসিপাল-মার্কেটে; সঙ্গে ছিল পাঁচুগোপাল এবং সাধনা হালদার। তিনজনে গিয়াছিল নকল কতকগুলি জুয়েলারি কিনিতে—কিনিয়া মার্কেট হইতে বাহির হইবে, সামনে চন্দ্রমুখী দেখে, প্রদোষ রায়।

চন্দ্রমুখী বলিল,—আপনি!

নমস্কার করিয়া প্রদোষ কহিল—একটু দরকার ছিল···

চন্দ্রমুখী বলিল—আমাদের ওখানে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আসুন··· চায়ের ব্যবস্থা করি···

মৃদু হাস্যে প্রদোষ বলিল—একটু ব্যস্ত আছি। যাবো নিশ্চয় যাবো ···তবে দু'চার দিন পরে।

চন্দ্রমুখী ইতিমধ্যে প্রদোষের অনেক কথা শুনিয়াছি···শুধু ব্রতীন্দ্রর মুখে নয়··· আরো দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে। শুনিয়াছে, তিন-পুরুষে বহু টাকা জমাইয়াছে এবং এই টাকার একমাত্র মালিক প্রদোষ। কলিকাতায় সে আসিয়াছে ইছাপুরে কাপড়ের স্পে-মিল বসাইয়াছে, সেই মিলের সর্ব্বাঙ্গীন সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিতে।

শুনিয়া অবধি কনকের উপর চন্দ্রমুখীর আক্রোশ বাড়িয়াছে··· প্রদোষের উপরও আক্রোশের বহ্নি-কনা বর্ষণ করিতে সে ছাড়ে নাই! পয়সাওয়ালা তরুণ ভদ্রলোক··· চন্দ্রমুখীকে সেদিন সামনে দেখিয়াও

আলাপে আগ্রহ দেখাইল না ! চন্দ্রমুখী কথা কহিলে মানুষ বর্তাইয়া যায়—এতদিন তাই সে দেখিয়া আসিতেছে ! ষাট বছর বয়সের বুড়া লাহিড়ী-সাহেব সেদিন চন্দ্রমুখীর জুতার বোতাম আঁটিয়া দিল ! ··চন্দ্রমুখী তো জানে তার কথা, তার হাসি, তার চোখের একটি অতি-মৃদু কটাক্ষের কি দাম ! আর এই প্রদোষ চন্দ্রমুখী নিজে যাচিয়া আলাপ করিল··বাড়িতে আসিতে বলিল ! তা ক'দিন তার সঙ্গে দেখা করিবার কথা প্রদোষের মনে জাগিল না ! টাকার এত দর্প !

প্রদোষ বলিল—তাছাড়া দুদিন আমি গিয়েছিলুম আপনাদের ওখানে ··মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সত্যিকারের পণ্ডিত মানুষ ! প্রোফেসর বলাতে শুধু নিজের গণ্ডিটুকুতেই আবদ্ধ নন্···পৃথিবী যে বেটে চলেছে, সে রেট, সে চলার সব খবর উনি রাখেন । আলাপ করে খুব শ্রদ্ধা হলো, সত্যি ! কনক দেবী আলাপ করিয়ে দিলেন। বেশ ছোটখাট পরিবারটি ··সত্যি, মিষ্টার চাটুয্যে আর কনক দেবীকে এই অজানা সহরে পেয়ে আমি যেন আরাম পেয়েছি ! নাহলে ছুটোছুটির পর কোথায় গিয়ে দু'চারটে কথা কয়ে আরাম পেতুম···মনে দারুণ দুর্ভাবনা ছিল !

কনকের সঙ্গে, মিষ্টার চাটুয্যের সঙ্গে এতখানি পরিচয়···চন্দ্রমুখীর মনে আক্রোশের আগুন খোঁচা খাইয়া আরো যেন সতেজ হইয়া উঠিল !···ঐ আশ্রিতা কনক-মেয়েটার মধ্যে প্রদোষ কি পাইয়াছে ! ও কি মানুষ ? ও কি-কথা জানে যে আলাপ করিবে !

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি বাড়ী ছিলুম না ··

প্রদোষ কহিল—না। শুনলুম, আপনাদের কি প্লে আছে··তার রিহার্শাল নিয়ে আপনি খুব ব্যস্ত ··

ভ্যানিটী-ব্যাগ খুলিয়া পাউডার পাফ্ বাহির করিয়া মুখে বুলাইয়া চন্দ্রমুখী বলিল—হ্যাঁ। আমাকে ওরা ভারি ধরেছে। বলে, আমি না হলে চলবে না···আমার ভরসাতেই এতখানি আয়োজন করতে ওদের সাহস হয়েছে! কলেজে এককালে আমাকে প্লে প্রোডিউস্ করতে হতো···

কথাটা বলিয়া চন্দ্রমুখী হাসিল।

প্রদোষ বলিল—গুণী লোক···আর্টিষ্ট · ছাড়বে কেন?

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—কিছু না জেনে হঠাৎ এত-বড় কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্ছেন যে! কি করে জানলেন, আমি আর্টিষ্ট?

প্রদোষ বলিল,—কনক দেবীর মুখে শুনেছি। তিনি বৌদির নাচ-গানের রীতি মত এ্যাডমায়ারার। বলেন, দেখলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন প্রদোষ বাবু!

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—আপনারা ব্যবসায়ী লোক···টাকা-পয়সা, গাড়ী-বাড়ীরই দাম বোঝেন···এ সব বোধ হয় ছেলেমানুষী বলে' ভাবেন! ভাবেন We are indolent set···good-for-nothing people···(আমরা কুঁড়ের দল—নেহাৎ অপদার্থ)!

প্রদোষ বলিল—আমাকে না জেনে এমন অপবাদ দিচ্ছে...

চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ, জানবার অবকাশ দিন। একদিন আসুন আমাদের রিহার্শালে··

প্রদোষ বলিল—Very sorry (বড় দুঃখিত)! আমার এখন এমন চলেছে যে নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ মিলছে না! নাচ-গান-রিহার্শাল··· নিশ্চিন্ত না হলে কি ও-সব এ্যাপ্রিসিয়েট করা যায়!

ছোট একটা নিঃশ্বাস! সে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া চন্দ্রমুখী

বলিল—একদিন সন্ধ্যাবেলায় না হয় বাড়ীতে আসুন··· একটু চা খাবেন ···সেই সঙ্গে যদি বলেন, দু-একখানা গানও শুনবেন'খন···

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—আই উড বী প্লীজড্, মিসেস চাটার্জী! (খুব খুশী-মনে যাইব)।

চন্দ্রমুখী বলিল,—কবে আসছেন, বলুন?··· কাল?

প্রদোষ বলিল,—কাল?

—হ্যাঁ, সন্ধ্যা ছটায়।

প্রদোষ বলিল—আচ্ছা, যাবো।

চন্দ্রমুখী বলিল—পাকা কথা?

প্রদোষ বলিল,—আমারা ব্যবসায়ী লোক। আমরা চিরদিন পাকা কথা কই মিসেস চ্যাটার্জ্জী···

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ, দেখা যাক সত্যিকারের ব্যবসা-বুদ্ধি আপনার কতখানি!

নমস্কার করিয়া প্রদোষ চলিয়া গেল···

পাঁচু বলিল—ভদ্রলোকটি হন্ কে?

চন্দ্রমুখী বলিল—এলাহাবাদের প্রদোষ ঘোষাল···

উচ্ছসিত স্বরে সাধনা হালদার বলিল—ও···ঐ বড় কারবারের মালিক! ভদ্রলোককে টাকার কুমীর বললে চলে! এত কম বয়স ···আর এমন সাদাসিধে চাল···

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পাঁচুগোপাল বলিল—A miserly rat (দারুণ কৃপণ)···ভগবান শুধু পয়সাই দেছেন···সে পয়সা খরচ করবার মতো বুদ্ধি জানেনি!

সাধনা বলিল,—আমাদের প্রেস্তে কিছু আদায় করো না চন্দ্রাদি!

চন্দ্রামুখী বলিল—আমার সঙ্গে এখনো তেমন আলাপ হয়নি। কনকের সঙ্গে আলাপ।

পাঁচু বলিল—কনক! আঃ, খাশা মেয়ে, সত্যি! ওকে যদি কনভার্ট করতে পারতেন মিসেস চ্যাটার্জ্জী···ওঁকে যদি প্লেতে নামাতেন··· ওঃ · She has got admirers··· (ওঁর যা স্তাবক আছে)··· and a lot (বহু)! আপনার ওখানে ওঁকে যে দেখেছে, সে-ই ওঁর তারিফ করেছে···But she is so wild (একদম্ বুনো)···জীবনটাকে ব্যর্থ করেছেন with her···

দু'চোখে ভর্ৎসনা···চন্দ্রমুখী বলিল—পাঁচু বাবু···

পাঁচু বলিল,—নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি। নাহলে···

সাধনা বলিল—You are a rogue (তুমি বদ্ লোক)···

পাঁচু বলিল—মনে ভাবোদয় হলে আমি তা চেপে রাখতে পারি না।

সাধনা বলিল—তা বলে you would express yourself in such manner ·· (এমন ভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করবে)!

তিনজনে আসিয়া ট্যাক্সিতে বসিল। তারপর সকলে আসিল ব্রতীন্দ্রর ফ্ল্যাটে। ব্রতীন্দ্র থাকে হিন্দুস্থান পার্কে। একা থাকে। বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রী থাকে দেশের বাড়ীতে। এখানে তিন-তলায় ফ্ল্যাটে দু'খানা কামরা লইয়া ব্রতীন্দ্রর বাস। একটা নেপালী চাকর আছে। চাকর-বামুন—দু'জনের কাজ করে। বাড়ী হইতে তাগিদ আসিলে ব্রতীন্দ্র কচিৎ কখনো সেখানে বিশ-পঁচিশ টাকা করিয়া পাঠায়। সস্তায়

সেখানে সাংসার চলিয়া যায়। পোষাকে, আসরে, বিলাসিতায় এখানে বাধা পড়ে না। ব্রতীন্দ্রের দিন আরামে কাটে।

ব্রতীন্দ্র ফ্ল্যাটে ছিল। সদ্য স্নান সারিয়া সাজ-পোষাক করিতেছিল, সঙ্গিনীদের দেখিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল,—হ্যালো···সদলে হঠাৎ? কি খপর?

পাঁচুগোপাল বলিল,—একখানি পোষ্ট-ডেটেড চেক আছে, কাল সেখানার গতি করে দিতে হবে!

চেক লইয়া নিজের দায়িত্বে ব্রতীন্দ্র বন্ধু-সমাজের উপকার করে; না করিয়া পারে না! যে-সমাজে বাস, সে-সমাজে রীতি—আয়নায় মুখ দেখার মতো! তুমি যদি আমায় স্থাখো, আমিও তোমাকে দেখিব! এবং এই রীতি মানিয়া সকলের মন রাখিতে গিয়া দশ দিক দিয়া ত্নিয়ার সঙ্গে বন্ধন এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে সে-বাঁধনের চাপে নিজেকে মাঝে-মাঝে গচ্চা দিতে হয়! তবু এ বন্ধন কাটিবার উপায় নাই!

পাঁচুর কথা শুনিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল,—কার চেক্?

পাঁচুগোপাল বলিল—মফঃস্বলের এক জমিদার-নন্দনকে আমাদের দলে নিয়েছি! প্লের জন্ম চাঁদা চেয়েছিলেন সাধনা দেবী। একখানা পঞ্চাশ টাকার ক্রশ-চেক্ দেছেন।···তবে আজ হলো সাত তারিখ · চেকের তারিখ হলো বারো! বলেছেন, এর মধ্যে মোটা খরচ আছে, চেকখানা যেন কদিন পরে ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়! আমাদের কিন্তু খরচের জন্ম এখনি পঞ্চাশ টাকার দরকার।

ব্রতীন্দ্র ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, তারপর বলিল,—অল্ রাইট! কাল ব্যাঙ্কে এসো—বেলা এগারোটায়। দেরী করো না। টাকা দেবো। চেকখানা ঠিক তো? ভাঁওতা নয়?

সাধনা বলিল,—না, না ··

পাঁচু বলিল,—সাধনা দেবীর সঙ্গে সস্ত আলাপ। এবং সাধনাকে খুশী করবার জন্য ভদ্রলোক সাধনা করছেন! এ-সময় ভাঁওতা চেক দেবে না!

মৃদু-হাস্যে ব্রতীন্দ্র কহিল,—তাহকে ভয় নেই···কেমন?

কথাটা ব্রতীন্দ্র বলিল সাধনাকে উদ্দেশ করিয়া।

সলজ্জ হাস্যে সাধনা বলিল—যান···আপনিও! দ্যাখোনা চন্দরদি···

চন্দরদি ওরফে চন্দ্রমুখী তখন বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মুখে পাউডার দিতেছিল···সাধনার কথায় চন্দ্রমুখী বলিল,—সাধনাকে তুমি তামাসা করো কি বলে?···তোমার চেয়ে বয়সে ও অনেক ছোট!

ব্রতীন্দ্র বলিল,—তোমাদের মধ্যে কাকেও আমি ছোট দেখি না। তোমরা সবাই বড়।·· আকাশের ঐ চাঁদের মত বড়! জানো, সেই যে একজন প্রেমিক-কবি লিখেছেন···বাঙালী কবি·· বাঙলা কবিতা··· ···লিখেছেন,

> কে বলে তোমায় ছোট? চতুর্দ্দশী তুমি,
> ষোড়শী, বিংশতি, ত্রিংশ, চত্বারিংশ-বর্ষী—
> এই বুক তোমাদের দিব্য লীলাভুমি—
> সবারে আনন্দ দাও—করো সেবা হর্ষী!

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল,—বেছে বেছে ভালো কবিতা মুখস্থ করেছো ব্রতী···

ব্রতীন্দ্র বলিল,—কবি এ-কবিতা লিখে ছাপাতে পেরেছে আর আমি সে-কবিতা মুখস্থ করলে দোষ হবে? আসল কথা, কবিতাটি খুব ভালো লেগেছে! এ একেবারে আমাদের দলের প্রাণের কথা···

কিন্তু ও কথা যাক। এসেছো ভালো হয়েছে মিসেস চ্যাটার্জি…না হলে আমাকে ফোন্ করতে হতো…

চন্দ্রমুখী কহিল,—কারণ ?

ব্রতীন্দ্র বলিল,—কাল মেট্রোয় বারোটায় সময় ট্রেড্-শোর কম্‌প্লিমেণ্টারী কার্ড পেয়েছি…বেলা বারোটায় ওদের ছবি সুরু হবে · ডরোথি লামুর আছে মেইন্ রোলে। দুজনে দেখে আসবো।

চন্দ্রমুখী বলিল,—উইথ্ গ্রেট্ প্লেজার (মহানন্দে)।…কিন্তু অফিস থেকে তুমি বেরুতে পারবে ও-সময় ?

ব্রতীন্দ্র কহিল,—নিশ্চয়।

তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রমুখীর পানে চাহিয়া ব্রতীন্দ্র বলিল—প্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হলো ?

সাধনা বলিল,—প্রবাসী বন্ধু !

ব্রতীন্দ্র বলিল—এলাহাবাদের লোক এসেছেন…তরুণ প্রবাসী…

পাঁচুগোপাল চতুর ব্যক্তি…পাঁচু বলিল,—ও, সেই ভদ্রলোকটি ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ব্রতীন্দ্র চাহিল চন্দ্রমুখীর পানে, কহিল,—তোমাদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে নাকি পাঁচু ?

পাঁচু বলিল,—মার্কেটের সামনে দেখা হলো…এই মাত্র। কাল সন্ধ্যায় তাঁকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন মিসেস চ্যাটার্জি !

ব্রতীন্দ্র বলিল,—ও, মার্কেটে সাক্ষাৎ হচ্ছে ! ভালো…ভালো ! আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি মিসেস চ্যাটার্জি !

চন্দ্রমুখী বলিল—You are growing meanly jealous (তুমি ইতরের মতো সন্দিগ্ধ হইতেছ) !…কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়…

কিছু বলো না তো! ওঁর সঙ্গে দেখা হলো···কথা কইলেন···তুমি বলতে চাও, আমি কথা কবো না?

ব্রতীন্দ্র বলিল,—নিশ্চয় কথা কইবে···প্রাণের কথা!

চন্দ্রমুখী বলিল···মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী তো ঢের ভালো দেখছি! সে জেলসি জানে না। তবু স্বামী? বিয়ে করেছে! তোমার সঙ্গে এত মেলামেশা করি, কখনো সেজন্য একটা কথা বলে না তো!

ব্রতীন্দ্র বলিল—তিনি···he is great and magnanimous (আশ্চর্য্য মহাপুরুষ)···তাঁর উদারতার জন্য আমরা কৃতার্থ। কি বলো পাচু?

পাঁচু বলিল—আমি কোনো কথা বলবো না···আমার শ্বশুর-মশায় হলেন প্রোফেসর চ্যাটার্জ্জীর বন্ধু।

সাধনা বলিল—পাঁচু বাবুর নিষ্ঠা অসাধারণ···

সাধনা হাসিল···

প্রসাধন সারিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—ওসব তামাসা থাক্। এখন প্রোগ্রাম কি হবে, বলো···

পাঁচু বলিল—আজ রিহার্শাল হলো না মানে, আমার বাড়ীতে গোলযোগ চলেছে। শ্বশুর-মশায় এসে খাণ্ডারী-মূর্ত্তি ধরে তাড়া করছেন। তিনি একা এলে গ্রাহ্য করতুম না। সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর সুগ্রীব-মিতাকে—আই বেগ্ ইওর পার্ডন···সুগ্রীব মানে, প্রোফেসর চ্যাটার্জ্জী। তাঁকে সুগ্রীব mean করিনি! I mean his spirit (তাঁকে এ বিশেষণ হইতে মুক্তি দিতেছি)···তিনি চন্দ্রমুখীর স্বামী···উদার-চরিত বন্ধু। চন্দ্রমুখীর স্বামী বলে তাঁকে কোনো কথা বলতে বাধে···চোক রাঙাতেও পারি না! অর্থাৎ ···কিন্তু এ রকম হলে রিহার্শাল চলতে পারে না। আর্টিষ্টদের মান-

ইজ্জৎ আছে তো!···প্লে নিশ্চয় করবো···রিহার্শালের জন্ম জায়গা চাই···

সাধনা বলিল—হুঁ। আচ্ছা আসামের সেই জমিদার ব্রজকুমার বড়ুয়াকে ধরে ব্যবস্থা করা যায় না?

পাঁচু বলিল—হুর্‌রে···He is the man···our new find (ঐ ঠিক লোক···আমাদের নূতন আবিষ্কার)···ওঁকে ধরতে হলে সাধনা দেবীর প্রধান সহায়···

সাধনা বলিল—আচ্ছা, আমি খুব tactfully manage (কৌশলে ব্যবস্থা) করবো। দাঁড়ান···

পাঁচু বলিল—দেবীরা সহায় আছেন বলেই ভরসা! বলে, দেবীই একদিন শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছিলেন···আর একালের দেবীরা যদি এই সব চুনোপুঁটি বধ করতে না পারবেন, তাহলে মহাদেবীর অংশ বলে ওঁদের স্বীকার করবো কেন?

চন্দ্রমুখী বলিল—পাঁচু বাবু দয়া করে কথায়-কথায় সাহিত্য রচনা করবেন না আর। নিজেদের স্তুতি-গান আপনাদের মুখে এত বেশী শুনি যে কাণ তাতে পচে গেছে!

পাঁচুগোপাল বলিল—মডার্ণ সাহিত্যিক আমি···আমরা সব সময়ে ফ্র্যাঙ্ক···মনের সঙ্গে ছলনা করি না বলেই তো আমাদের আজ এমন পশার!

এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে ব্রতীন্দ্রর সাজ-পোষাক হইয়া গেল।

ব্রতীন্দ্র বলিল—এখন···? Yes?

চন্দ্রমুখী বলিল—লেকের ধারে যাওয়া যাক···for inspiration···

ব্রতীন্দ্র বলিল—বেশ

পরের দিন বেলা বারোটা। মেট্রো।

ছবির গল্পে বেশ খানিকটা মোচড় ছিল। অর্থাৎ পাহাড়ের কোলে ছোট গ্রাম। সে গ্রামে আসিয়াছিল বিখ্যাত ধনী ব্রড্ব্যাক্ শীকার করিতে। শীকার করিতে আসিয়া সে দেখিল বনবাসী মাথুজ এবং তার রূপসী তরুণী স্ত্রী লিলিকে। লিলি যেন এ পাহাড়-বনের প্রাণ! সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলায় লিলি কখনো পদ্ম-ফুলটির মতো পেলব দেহে ভাসিয়া চলিয়াছে, কখনো বনে-বনে উতল হাওয়ার মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে···তার মাথায় খোলা চুল চামরের মতো পিঠ বহিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে···

ব্রড্ব্যাক্ তাকে দেখিয়া সব ভুলিল; এবং বিলাস-সম্পদের মোহে লিলিকে সে ভুলাইল। কিন্তু মাথুজ? বুনো লোক! সে যেমন ভালো বাসিতে জানে, তেমনি তার দুর্জ্জয় হিংসা!···লিলিকে ব্রড্ব্যাক্ বলিল—আমার সঙ্গে চলো লিলি আমার ঘরে!

নিরুপায় হতাশভাবে লিলি বলিল—মাথুজ?

ব্রড্ব্যাক বলিল—আমার ওখানে সে যাইতে পারিবে না।

লিলি বলিল—তুমি জানো না, মাথুজের গতি সর্ব্বত্র···ঠিক এই বাতাসের মতো!

তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া ব্রড্ব্যাক বলিল—আমার দেউড়ীতে আছে শান্ত্রী-পাহারা।

লিলি বলিল—ভয় করে···

ব্রড্ব্যাক এ-ভয় মানিল না···লিলিকে লইয়া তাঁবু তুলিয়া একদা গভীর রাত্রে সে দেশে পলায়ন করিল··

তবু লিলির মনের ভয় আর যায় না!

দুমাস পরে একদিন রাত্রে বাড়ীতে পার্টির জটলা। নাচের পোষাকে লিলি সকলের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে…করতালি-বর্ষণের মধ্যে লিলি আসিল গৃহের সংলগ্ন বাগানে…কুঞ্জে বিশ্রাম করিতে। সহসা পাতায় জাগিল মৃদু মর্ম্মর-ধ্বনি…সঙ্গে সঙ্গে সামনে কালো ছায়া! ছায়ার পানে চাহিয়া লিলি দেখে, সর্ব্বনাশ! মাথুজ!

মাথুজের চোখে…দৃষ্টি নয়! যেন বাজের আগুন! মাথুজের হাতে ছোরা…

চমকিয়া লিলি আর্ত্ত রব তুলিল। সে পলাইয়া যাইতেছিল…

মাথুজ সবলে তার হাত চাপিয়া ধরিল…

ওদিকে লিলির চিৎকারে লিলির পিছনে আসিয়াছিল ব্রড্ব্যাক। সে আসিয়া দেখে…

বাঘের মত লাফাইয়া সে পড়িল মাথুজের উপর। মাথুজ পড়িয়া গেল। হাতের ছোরা ফসকাইয়া গেল। ব্রড্ব্যাক সে-ছোরা তুলিয়া মাথুজের বুকে বসাইয়া দিল। বুনো লোকের বুক চিরিয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিল…

ব্রড্ব্যাক…লিলি…দুজনে স্তম্ভিত! খুন? সর্ব্বনাশ? যদি কেহ দেখিয়া ফেলে?

ব্রড্ব্যাক সভ্য জগতের মানুষ…বুদ্ধি-কৌশল আছে…তাড়াতাড়ি মাথুজের বেশভূষা বদল করিয়া তাকে বাহির করিয়া পথে ফেলিয়া দিল…

খুনের সব দায় হইতে মুক্তি পাইয়া ব্রড্ব্যাক বাঁচিল। লিলির বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া গেছে, তখন নিশ্চিন্ত মনে লিলিকে ব্রড্ব্যাক্ করিল বিবাহ…

ছবি দেখিয়া চন্দ্রমুখীর মনে একটিমাত্র চিন্তা···চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে সারা জীবনের বন্ধন···এ-বন্ধন যদি টুটিতে পারিত···টুটিবার পর··· মুক্তির কি নিশ্চিন্ত আরাম! বিবাহ-বন্ধনে কেন সে নিজেকে এমন করিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া ছিল? সে-কথা ভাবিয়া, এ বাঁধনের ব্যথা যাতনা আরো উগ্র হয়!

জগৎ চ্যাটার্জ্জীর মধ্যে সে কি দেখিয়াছিল? কিসের আশায়?··· সামান্ত প্রোফেসর···চন্দ্রমুখীর এমন চাঁদের মতো রূপ···পুষ্পিত লতার মতো যৌবন-লালিত্য···কোনো দিন তার পানে প্রোফেসর চোখ তুলিয়া চাহিয়াছে? তাছাড়া চন্দ্রমুখী সখ-সাধ··

সে স্ত্রী···

মা-বাপ গেজেট দেখিয়া জগৎ চাটুয্যের হাতে মেয়েকে দান করিয়াছিল···মানুষ দেখে নাই! কিন্তু মা-বাপের দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিবে চন্দ্রমুখী···সারা জীবন? কি দোষে?

আজ যদি জগৎ চাটুয্যে মারা যায়?

চন্দ্রমুখীর মনে হইল, তার পর কোথাও অস্বাচ্ছন্দ্য থাকিবে না! জগতের লাইফ্ ইনসিওরেন্সের টাকা···এই বাড়ীর ঘর···তার জীবনে শুধু আলো···মুক্তির আলো!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মায়ার ফাঁদ

সিনেমা ভাঙ্গিলে বাহিরে আসিয়া দেখে, মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। যখন মেট্রোয় আসিয়াছিল, তখন আকাশ ছিল রৌদ্র-সমুজ্জ্বল। আকাশের কোথাও এক-টুকরা কালো মেঘের চিহ্ন দেখে নাই! সে আকাশে কখন মেঘ আসিয়া দেখা দিল এবং সে-মেঘ শক্তি সঞ্চয় করিয়া ঐরাবতের শুঁড় ধরিয়া এমন অজস্র-ধারে জল ঝরাইয়া দিয়াছে···আশ্চর্য্য!

ব্রতীন্দ্র বলিল—ইঃ, ভয়ঙ্কর জল পড়ছে · উপায়?

চন্দ্রমুখীর মনে ছবির-গল্পে-দেখা ভালোবাসার অবাধ গতির রেখা! সে বলিল—অফিস যেতে হবে?

ব্রতীন্দ্র কহিল—নিশ্চয়। একখানা ট্যাক্সি নি···আমাকে অফিসে নামিয়ে তোমাকে বাড়ী পৌছে দেবে।

চন্দ্রমুখীর বাড়ী যাইবার ইচ্ছা ছিল না। স্বামী আজ বাড়ীতে বসিয়া আছে। কলেজের ছুটী। বাহিরে এমন বর্ষা নামিয়াছে···এ বর্ষায় ঘরের কোনে ঢুকিলে বন্দিত্বের চাপে প্রানটা বাহির হইয়া যাইবে! তার চেয়ে···

এলাহাবাদের প্রদোষ···তার ঠিকানা যদি জানিত? জানিলে তার ওখানে গিয়া তাকে চমকাইয়া দিত! চমৎকার হইত!

ব্রতীন্দ্র কহিল—বলো···নীরব থাকলে চলবে না। আমার সময়ের

খুব দাম্! কখন বেরিয়েছি! বলে এসেছি, দেশ থেকে আমার স্ত্রী আসছেন···তাঁকে ফ্ল্যাটে পৌছে দিতে হবে।

চন্দ্রমুখী বলিল—তুমি তাহলে যাও···

ব্রতীন্দ্র বলিল—আর তুমি?

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি তোমার লগেজ নই যে আমার জন্ম এতখানি ব্যাকুল হবার প্রয়োজন আছে!···আমার হাত-পা আছে··· একটু দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখি···তারপর বৃষ্টি থামে, ভালো! না থামে, ট্যাক্সি ডেকে বাড়ী যেতে পারবো'খন···

ব্রতীন্দ্র বলিল—মেজাজ ভালো নয়, দেখছি।···কারণ?

চন্দ্রমুখী বলিল—আমার মেজাজ বোঝবার শক্তি যদি থাকতো, তাহলে আজ তুমি কলম পিষে ব্যাঙ্কে কেরাণীগিরি করতে না!

ব্রতীন্দ্র কহিল—কি করতুম তাহলে?

চন্দ্রমুখী কহিল—সে-বুদ্ধি থাকলে তুমি আজ ব্যাঙ্কার হতে!

স্থির নেত্রে ব্রতীন্দ্র ক্ষণকাল চন্দ্রমুখীর পানে তাকাইয়া রহিল, কহিল,—মান-ভঞ্জনের সময় এখন নেই। পরে সে চেষ্টা করবো। এখন তাহলে পালাই···ইঃ, বেলা দুটো বাজে। না, আর নয়। ওবেলায় দেখা হবে··

কথাটা বলিয়া এক-পা অগ্রসর হইয়া ব্রতীন্দ্র ট্যাক্সি ডাকিতে যাইতেছে, হটাৎ একটা কথা মনে পড়িল। ফিরিয়া চন্দ্রমুখীর পানে চাহিল বলিল—ভুলে গিয়েছিলুম···আজ বিদেশী বন্ধু আসছেন সন্ধ্যায় চায়ের আসর জমাতে! ওবেলায় দেখা হবে ন, বোধ হয়?

চন্দ্রমুখী বলিল—না···

ব্রতীন্দ্র বুঝিল, বীণার তার যেন কোথায় ছিঁড়িয়াছে! নহিলে এ

এ বীণা ব্রতীন্দ্রর হাতে খাশা বাজিয়াছে চিরদিন! ভাবিল, এখন সময় নাই···এ-তার ছেঁড়ার কতখানি নিগ্রহ···চন্দ্রাকে সে পরে বুঝাইয়া দিবে!

ব্রতীন্দ্র আর দাঁড়াইল না···ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত-মাত্রে খালি ট্যাক্সি আসিয়া গেটের সামনে দাঁড়াইল। ব্রতীন্দ্র ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। ট্যাক্সি চলিল।

চন্দ্রমুখীর চোখের সামনে দিয়া ট্যাক্সি চলিয়া গেল। চন্দ্রমুখী দাঁড়াইয়া রহিল···নিস্পন্দ!···বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল···

বৃষ্টির ধারা ইতিমধ্যে শ্রান্তি-ভরে থামিয়া আসিতেছিল।

চন্দ্রমুখী ভাবিল, কোথায় যাওয়া যায়?···

পিছনে হঠাৎ কার মৃদু করস্পর্শ! ফিরিয়া চন্দ্রমুখী দেখে, মন্দা।

মন্দা বলিল,—এখানে একলা দাঁড়িয়ে কার প্রতীক্ষা-রত?

চন্দ্রমুখী বলিল—মেট্রোয় গিয়েছিলুম···

—এ সময় মেট্রো?

—ট্রেডশো ছিল।

—একলা?

—না। ব্রতী এসেছিল···সে অফিসে গেল।···তুমি?

মন্দা বলিল—মার্কেটে এসেছি। ওঁর-সঙ্গে খুব তর্ক হয়েছে···আজই সকালে। কতকগুলো পয়সা দিয়ে কাল ফলমূল কিনে নিয়ে গেছেন··· সব শুকনো! আমি বললুম, পয়সা দিয়ে মানুষ এই সব ফল কেনে? বললেন, এর চেয়ে ভালো ফল মার্কেটে নেই! আমি বললুম—আমি যদি আনতে পারি? তাতে বললেন—পারো, পাঁচ টাকা দেবো তোমায়···সিনেমা দেখো।···তাই এসেছি।

চন্দ্রমুখী শুনিল। কথা বলিবার সময় মন্দার মুখে-চোখে বিজয়িনীর ভঙ্গী! তাই চন্দ্রমুখীর চোখে পড়িল। ভাবিল, এত লেখাপড়া শিখিয়া মন্দা ভয়ানক কুনো হইয়া আছে! তুচ্ছ ফল-মূল লইয়া স্বামীর সঙ্গে এমন বাকযুদ্ধ এবং বাজি জিতিবার এমন আগ্রহ…স্বামীকে লইয়া ভালোবাসার কি অভিনয় না করে! এ-অভিনয়ে কি আরাম পায়? স্বামী…সে তো বহুবার-পড়া বইয়ের মতো…তার কোনোখানে না আছে এতটুকু বৈচিত্র্য, না এতটুকু নূতনত্ব!

মন্দা বলিল—কাজ আছে?

চন্দ্রমুখী বলিল—না…

মন্দা কহিল,—আমার সঙ্গে আসবে? এসো না চন্দ্রা…

চন্দ্রমুখী বলিল—চলো…

দুজনে আসিল মার্কেটে। মন্দা ফল কিনিতে লাগিল। চন্দ্রমুখীর মনে হইল, কিছু কিনিলে ভালো হয়…এলাহাবাদের অতিথি আসিবে…চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছে…আতিথ্যের নমুনা ভালো করিয়া দেখাইবে না?

চন্দ্রমুখী বলিল—আমিও কিছু কিনি…

মন্দা বলিল—প্রোফেসর চ্যাটার্জ্জী কৃতার্থ হবেন'খন! সত্যি ভাই, জানি তো, ওরা খুব খুশী হন আমরা যদি কর্ত্তৃত্বের ভার নি…না? কৃতার্থ হয়ে যায়। আমাদের খুশী করবার জন্য কি করবে, চাঁদ পেড়ে দিতে যেন আকুল হয়! ওরা ভাই এমন যে নিজেদের জামা-কাপড় পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে পরতে পারে না! ওদের এই অসহায় ভাব আমার ভারী ভালো লাগে! এমন মায়া হয়!

এ-কথা চন্দ্রমুখীর কাণে গেল কি না, সন্দেহ! সে বলিল—চাকর-বাকর নেই, মন্দা?

—তার মানে?

চন্দ্রমুখী বলিল—নিজের হাতে জামা-কাপড় ঠিক করে দাও?

মন্দা বলিল—হেসো না চন্দ্রা…ওঁর কোনো কাজ আর-কাউকে দিয়ে যদি উনি করান, আমার খুব অভিমান হয়। আমি কি চাই, জানো?

—কি?

মন্দা বলিল—উনি যেন আমাকে অসামান্য ভাবেন আর নিজেকে খুব অসহায় বেচারা মনে করেন!…আমি না হলে নিজেকে যেন উনি অচল ভাবেন!

হাসিয়া চন্দ্রমুখী বলিল—You want to mother him…

হাসিয়া মন্দা বলিল—তাই…

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি কিন্তু পারি না। স্বামী স্বামীই! তা বলে এত দাম! ওতে নিজেদের মান-ইজ্জৎ থাকে না। স্বামীরা ভাবে, ওরা না হলে আমাদের গতি হতো না! Why give such indulgence? (এ প্রশ্রয় কেন দিবে?)

এমনি কথায়-কথায় কতকগুলা টিনের, ফল কেক, বিস্কুটের টিন, জ্যাম, পিক্‌ল্‌স্‌, জেলি কিনিয়া চন্দ্রমুখী বাহিরে আসিয়া একখানি ফিটন ভাড়া করিল; তারপর মন্দার কাছে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল।

বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। এত দেরী হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারে নাই।

গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দ্বারে পৌঁছিলে ভিতর হইতে জগৎ চাটুয্যের প্রাণ-খোলা হাসির ঝাপটা আসিয়া কাণে লাগিল। চন্দ্রমুখী বুঝিল, ভিতরে আসর জমিয়াছে! ইহারি মধ্যে এলাহাবাদ আসিয়া উদয় হইল না কি? এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মন যেন লোহার মতো কঠিন হইয়া উঠিল! আসিবে বৈ কি! এখানে আছে :কনক···পরের গৃহে আশ্রিতা হইলে কি হয়···আত্মীয়-বন্ধুহীন রূপসী তরুণী!···

ভৃত্য আসিয়া জিনিষ-পত্র নামাইল। গাড়োয়ানকে গাড়ীর ভাড়া বারো আনা চুকাইয়া দিয়া চন্দ্রমুখী ভিতরে আসিল···

সামনে বসিবার ঘর। সে ঘরে জগৎ চ্যাটুয্যে, কনক আর প্রদোষ।

চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া প্রদোষ উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্যে দুই করপুট অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিল—নমস্কার!

চন্দ্রমুখী বলিল—নমস্কার! আমার সৌভাগ্য!···কখন এসেছেন?

প্রদোষ বলিল—আধ ঘণ্টা···

চন্দ্রমুখী চকিতের জন্য একবার কনকের পানে চাহিল···কনকের দু' চোখে যেন বিজলী-বাতি জলিতেছে··· যাকে বলে পুলক-রশ্মি!

চন্দ্রমুখী বলিল—এত আগে আসবেন, ভাবিনি···

প্রদোষ বলিল—কাজ যা ছিল, চুকে গেল। তারপর একলা বিদেশী মানুষ··· চুপচাপ কোথায় বসে থাকবো···কাজেই চলে এলুম। চায়ের নেমন্তন্ন সন্ধ্যায় হলেও ভাবলুম, বিদেশী বুনো মানুষ বলে আমার এত আগে আসা হয়তো আপনারা ক্ষমা করবেন!

কথাগুলি বেশ সরল···

চন্দ্রমুখী বলিল—আমি একটু বেরিয়েছিলুম। ক্ষমা করবেন…মুখ-হাত ধুয়ে এখনি আমি আসছি। আপনারা গল্প করুন…

প্রদোষ বলিল—হাঁ, প্রোফেসর চ্যাটার্জ্জী খুব জমিয়ে দেছেন। ওর কলেজের ছেলেদের বুদ্ধি-চাতুর্য্যের যে-সব কাহিনী বলছেন… আমার কাছে entirely a new world (সম্পূর্ণ নূতন জগৎ) ! আমরা ওখানকার কলেজে পড়েছি · আমাদের লাইফে কোনোদিন কোনো রকম উত্তেজনা ঘটেনি কি না…তাই খুব মজা লাগছে !

হাসিয়া চন্দ্রমুখী গমনোদ্যতা হইল। কনক বলিল—আমি যাবো বৌদি ?

চন্দ্রমুখীর মনে অভিমানের কাঁটা ! ন্যাকামি পাইয়াছ, বটে ! এতক্ষণ ক'জনে বসিয়া মন খুলিয়া এমন হাসি-গল্প…আমাকে দেখিবামাত্র সে-সব থামিয়া গেল !…চন্দ্রমুখী ভাবিল, এই সহজ হাসি-খুশীর উপর যদি তেমন আঘাত দিতে পারে অলক্ষ্য আঘাত…যে-আঘাত মর্ম্মে গিয়া বাজিবে…

চন্দ্রমুখী বলিল—না। তোমাকে আমার কি দরকার ?

কথাটা বলিয়া চন্দ্রমুখী সে-ঘর হইতে চলিয়া গেল।

মুখ-হাত ধুইয়া বেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে টয়লেট সারিয়া চন্দ্রমুখী আবার যখন ফিরিল, জগৎ চাটুয্যে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিলেন—আমার একটু কাজ আছে…একটা নোট লিখেছি…ছাপা হচ্ছে। তার একতাড়া প্রুফ এসেছে। আমাকে যদি একটু ছুটি দেন প্রদোষ বাবু…

প্রদোষ বলিল—আমার জন্ত কাজের ক্ষতি করবেন, এমন কথা বলবো না প্রোফেসর চ্যাটার্জ্জী…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ত'ছাড়া I leave you to better hands …(আরো ভালো হাতে তোমাকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি)।

কথাটা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া জগৎ চাটুয্যে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রমুখী বলিল,—আশ্চর্য্য শক্তি আপনার! ওঁর মতো Book-worm (গ্রন্থ কীট)…তাঁকে আপনি এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন!

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—উনি চমৎকার কথা বলতে পারেন। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি অমায়িকতা…

চন্দ্রমুখী সামনের সোফায় বসিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল হ্যাঁ…সকলেই ঐ কথা বলেন। শুনে ভাবি, ভালো! গুণী লোক না হলে কেউ জহর চিনতে পারে না। তা যাক…ক'টায় চা খাবেন, বলুন?…আমি আবার কতকগুলো জিনিষ নিয়ে এলুম। বাড়ীতে ছিল না পছন্দ করবেন কি না!

প্রদোষ বলিল—খাস্থ-দ্রব্য সম্বন্ধে আমার ডিস-লাইক' কিছুতে বড়-একটা নেই মিসেস চ্যাটার্জ্জী…

চন্দ্রমুখী ভ্যানিটি-ব্যাগ হইতে ছোট আয়না বাহির করিল; বাহির করিয়া কপালের উপর হইতে নিজের বিস্রস্ত চুলগুলা ঈষৎ নাড়িতে নাড়িতে বলিল—ভালো! তাহলে আমার জানা দু-একটা ফেভারিট ডিশ…

কনক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—কি কি তৈরী করবো বৌদি?

প্রদোষ বলিল—ইনি ভারী ব্যস্তবাগীশ…এসে অবধি আমি দেখছি,

আপনি বাড়ী নেই বলে অস্থির ! বলছিলেন, কি কি তৈরী হবে, বৌদি কিছু বলে যাননি···

চন্দ্রমুখী বলিল—না বলে গিয়ে ভালো করেছি।···বলে গেলে আপনি ওকে পেতেন না !···পেয়েছেন বলে she could entertain you so well (ভালো রকম আপনাকে আনন্দ দিয়াছেন) এমনিতে ও বড় লাজুক। আমি না থাকলে দেখি পুরুষ-মানুষদের সামনে বেশ free আর cosy থাকে। She seems to forget her shyness (লজ্জা-সঙ্কোচ যেন ভুলিয়া যায়) ! আপনার প্রোফেসর চ্যাটার্জ্জী···অমন গম্ভীর পণ্ডিত-মানুষ···কনকের সঙ্গেই ওঁরা যা-কিছু হাসি-গল্প···দুজনে রাজ্যের কত কথা হয় ! আমিও থাকলে প্রোফেসর-মানুষ একেবারে প্রোফেসরি-গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি হয়ে বসেন !···সে জন্ম কনককে উনি একদণ্ড ছাড়তে চান্ না ! আমিও ওঁকে কনকের হাতে রেখে পাঁচটা সোশ্যাল ফাংশনে যোগ দিতে পারি ! ···কনকের কি দোষ, জানেন প্রদোষ বাবু ? মাঝে-মাঝে কনক এমন করে, যেন এখানে আশ্রয় পেয়ে ও কৃতার্থ ! যত বলি, তুমি আমাদেরই একজন···আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন তো···এ সঙ্কোচ এত ছোট মনে করে···আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন তো···এ সঙ্কোচ ওর কেন ?

এ কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুল, সে-হুল কনকের মনে বিঁধিল। কনক বুঝিল, এ-গৃহে আজ ইনি চন্দ্রমুখীর অতিথি হইয়া আসিয়াছেন ! উর্ম্মিলার স্বাওর বলিয়া ওঁর সঙ্গে কনকের এতখানি অন্তরঙ্গতা···চন্দ্রমুখীর ভালো লাগে নাই ! এ তো অতি ছোট কথা···ইহার চেয়ে কত বড় বড় শ্লেষের বাণে কনককে চন্দ্রমুখী নিত্য বিদ্ধ-জর্জ্জরিত করে···

কনক তা জানে! কতবার কনকের মনে হইয়াছে, এখান হইতে কোথাও চলিয়া যাইবে···পরের বাড়ীতে যে-কোনো একটা চাকরি লইয়া দিনাতিপাত করিবে! পারেনা শুধু জগৎদার জন্য! জগৎ তাকে বলিয়াছে, তোমার বৌদির কথার বিষ গ্রাহ্য করিয়ো না কনক··· ও বিষ পান করিয়া আমি যেমন নীলকণ্ঠ হইয়াছি, তুমি আমার বোন ··দাদার মতো তুমিও তেমনি নীলকণ্ঠ হও!···

সে-কথা কনক ভোলে নাই। সে-কথা শিরোধার্য্য করিয়াই এ কথায় কনক আর যাতনা অনুভব করে না!

যাতনা অনুভব না করিলেও সে যেন এখন নড়িতে পাড়িল না···স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রমুখী বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঠাকুরঝি? বসো। তোমার বন্ধু···তুমিই তো আলাপ করিয়ে দেবে···

কনক বলিলেন,—আমি যাই বৌদি···গিয়ে চায়ের জলটা অন্ততঃ চড়িয়ে দিই···

এ কথা বলিয়া কনক সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। চন্দ্রমুখী মুখে যাই বলুক, তার সামনে কনক চেয়ারে বসিয়া থাকিলে সে স্পর্দ্ধার জন্য পরে তাকে বহু বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইতে হইবে, কনক জানে।

কনক চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী উঠিয়া প্রদোষের কাছাকাছি চেয়ারে আসিয়া বসিল।···

মৃদু স্বরে চন্দ্রমুখী বলিল—কলকাতায় আপনি এই প্রথম এসেছেন? না, আগে অনেকবার এসেছেন-গেছেন?

প্রদোষ বলিল,—ঠিক প্রথম নয়···আগে অনেকবার এসেছি। তবে সে-আসা চোখ বুজে আসা। এবারের আসা সে-রকম নয়!···

চন্দ্রমুখী বলিল—এবারের আসা কি-রকম, শুনতে পাই ?

প্রদোষ বলিল—কাজ-কর্ম্ম করতে এসেছি।…আগে আসতুম হলিডে-মুডে !·· এবার যাকে বলে, কর্ম্ম-জীবন সুরু হলো…

চন্দ্রমুখী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আপনাদের এত হিংসা করি·· পুরুষ মানুষ·· এক-জায়গায় চিরদিন বন্দী থাকতে হয় না। যখন যা-খুশী করছেন, যেখানে-খুশী যাচ্ছেন !… আর আমরা ? খাঁচার পাখী…খাঁচার মধ্যে ছটফট করেই জীবন কাটে।

আরো অনেক কথা হইল। কথায়-সুরে নানা-ভাবের তরঙ্গ-দোলা …সে-স্বর কখনো বিহ্বল, কখনো তন্দ্রাচ্ছন্নবৎ কখনো স্বপ্নাতুর, আবার কখনো বা নিঃশ্বাস-বাষ্পে আর্ত্ত-আতুর !…এবং এ স্বর-বৈচিত্র্যে চন্দ্রমুখীর প্রয়াস চলিয়াছিল এই প্রবাসী তরুণকে মোহপাশে আচ্ছন্ন করিতে ! এই তরুণ ভদ্রলোক যেন বুঝিতে পারে, কনককে যত আত্মীয় ভাবো…কনক বয়সে চন্দ্রমুখীর চেয়ে ছোট হইলে কি হইবে, চন্দ্রমুখী এমন মন্ত্র জানে, যে মন্ত্রে মানুষ দুনিয়া ভুলিয়া যায় ! এবং এমনি কথাবার্ত্তার মধ্যে কনক আনিল চা, নিমকী, কাটা ফল পুডিং, কাষ্টার্ড ··

এ-সবের জন্য কোন ফরমাস্ করে নাই ! তবে চন্দ্রমুখীর অতিথি-পরিচর্য্যার বিধি কনক জানে…এ পরিচর্য্যা তার কাছে নূতন নয় ! কাজেই অতিথ্যের আয়োজন তার জানা ছিল।

প্রদোষ দেখিল…বুঝিল, এ-গৃহে কনক কি করিয়া থাকে ! এবং তার এখানকার বিধাতা এই চন্দ্রমুখী ! কেন না, জগৎ চাটুয্যের সামনে যে-কনককে একান্ত সহজ মানুষটির মতো দেখিয়াছে, সে-কনক…

চন্দ্রমুখী আসিবামাত্র সে সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া একেবারে দাসী-বাঁদীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে!

মনে মনে চন্দ্রমুখী হাসিল। হাসিয়া মনে মনে বলিল, আমি থাকিতে এমন লোকটিকে তুমি বাঁধিবে মায়ার ডোরে···স্পর্দ্ধা বটে, মায়াবিনীর!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আপদ

কথায়-কথায় এ ঘরে আসর আবার জমিয়া উঠিল। প্রদোষ দু'একটা কথা কয়· চন্দ্রমুখী সে-কথার জবাবে প্রদোষের তাক্ লাগাইয়া দেয়! নানা ছাঁদে যে-সব কথা বলিল তার মর্ম্ম, এখানে গরীব স্বামীর ঘরে দিন কাটিলেও সোসাইটিতে তা[illegible] কতখানি আদর! সে যোগ না দিলে এদিককার কোনো ফাং[illegible] সাক্‌সেশফুল্ হয় না! তার কি এক-নিমেষ অবসর আছে! এখানকার ঐ "সবুজ-সমিতি" ···মনোহরপুকুরের "বাটারফ্লাই ক্লাব"···পার্ক-সার্কাসের "জিপসী বয়েজ এণ্ড গার্লস"···তাকেই এগুলোর নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিত হইয়াছে! ভাগ্যে কনক আছে, সংসার দেখাশুনা করে। এবং লোকে যে প্রোফেসর চ্যাটার্জ্জীর নাম জানে, সে তাঁর ইউনিভার্সিটির ছাপের জন্য নয়, তাঁর লেখা নোট্ বা প্রোফেসরির

জোরে নয়···সে নাম শুধু এই চন্দ্রমুখী চ্যাটার্জীর তিনি স্বামী—এই জন্ত !

প্রগতি-তীর্থ কলিকাতার বাহিরে সুদূর এলাহাবাদে থাকিলেও প্রদোষ বুঝিল, চন্দ্রমুখী রীতিমত একজন স্নব্ ! রূপ ও নাচ-গান এবং কথাবার্ত্তা কহিবার শক্তির গর্ব্বে মাতিয়া আছে !

তার বিশ্রী লাগিল ! ভদ্র ঘরের মহিলা···এগুলাতেই এমন তন্ময় যে বেচারা স্বামীর দিকে চাহিবার সময় নাই ! চলিয়া যাইবার জন্ত প্রতি-ক্ষণে তার মন ব্যাকুল ! চন্দ্রমুখী গান গাহিল। চন্দ্রমুখী গায় ভালো ! তবু তার গান শুনিতে শুনিতে প্রদোষের মনে হইতেছিল, কনকের পাশে চন্দ্রমুখী ? কনক যেন বাঙ্গালীর ঘরের চিরদিনকার সেই স্নিগ্ধ প্রদীপের আলো ! আর চন্দ্রমুখী যেন ড্যাজ্‌লিং বিজলী-বাতি ! তার ড্যাজ্‌লে চোখ ঝলশিয়া জ্বলিয়া যায়···তাকে ছুঁইলে তীব্র শক্ লাগে !

দুজনের কথাবার্ত্তার মধ্যে কনক আসিয়া মাঝে-মাঝে ঘরে দাঁড়াইয়াছে···বিনয়-নম্র-ভাবে বিজড়িতা···কুণ্ঠিত অপরাধির মতো দেখিবামাত্র প্রদোষের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, কনক যেন ঐ দীন মূর্ত্তিতে বলিতে চায়, আপনার অভ্যর্থনায় যোগ দিতে পারিতেছি না শুধু উঁহার ভয়ে ! পাছে উনি ভাবেন, আমার বড়স্পর্দ্ধা হইয়াছে···

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া ন'টা বাজিল। চমকিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া প্রদোষ বলিল,—ইঃ, নটা ! বড্ড জ্বালাতন করলুম আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখে। এবার উঠি···

কথাটা বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল···

আকাশে-ওড়া ঘুড়ির সুতা কাটিয়া গেলে যেমন হয়··· চন্দ্রমুখীর ঠিক তেমনি হইল। প্রদোষের এ কথায় তার মনে হইল, আকাশে যে-ঘুড়ি তুলিয়াছিল, সে-ঘুড়ির সুতা যেন সহসা ছিঁড়িয়া গেছে!

সে বলিল,—না, না, আমার কষ্ট নয়। খুব ভালো লাগছে! বাড়ীতে কারো সঙ্গে কথা কয়ে সুখ পাই না। কে আমার কথা বুঝবে? কাজেই বাইরে পাঁচজন কালচার্ড লোকের কাছে যেতে হয়। আজ আপনার সঙ্গে কথা কয়ে মনটা যেন গাঁচা-ছাড়া পাখীর মতো আরাম পেয়ে বেঁচেছে!

হাসিয়া প্রদোষ বলিল—আমাকে এমন করে মাথায় তুলবেন না··· আমি অতি অপদার্থ···যাকে আপনারা বলেন, গেঁয়ো!

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া চন্দ্রমুখী সোচ্ছ্বাসে বলিল—গেঁয়ো আপনার মতো দু'চারজন গেঁয়ো বন্ধু পেলে জীবনটাকে বন্দীশালায় বন্দী বলে' মনে হতো না!

প্রদোষ গমনোদ্যত হইল। মন বলিল, কনক? মনকে প্রদোষ রুখিয়া রাখিতে পারিল না, মুখে বলিল—এঁর সঙ্গে একবার··· মানে, দয়া করে কনক দেবীকে যদি একবার ডেকে দ্যান···

চন্দ্রমুখীর মনের গহনে আবার সেই আক্রোশের অগ্নিশিখা হুঁ···আমার কথায় খুশী নও? কনকের উপর ভারী দরদ দেখিতেছি

মুখে চন্দ্রমুখী বলিল—ও···নিশ্চয়!···ডাকিল,—ঠাকুরঝি···

কনক ছিল দ্বারের ওদিকে···পর্দ্দার অন্তরালে। এ-ডাকে চকিতে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমুখী বুঝিল, ঘরে না থাকিলেও কনকের মন ছিল এই ঘরে…

চন্দ্রমুখী বলিল,—আড়ালেই ছিলে!…কেন, ঘরে আসতে কি হয়েছিল?

এ-কথায় কনকের মুখ নিমেষে পাংশু হইল…

চন্দ্রমুখী তাহা লক্ষ্য করিল। বলিল—তোমার বন্ধু চলে যাচ্ছেন… তাই বিদায়-সম্ভাষণের জন্ত খুঁজছিলেন…

এই অপ্রীতির উচ্ছেদ-কল্পে প্রদোষ তাড়াতাড়ি বলিল—আমি আজ আসি…

একান্ত-বিনয়ে আনত হইয়া কনক মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

চন্দ্রমুখীর পানে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদোষ বলিল—নমস্কার…

—নমস্কার! বলিয়া চন্দ্রমুখী কহিল—আবার কবে দেখা হবে, বলুন? একদিন আসুন না আমাদের বাটারফ্লাই ক্লাবে। রিহার্শাল চলেছে। ব্রজকিশোরী গীতি-নাট্যের অভিনয় হবে। চ্যারিটি-শো…

প্রদোষ বলিল—কাজে বড্ড ব্যস্ত। দেখি, সময় করে যাবো…

এ কথায় যেন প্রানের যোগ নাই! তবু চন্দ্রমুখী বলিল,—গেলে আগে একটু খপর দেবেন, কেমন?

দেবো খপর…বলিয়া প্রদোষ আর দাঁড়াইল না…বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল।

প্রদোষ চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী চাহিল কনকের পানে। খোলা জানালা দিয়া বাহিরে পথের পানে চাহিয়া কনক দাঁড়াইয়াছিল কাঠের পুতুল।

চন্দ্রমুখী দেখিল। দেখিয়া বলিল—ভালো করছো না ঠাকুরঝি! …রবিবাবুর সেই কবিতা জানো তো · গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে-বা। যদি ভেবে থাকো, তোমার জীবনে এলো বসন্ত-দূত… ভুল করবে! কেন না, আমাদের সমাজে যে-মেয়ে একবার বিধবা হলো, তার সে-জন্মটাই একেবারে গেল! তার আর কারো পানে, মানে কোনো পুরুষ-মানুষের পানে চাইতে নেই! গোড়া থেকে তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। বেচারী কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথ বিয়ে করেছিল, কিন্তু কুন্দ এক-মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হয়নি!

কনকের মনে কোথাও কোনো বাসনা ছিল না…তবু এ কথায় তার বুক যেন আকাশের গুরুগম্ভীর ঘন মেঘের মত ফাঁপিয়া বাদল-ধারায় ভরিয়া উঠিল…

তারপর কনক কি করিয়া সেখান হইতে কখন চলিয়া গেছে, সে তা জানিতে পারিল না!

দু'তিন দিন পরের কথা।

রিহার্শালে যাইবার মুখে চন্দ্রমুখী একবার গেল জহরীমলের দোকানে। কাল রিহার্শালে নন্দিতার কাণে দু'টি কাণপাশা দেখিয়াছে। ভারী সৌখীন-গড়নের কাণপাশা। দাম বেশী নয়… পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র।

আজ বাড়ীর বাহির হইয়া অবধি তেমনি এক-জোড়া কাণপাশার জন্য মন একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল! তাই সে সোজা আসিল রাসবিহারী এভেনিউর মোড়ে জহুরীমলের দোকানে।

পাঁচ-সাত প্যাটার্ণের কাণপাশা দেখিয়া এক-জোড়া পছন্দ হইল। দাম শুনিল, সাতান্ন টাকা। ম্যানেজার তারামলকে বলিল—এইটে আমি নেবো তারাবাবু···আপনার বইখানা দিন নাম সই করে দিয়ে যাই···

তারামল বাবুর মুখখান ঘোরালো হইয়া উঠিল। তারামল বলিল,—মাপ করবেন মেম-সাহেব, ক্যাশ-টাকা না পেলে জিনিষ দেবার জো নেই।

তারামল বাবুর কথা ধারালো ছুরির ফলার মতো চন্দ্রমুখীর বুকখানাকে যেন চিরিয়া দিল! সারা বুক একেবারে ব্যথায়-বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

কোনমতে চন্দ্রমুখী বলিল—তার মানে? বরাবর আমি জিনিষ নিচ্ছি—নাম সই করে!··· মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী কি কখনো আপনাদের তার দাম দ্যাননি যে এ-কথা বলছেন?

কুণ্ঠিত স্বরে তারামল বাবু বলিল—বহুৎ sorry মেম-সাব···মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী নিজে এসে বলে গেছেন, ধারে যেন কোনো জিনিষ আর না দেওয়া হয়···দিলে তার দামের জন্য তিনি দায়ী হবেন না!··· একখানা চিঠিও লিখে দিয়ে গেছেন। পুরোনো হিসেবে আপনার জিনিষের জন্য যা পাওনা ছিল, দু দিন আগে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী এসে সে-দাম শোধ করে দিয়ে গেছেন। বলেন তো, সে চিঠি আপনাকে দেখাই···

এ কথায় চন্দ্রমুখী জবাব দিল না · মুখ নীল! বেত্রাহতার মতো বেদনাতুর মন লইয়া চন্দ্রমুখী দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এত বড় অপমান!

…মনের মধ্যে যেন জিঘৃক্ষা-বিশ্বাসের অগ্নি-স্রাব…তার আঁচে সে যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে!…

মন বলিল, এ অপমানের শোধ যদি দিতে পারো…পণ্ডিত প্রোফেসরের ঐ স্বামিত্বের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া যদি তাকে লোক-লাঞ্ছনার ধূলি-জঞ্জালে ফেলিয়া দিতে পারো…তবেই বুঝি এ-জ্বালা কতক জুড়ায়!

মনে পড়িল চন্দ্রশেখরের কথা! বুড়া ব্রাহ্মণ…পুঁথিপত্র লইয়া বিভোর থাকিত! আর বেচারী শৈবলিনী…

কিন্তু শৈবলিনীর ছিল প্রতাপ। চন্দ্রমুখীর তেমন বন্ধু কে আছে?

ব্রতীন্দ্র?…

তার পয়সা-কড়ি নেহাৎ সীমাবদ্ধ। তার সঙ্গে চন্দ্রমুখী যে-খেলা খেলিতেছে,…ফ্লার্টেশন…ব্রতীন্দ্রর সাধ্য নাই, চন্দ্রমুখীর এ-প্রতিশোধের আগুনে ইন্ধন জোগাইবে!

মনে পড়িল, প্রদোষ! টাকার কুমীর! তরুণ বয়স…মায়া জালে তাকে বন্দী করিতে পারিবে না?…চন্দ্রমুখীর এই রূপ-যৌবন…

তপস্যা-রত বুড়া বিশ্বামিত্রের মনের তপস্যা ভাঙ্গিয়াছিল উর্ব্বশী!…চন্দ্রমুখীর চেয়ে উর্ব্বশীর রূপের মোহ এত বেশী ছিল? না, প্রদোষের মন বুড়া-তপস্বী বিশ্বামিত্রের মনের চেয়েও কুলিশ-কঠোর?

চন্দ্রমুখী আসিয়া ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়াছিল…অদূরে সহসা একখানা মোটর আসিয়া ক্যাঁচ করিয়া থামিল। সে-শব্দ লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রমুখী সেদিকে চাহিল। দেখে, টু-সীটার গাড়ী। গাড়ীতে বসিয়া বিনোদ দত্ত।

বিনোদ দত্ত তরুণ ব্যারিষ্টার। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অশোক দত্তর একমাত্র পুত্র। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিলেও কোর্টে বড় একটা বাহির হয় না…টু-শীটার গাড়ীতে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যায় কখনো ঘোরে ডালহৌসি স্কোয়ারে টেলিফোন-অফিসের কাছে; কখনো এসপ্লানেডে সিনেমাগুলোর সামনে, কখনো টালিগঞ্জের দিকে। এ-সব জায়গা পরম-তীর্থ…ভদ্র ঘরের কোন্ তরুণী আসিয়া কোন্ আসরে যোগ দিতেছে, তাদের সন্ধান লইয়া তাদের চাঙ্গোয়ায় আনিয়া আপ্যায়িত করিয়াই বিনোদ দত্তর দিন কাটে!

গাড়ী হইতে বিনোদ নামিয়া আসিল, কহিল—কোথায় যাবেন মিসেস চ্যাটার্জ্জী?

চন্দ্রমুখী বলিল—রিহার্শালে।

—কোথায়?

—আজ আমাদের রিহার্শাল হবার কথা ডালহাউসি স্কোয়ারে… হীরালাল আগরওয়ালা নতুন অফিস খুলেছে ষ্টিফেন্-হাউসের চার-তলায়; সেইখানে যাবো।

বিনোদ দত্ত বলিল—আমি পৌঁছে দিতে পারি?

—আপনার অসুবিধা হবে না?

—না। আমার কাজ নেই, যাচ্ছিলুম লালদীঘির দিকে চক্কর দিতে!…আপনাদের রিহার্শালে গিয়ে না হয় বসা যাক…it would be so charming (খুব মনোমুগ্ধকর হইবে)!

চন্দ্রমুখী টু-শীটারে উঠিয়া বসিল; বিনোদ দত্ত বসিল পাশে। বসিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ী চলিল।

চন্দ্রমুখী বলিল—এদিক থেকে আসছিলেন এ সময়ে? কোথায় গেছলেন?

বিনোদ দত্ত বলিল—পিকচার-মেকার্স ষ্টুডিয়োয়।

চন্দ্রমুখী বলিল—ফিল্মে নামছেন না কি?

বিনোদ দত্ত বলিল—না, না ···মানে, অপ্সরী ভটচায্যি ফিল্মে নামছেন। তাঁকে নামিয়ে দিয়ে এলুম।

চন্দ্রমুখী বলিল—অপ্সরী ভটচায্যি। কে, বলুন তো? নাম শুনেছি। কিন্তু চিনি না।

বিনোদ দত্ত বলিল—ডক্টর বীরেশ্বর ভটচায্যি···শিকাগোর এম-ডি। তাঁর মেয়ে। এঁর আসল নাম হলো শীকরিণী ভটচায্যি··· বিয়ে হয়েছে···স্বামীর নাম নিবারণ চক্রবর্ত্তী···পাড়াগাঁর জমিদার। স্বামীর সঙ্গে ইনি থাকেন না। ফিল্ম কেরিয়ার নিয়েছেন। ফিল্মে নাম নিয়েছেন অপ্সরী!

—ও···

আর বড় কথা হইল না। মাঠের মধ্য দিয়া শট-কাট্ করিয়া টু-সীটার আসিয়া পৌঁছিল ষ্টিফেন-হাউসের সামনে।

বিনোদ দত্ত বলিল—আমি আসতে পারি?

—নিশ্চয়।

—কারো আপত্তি হবে না?

—নিশ্চয় নয়···

•

দুজনে আসিল চার-তলায় হীরালাল আগরওয়ালার অফিস-হলে।

পারি! আমাকে ষ্টুডিয়োয় যেতে হবে বারোটায়। বারোটায় ওদের শুটিং শেষ হবে। আমিও ভাবছিলুম, এতক্ষণ…

চন্দ্রমুখী বলিল—বেড়াতে যাবেন?

—মন্দ কি!

চন্দ্রমুখী বলিল—বেশ হবে। চলুন। ওয়াটারি টাউন! ওরা বলছিল, গাড়ী, না, গণ্ডোলা! তাই করা যাক…আপনার যদি অসুবিধা না হয়…

বিনোদ দত্ত বলিল—অসুবিধা হবে না। বেশ আমোদ হবে'খন…তাছাড়া এক্সকিউজ মী…আপনাকে ভারী ভালো লাগছে, সত্যি! You are jolly …(আপনি বেশ আমুদে)…একেই বলে, লাইফ!… I appreciate you (আপনাকে আমি তারিফ করিতেছি)।

টু-শীটার চলিল গড়িয়া-হাটের দক্ষিণ দিকে…

ঝড়-জলের তেমনি মাতন…ওদিকে প্রান্তরের বুকে বড় বড় গাছগুলা ঝড়ের আক্রমণে মাথা নাড়িয়া যেন প্রবল আর্ত্ত রব তুলিয়াছে! তারা যেন আর পারে না! বয়স হইয়াছে, দুরন্ত ঝড়ের যৌবন-মত্ততা সহিতে পারিবে কেন? কোথাও মড়-মড় শব্দে বড় বড় গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে…কোথাও ছোট গাছের ডালপালা ঝড়ের যৌবন-মত্ততায় আশ্রয়-তরুর বুক হইতে ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িতেছে যেন অবুঝ তরুণ-তরুণীর দল মা-বাপের শাসন-বন্ধ ছিঁড়িয়া দুনিয়ার বুকে ঝাঁপ দিতেছে!…

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়ের মাতন থামিল। বৃষ্টির বেগ কমিল। পথ কিন্তু জলের নীচে গভীর গহন-তলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

জল ঠেলিয়া কোনো মতে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল আরাম-বাগের গলির সামনে। গলির মুখে আপাদ-মস্তক আবৃত এক রমণী-মূর্ত্তি···

গাড়ীর হেড-লাইটের তীব্র আলোর ঝলকে মূর্ত্তি হকচকিয়া গেল···এবং সেই হকচকানো-ভাব লইয়া বিভ্রান্তের মতো সে একেবারে চলন্ত গাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িল···

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ···তার পর সব চুপ!

বিনোদ ভয়ে গাড়ী থামাইল··চন্দ্রমুখী বিনোদ দুজনেই হতভম্ব···

আশে-পাশে ভেকের রব···গভীর-গম্ভীর···অশ্রান্ত।

বিনোদ বলিল—মারা গেল নাকি?

চন্দ্রমুখী বলিল—না···বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বিনোদ বলিল—তুলে আপনার ওখানে একবার দেখা যাক। পথে যদি চৌকিদার আসে, ফ্যাসাদ হবে।

চন্দ্রমুখী বলিল—হুঁ···

দুজনে গাড়ী হইতে নামিল। তারপর ধরাধরি করিয়া রমণীকে লইয়া আরাম-বাগে আনিল।···

ভৃত্যকে ডাকিল। সাড়া নাই! জগৎ? কনক!···বাড়ীতে কেহ নাই।

চন্দ্রমুখীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রোমাঞ্চ-রেখা!

রমণীকে সামনের বারান্দায় শোয়ান হইল···

বিনোদ দত্ত বলিল—এক-গ্লাস জল আনতে পারেন?

না আনিলে উপায় নাই! চন্দ্রমুখী জল আনিতে গেল!

জগৎ এবং কনক এখনো ফেরে নাই। চন্দ্রমুখী ভাবিল, ভালোই

হইয়াছে। থাকিলে নানা কৈফিয়ৎ··· হয়তো বিনোদ দত্তর সামনে যা-তা বলিয়া স্বামিত্বের আস্ফালন ফলাইত!

গ্লাসে জল আনিয়া চন্দ্রমুখী দেখে, বিনোদ দত্ত নাই···

চলিয়া গেছে?···

বাহিরে পথে মোটরে ষ্টার্ট দিবার শব্দ··সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড রব···গাড়ী চলিল।

চন্দ্রমুখী ভাবিল, কাওয়ার্ড! ধাপ্পা দিয়া এই রাত্রে একা আমায় ইহার পরিচর্য্যায় রাখিয়া পলায়ন করিল! হাসপাতাল ছিল না?

ও আবার ভদ্রলোক? বিলাত গিয়াছিল?···

রাগে-আক্রোশে চন্দ্রমুখীর দু'চোখে আগুন জ্বলিল!

কিন্তু মিথ্যা এ আগুন! গাড়ী চালাইয়া বিনোদ দত্ত চলিয়াছে টালিগঞ্জ-ষ্টুডিয়োতে···চন্দ্রমুখীর চোখের এ-আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গও বিনোদ দত্তকে স্পর্শ করিবে না!

চন্দ্রমুখী চাহিল মূর্চ্ছিতা রমণীর পানে···

তার সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা···

নিস্তব্ধ রাত্রি। অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া আছে। সুর-সঙ্গীতের অমন কল্লোক হইতে মনে কি গভীর মায়া-বিভ্রমের স্বপ্ন ভরিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে···

যেমন গৃহে পদার্পণ, অমনি এ কি দুগ্রহ!

রমণীর মুখে-মাথায় চন্দ্রমুখী জল দিল।···তার দেহ ধরিয়া নাড়া দিল। দু'বার···দশ বার ডাকিল—শুনছো···শুনছো

সাড়া নাই!

বেশী ডাকিতে পারিব না। ঘুমন্ত চাকরটা যদি সে-ডাকে উঠিয়া পড়ে? এবং উঠিয়া আসিয়া যদি দেখে…

দেহে প্রাণ নাই…সত্য?

পুলিশের কলরব কাণের কাছে যেন দামামা-নাদ তুলিল। চোখের সামনে স্বপ্ন-ছায়ায় চন্দ্রমুখী দেখিল…সকাল হইয়াছে… চারিদিকে জীবনের কলরব বাড়ীতে লোকারণ্য…পুলিশ গিশ্ গিশ্ করিতেছে…আর অত লোকের দৃষ্টি হইতে লাঞ্ছনার কালি যেন পিচকারীর ধারায় তার অঙ্গে বর্ষিত হইতেছে…

চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি গিয়া সদরের ফটক বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সন্তর্পণে পরীক্ষা করিয়া দেখে, রমণীর নাসায় নিশ্বাস-বায়ুর সংস্পর্শ নাই দেহে! দেহ যেন কাঠ!…

ভয়ে চন্দ্রমুখীর বুকে যেন কামান দাগিল! মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। যদি মরিয়া গিয়া থাকে? এ লাশ…সে একা মেয়ে-মানুষ

তার দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। কাঠ হইয়া চন্দ্রমুখী বসিয়া রহিল…দু'চোখে জলের ধারা…

বহুক্ষণ বসিয়া রহিল নিঝুম নিশ্চেতনের মতো!

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দু'টা বাজিল। সে-শব্দে চন্দ্রমুখীর চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিতে চন্দ্রমুখী অনুভব করিল, কি একটা হইয়াছে! এবং সেজন্য কি যেন করা প্রয়োজন…এবং এখনি!

কাছেই কোন্ গাছের ডালে একটা পেচক কর্কশ রব তুলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এই মানুষই দানব

তারপর চন্দ্রমুখী যা করিল···

হয়তো অনেকে সে-কথা বিশ্বাস করিবেন না! বাঙালীর ঘরের মেয়ে চন্দ্রমুখী! লেখাপড়া শিখিয়াছে···আর্টে তার রুচি আছে···সে এমন কাজ করিতে পারে···করা দূরের কথা, এমন কাজের কল্পনা মানুষ করিতে পারে···বিশ্বাস করিবার নয়!

কি করিয়া চন্দ্রমুখী এমন কাজ করিল?

সনাতনীর দল হয়তো বলিবেন, বিলাতী চাল যারা মজ্জাগত করিয়াছে, দেশের ধর্ম্ম দেশের রীতি···এ-সবে যাদের দারুণ বিরূপতা, তারা এমন কাজ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইতেছ কেন বাপু!···নিজেদের যাঁরা অতি-প্রগতিশীল ভাবিয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখেন এবং তাঁদের মতে যারা সায় দিতে পারে না, তাদের বলেন বেকুব,···সে-দলের লোক হয়তো বলিবেন, মন, না, মতি! কিন্তু আমরা জানি, মানুষের এ-মনকে চিনিয়া কবি মিল্‌টন্ সত্য কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের এ-মনকে নরককে যেমন স্বর্গ বানাইতে পারে, তেমনি আবার স্বর্গকেও পুরাপুরি নরক বানাইতে ওস্তাদ! আমরাও বলি, কোনো কাজ কারো পক্ষে করা অসম্ভব নয়! ঘটনা চক্র মানুষের মনকে পিষিয়া দুমড়াইয়া কবে কোন্ ছাঁচে কি গড়িয়া তুলিবে, ঠিক নাই! মন লইয়া কাহারো অহঙ্কার করা সাজে না!

বিশ্বামিত্রেরও চিত্ত-বিকার ঘটিয়াছিল,…দেবরাজ ইন্দ্রও একদিন গুরু গৌতমের গৃহে…কিন্তু ও-সব কথা থাক্! আমরা চন্দ্রমুখীর কথা বলিতেছি। চন্দ্রমুখী যদি এ-কাজ না করিত, তাহা হইলে আজ আরাম-বাগের এ কাহিনী লিখিয়া বই ছাপাইবার প্রয়োজন ঘটিত না! চন্দ্রমুখী এ-কাজ করিয়াছিল বলিয়াই আমরা আজ ও-কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি।

অর্থাৎ চন্দ্রমুখীর বুকে দুর্জ্জয়মর়ী দানবী আসিয়া অধিষ্ঠান করিল। এ-দানবী পৃথিবীর বুকে সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে! একবার লেডি ম্যাকবেথের বুকে এ-দানবী আশ্রয় লইয়াছিল, তারপর কিং-লীয়ারের দুই মেয়ের বুকে! তারপর…

কিন্তু না, আমরা দানবীর জীবন-কথা লিখিতেছি না…কাজেই অত ইতি-কথা টানিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই! তবে সে-দানবী আজ এই ঝড়-বাদলের রাত্রে এই চন্দ্রমুখীর বুকে আবার আসন পাতিয়া বসিল! সেই যে ম্যাকবেথের প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিন-দানবী বলিয়াছিল,—আমরা আবার কখন মিলিব দিদি? বড় দানবী বলিয়াছিল,ঝড়-বাদলের রাতে মিলিব বোন! এমনি ঝড়-বাদলের রাতেই সে-দানবী চন্দ্রমুখীর বুকের দ্বার খোলা পাইয়া তার বুকে আসিয়া জাঁকাইয়া বসিল!

এবং চন্দ্রমুখীর মনে অকস্মাৎ তাই বিদ্যুৎ-রশ্মির মতো একটি চিন্তার চকিত-উন্মেষ…

উন্মেষ-মাত্রে সে গিয়া দেখিয়া আসিল, ভৃত্য কোথায়! দেখিল, রান্না-বাড়ীর ওদিকে তার ঘরে দ্বার ভেজাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তার ঘরের দ্বারে-শিকল আঁটিয়া চন্দ্রমুখী উঠানে নামিল।

উঠানের এক কোণে একটা বড় খানা। খানার মুখে লম্বা কাঠ পাতিয়া সেটা বন্ধ করা হইয়াছে। এ খানার ব্যবহার ছিল বহু পূর্ব্বে···তখন এ-খানায় কয়লা রাখা হইত। এখন চন্দ্রমুখীর সৌখীন গৃহিণীপণার গুণে খানার মুখে কাঠের আগল। এ খানার আজ কোনো প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রমুখী আসিয়া কাদা-জল মাখিয়া সেই কাঠের আগল টানিয়া সরাইল···তার পর মৃত দেহটাকে টানিয়া উঠানে আনিল; এবং অতি দ্রুত সে-নারীর শাড়ী খুলিয়া তার গায়ে নিজের শাড়ী জড়াইয়া দিল···রঙীন সিল্কের শাড়ী জড়াইয়া দেহটাকে সেই খানার মধ্যে ফেলিয়া খানার মুখে তক্তা আঁটিয়া যথা-পূর্ব্ব ব্যবস্থা করিল। তার পর রমণীর শাড়ীখানা হাতে লইয়া চন্দ্রমুখী পথে আসিল···

দূরে চৌকিদার তার রাতের প্রহরা-ডাক হাঁকিয়া চলিয়াছে। এ পথে সে আসে নাই। শাড়ীখানা লইয়া চন্দ্রমুখী আসিল গলির মোড়ে। আসিয়া বড় নালার মুখে শাড়ী ফেলিয়া দ্রুত-পায়ে বাড়ী ফিরিল। ফিরিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দেখে, নিজের কাপড়ে, হাতে-পায়ে এবং মেঝেয় রক্তের দাগ···

ন্যাতা ভিজাইয়া রক্তের দাগ মুছিল। তারপর সাবান দিয়া কাপড় কাচিল; সাবান মাখিয়া স্নান করিল; স্নানান্তে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শুকনো কাপড় পরিয়া বেশভূষা-সম্পাদনান্তে চকিতে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল···

আকাশে তখন মেঘের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাঁকা এক-টুকরা চাঁদ দেখা দিয়াছে। চাঁদের পানে চাহিয়া চন্দ্রমুখীর মনে হইল, চাঁদের মুখে যেন হাসির বক্র রেখা!

বাড়ীর বাহিরে পাশাপাশি দুটা দীর্ঘ তাল গাছ। তাল গাছের পাতায় বাতাস ঢুকিয়া খেলা করিতেছে··· সে খেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া তাল-গাছের পাতা মর্ম্মর-স্বরে যেন প্রতিবাদ তুলিতেছে!

চন্দ্রমুখী ভাবিল, পৃথিবীতে সকলে এখন নিশ্চিত-ঘুমে অচেতন··· সকলে বেশ আরামে ঘুমাইতেছে। যারা দুঃখী, তারাও হয়তো সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে! জাগিয়া আছে শুধু সে একা···

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছিল···

ঘরেও নহে পারেও নহে
যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে যায় তারে?

তার দশা ঠিক ঐ কবিতার সে-জনের মতোই! ঘরে তার কেহ নাই···পারেও কেহ নাই! সন্ধ্যাবেলায় কে তাকে ডাকিবে? কার ডাকে সে কোথায় যাইবে?

ভাবিতে ভাবিতে আক্রোশের আগুনে মন সহসা তাতিয়া উঠিল···সে ঝাঁজ মনকে যেন ছ্যাঁকা দিতে লাগিল! চন্দ্রমুখীর মনে হইল এ-ঝাঁজ পারিত যদি স্বামী জগৎ চাটুয্যেকে আজ দগ্ধ করিতে···

শুধু স্বামী কেন, কনকও বাদ যাইত না!

দুজনে ভারী ভাব! ব্রতীন্দ্রর সঙ্গে সে বেড়াইতে গেলে ঐ স্বামী কথার কি-বাণে তা তাকে বিদ্ধ করে! আর তোমরা দুটিতে সেই যে সন্ধ্যার আগে বাহির হইয়া গিয়াছ, রাত্রি দু'টা বাজিয়া গেল, এখনো ফিরিবার নাম নাই, ইহার বেলায় কথা উঠিতে পারে না?···

মন বলিল, পুরুষ-মানুষ আর কিশোর-বয়সের নারী···লোকে বলে, দুজনে ঘৃত-অনলের সম্পর্ক !···কাওয়ার্ডস্ !···

চন্দ্রমুখী ভাবিল, কি সুখে সে গৃহে থাকিবে ! কিসের লোভে ? কিসের মায়ায় ?

স্বামীর ভালোবাসা ?

যে-স্বামী স্ত্রীর বেশভূষায় বিদ্রূপ করে নিষেধ তোলে···

গহনার দোকানে আজ কি লাঞ্ছনা না পাইয়া আসিয়াছে !

এমন স্বামীর মুখ দেখিতে নাই ! শাস্ত্র বলে, পাপ হইবে। হোক্ পাপ ! চন্দ্রমুখী পাপ-পুণ্য মানে না। মনকে উপবাসী রাখিয়া চায় না সে পাপ-পুণ্যের হিসাব করিতে ! না সে তা করিবে না···কখনো না !

চন্দ্রমুখী স্থির করিয়া ফেলিল···

এ-গৃহে আর নয় !

কিন্তু কোথায় যাইবে ?

সিনেমা আছে থিয়েটার আছে···ব্রতীন্দ্র আছে···প্রদোষ আছে। ···তাদের না পায়, এত-বড় পৃথিবী পড়িয়া আছে···এই বয়স লইয়া চন্দ্রমুখী কোথাও একটা ছোট রাজ্য গড়িতে পারিবে না ?

চাবির রিঙে একগোছা চাবি। চাবি ঘুরাইয়া চন্দ্রমুখী স্বামীর দেরাজ খুলিল। সামনে ড্রয়ারে এক-তাড়া নোট। গণিল। তিনশো টাকা। বুঝিল, মাস-কাবারে স্বামী কলেজের মাহিনা পাইয়াছে সদ্য।

চন্দ্রমুখী নোটগুলো লইল···তার পর ছোট একটা স্যুটকেশ···তার মধ্যে কখানা শাড়ী-ব্লাউশ···নিজের গহনা লইয়া স্যুটকেশ ভরিল···

ভরিয়া স্যুটকেশ-হাতে চন্দ্রমুখী বাড়ী হইতে বাহির হইল···

কোথায় যাইবে! কি করিয়া যাইবে?

···ব্রতীন্দ্র ?···না ··

তার চেয়ে ট্রেণে চড়িয়া যতদূর পারে! তার পর···

তারপর সিনেমার ছবিতে যেমন···যা কথনো ভাবে নাই, সিনেমার নায়ক-নায়িকারা এমন কত কি যে করিয়া বসে! সম্ভব-অসম্ভব কত কি!···তেমনি তার জীবনেও হয়তো ঐ বাঙলা ছবির প্লটের মতো···

চন্দ্রমুখী আসিল বালিগঞ্জ রেলোয়ে-ষ্টেশনের সামনে···

পথে দু'-চারখানা ট্যাক্সি···

আশ্চর্য্য হইল! এত রাত্রে ট্যাক্সি! এখনো এত রাত্রে জাগিয়া কার প্রতীক্ষায় এরা থাকে? তার মতো কেহ যদি সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া পর-সংসারে আগুন লাগাইয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পাড়ি দিবার বাসনায় পথে আসিয়া দাঁড়ায়·· তাদের জন্য?

কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক আর আছে না কি···চন্দ্রমুখী ছাড়া?

সব-কজন ট্যাক্সিওয়ালা এক-সঙ্গে ট্যাক্সির হর্ণ বাজাইল·· বাজাইয়া স-ক'খানাই একেবারে যাত্রামুখী···

চন্দ্রমুখী সামনের ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—হাওড়া ষ্টেশন···

ট্যাক্সি চলিল।

পাশে সাত-আটখানা বাড়ীতে পর-পর ঘড়ি বাজিল···ঢং···ঢং ঢং···রাত্রি তিনটা!

হাওড়ায় নামিয়া ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া চন্দ্রমুখী প্ল্যাটফর্মে ঢুকিল। ষ্টেশনের টাইম-টেবলের উপর দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল···প্রথমেই যে ট্রেণ পাওয়া যায়!

কিন্তু কোথায় যাইবে? সম্বল তো মোটে তিনশো টাকা!

তার পর?

রেলোয়ে-লাইনের দিকে চাহিল। প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইয়া লাইন সোজা ঐদিকে গিয়াছে! তারপর বাঁক···বাঁকের পরে লাইন আর দেখা যায় না! চন্দ্রমুখীর মনে হইল, তার জীবনেও ভবিষ্যতের লাইন ওমনি খানিকটা মাত্র দেখা যায়···তারপর সে-লাইন বাঁকিয়া মনের নাগালের বাহিরে গিয়া কি-ভাবে শেষ হইয়াছে, কিছু জানিবার উপায় নাই!

না জানুক···প্রথম-ট্রেণে চড়িয়া যতদূর যাওয়া যায়!

যেখানে যাইবে, সেখানে অনেক দিন থাকিবে। আর এখানে? ঐ লাশ পচিয়া একদিন দারুণ দুর্গন্ধ···পাঁচজনে তখন সন্ধান করিবে। এবং সন্ধান করিতে গিয়া তখন পাইবে গলিত শব···মুখ দেখিয়া চেনা যাইবে না···কে!···পরণে যে-শাড়ী, তা চন্দ্রমুখীর! নিশ্চয় সকলে বলিবে চন্দ্রমুখী! চন্দ্রমুখী নিরুদ্দেশ···তখন চন্দ্রমুখীকে হত্যা করার অভিযোগে কনক আর জগৎ চাটুয্যে···

এদিককার আকাশ সাফ হইয়া যাইবে!

এবং চন্দ্রমুখী তখন নিঃশব্দে অন্য-নামে আবার আসিয়া উদয় হইবে! আসিয়া জগৎ চাটুয্যের লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকা···তার ঐ বাড়ী-ঘর···

এ-কথা চন্দ্রমুখীর মনে পূর্ব্বে উদয় হয় নাই। সিনেমায় অনেক ছবি

দেখিয়াছে···ছ' পেনি দামের অনেক থ্রিলার-নভেল পড়িয়াছে··সে সব উপন্যাসের ছেঁড়া পাতাগুলা উড়িয়া জুড়িয়া মনের মুদ্রাযন্ত্রে ধীরে ধীরে যে নূতন প্লট গড়িয়া তুলিয়েছিল···ক্রমে-ক্রমে···মাসিক পত্রিকার ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের মতো সে প্লটের আব্ছা-আভাসে···

চন্দ্রমুখীর মনে যে-প্লট জাগিল, চন্দ্রমুখী তাহাতে চমৎকৃত হইল! ···চমৎকার উপন্যাস এ! বাঃ!

টাইম-টেব্ল্ দেখিয়া হিসাব কষিল। প্রথম ট্রেণ ছাড়িবে ছ'টার পর। বেঙ্গল-নাগপুর লাইনের ট্রেণ। এ ট্রেণে করিয়া যদি গোমো যায়? সেখানে গিয়া আত্মগোপন করিবে। তারপর এখানে ঘটনাচক্র ঘুরিয়া কোথায় দাঁড়ায়, খবরের কাগজে শুধু চোখ রাখা,···স! তার পর···

ভোরের আলো দেখা দিল। লোকজনের চলাচলে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম গম্গম্ করিতে লাগিল।

চন্দ্রমুখী টিকিট করিয়া গোমো-প্যাসেঞ্জারের একখানা ইণ্টার-কামরায় চড়িয়া বসিল···

ট্রেণ ছাড়িল। মনের উপর দিয়া আতঙ্ক-ছায়ার রেখায় ছবির পর ছবি চলিতেছিল!···

সব ছাড়িয়া সে চলিয়াছে···ব্রতীন্দ্র···প্রদোষ···নাচ-গান···আসর···

কিন্তু ঐ বিনোদ দত্ত?

সকালে যদি সন্ধান লইতে আসে?

আসে, প্রশ্ন করিবে—মিসেস চাটার্জ্জী? জবাব শুনিবে, বাড়ী নাই!

তারপর এই মেয়েটার সংবাদ ? ...

বিনোদের বুদ্ধি আছে ! গায়ে পড়িয়া সে-দায় কেন লইবে ?

হয়তো আর আসিবে না !

যে-সব লোক টু-সীটারের তীর লইয়া রমণী-মৃগয়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, রমণীকে তারা দেখে খাদ্য-সামগ্রীর মতো ! শীকার ! শীকারের উপর কার কবে মমতা হয় ? ক্রুট ? সন্ধ্যার আগে পথে চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া ভাবিয়াছিল....টু-সীটারের একটি তীরে যদি তাকে গাঁথিতে পারে !

জানে না, চন্দ্রমুখী স্নাইপ নয়...পার্টরিজ নয়...অত সহজে তাকে গাঁথা যায় না !

মনের উপর এমনি নানা কথার উদয়াস্ত চলিল...জলের বুকে যেন তরঙ্গ-মালা !

ওদিকে ভোরের আলো ফুটিলে কনককে সঙ্গে করিয়া জগৎ চাটুয্যে গৃহে ফিরিলেন। কাল রাত্রে ঐ দুর্য্যোগে পিশিমা আসিতে দেন নাই ! বলিয়াছিলেন—জলে পড়োনি তো বাবা, দুজনে সকাল হলে বাড়ী যেয়ো...

বাড়ী আসিয়া দেখে, চারিদিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা !

ঘরে-বাহিরে সব কেমন উলট-পালট...

কনকের মনে পড়িল, কাল রাত্রে পিশিমার বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছিল...ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধার বনে !

দুজনেই ভৃত্যকে প্রশ্ন করিল—তোর মা-জী ?

ভৃত্য কিছু জানে না ! সে বলিল,—বাড়ী আসেন নি···

বাড়ী আসে নাই ! ঘরে এমন বিশৃঙ্খলা ভাব ? দেখিলে মনে হয়, কি যেন একটা ঘটিয়া গিয়াছে ! আতঙ্কে ভয়ে ঘর যেন স্তম্ভিত নীরব হইয়া আছে !···চুরি নয় তো ?

তাই !···আলমারির কপাট খোলা কেন ?···

কনক বলিল···আলমারি বন্ধ করো নি জগৎ-দা ?

জগৎ বলিলেন,···এমন ভুল কখনো হতে পারে কনক ?

আলমারি খুলিলেন···ড্রয়ার ··সর্ব্বনাশ ! সামনে ছিল নোটের তাড়া···নাই !

নিশ্চয় চোর আসিয়াছিল !

জগৎ চাটুয্যে ডাকিলেন—ভিখন ··

ভৃত্য বলিল—বাবু···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—দোর খোলা ছিল ?

ভৃত্য কহিল—হ্যাঁ···

কনক কহিল,—তাহলে চোর···নিশ্চয় ! কি করবে, জগৎদা ? পুলিশে খপর দেবে ?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—পাগল ! শুধু নোট নি[illegible] !···চোর ধরা পড়লেও সে-নোট তো সনাক্ত হবে না !

কনক চারিদিক দেখিল। দেখিয়া বলিল,—বৌদির গয়না ? ছোট সে সুটকেশটাও দেখতে পাচ্ছি না···নিয়ে গেছে। পুলিশে খপর দাও জগৎদা···সত্যি।

জগৎ চাটুয্যে নীরবে কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন,—না···

—বৌদির গয়না ?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—যাঁর গয়না, তিনি এসে যা বলবেন, তাই করা হবে…

তারপর দু'জনেই চুপ…

কনক বলিল—তোমার চা নিয়ে আসি জগৎদা…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—আনো…

কনক একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কিন্তু সত্যি, বৌদির খপর কি? এখনো এলো না?

উদ্গত নিঃশ্বাস রোধ করিয়া জগৎ বাবু বলিলেন—তাঁর জন্ম ভেবো না কনক। কলকাতা-সহরে তাঁর আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের অভাব আছে? না, আশ্রয়ের অভাব আছে?

দ্বিতীয় পর্ব্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাষাণ টলে

মাস-খানেক কাটিয়া গিয়াছে···চন্দ্রমুখীর কোনো সংবাদ নাই।

জগৎ চাটুয্যে নির্বিকার-ভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ বন্ধ।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—চলো, দিন দশ-পনেরো কোথাও বেড়িয়ে আসি, কনক!

চন্দ্রমুখীর জন্য উদ্বেগে কনকের মন যা হইয়া আছে···দারুণ বিপদের আশঙ্কায় এমন হইয়া আছে যে চন্দ্রমুখীর সম্বন্ধে কেহ ছোট একটা প্রশ্ন করিলে মেঘ-বর্ষণের মতো তার দু' চোখে জল আসিয়া জমে!

জগতের কথায় কনক বলিল—কিন্তু জগৎদা···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—বুঝেচি, তোমার বৌদির জন্য তুমি ভাবনায় অস্থির হয়ে আছো!

কনকের বুকে যেন সপ্ত-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল! সে-সিন্ধুর বুকে জগৎ চাটুয্যের এই নির্বিকার-ভাব···সিন্ধুর বুকে যেন পাষাণ-গিরি!

কনক বলিল—তুমি কী, জগৎদা! জলজ্যান্ত মানুষ···তার কোনো খপর নেই···কোথাও একবার সন্ধান করা দরকার মনে করচো না!

একটা বড় নিঃশ্বাস সবলে নিরুদ্ধ করিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—

এত বড় ব্যথা কনক যে নিঃশ্বাস ফেলবার উপায় নেই! নিঃশ্বাস আবার চেপে রাখাও দায়!

কনকের রাগ হইল। কনক বলিল—তোমার হেঁয়ালি আমার ভালো লাগে না, জগৎদা। সত্যি ভালো না বাসো, বৌদিকে মন্তর পড়ে বিয়ে করে এনেছো তো!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—সেজন্য দুঃখ করো কেন? এই মন্ত্রে একদিন আমার কি অখণ্ড বিশ্বাসই ছিল! বিশ্বাসের দিক দিয়ে ঐ মন্ত্রের শক্তি আমি অনেকের কাছে বড় গলায় প্রচার করেছি কিন্তু কি কুগ্রহ কোথা থেকে উদয় হয়ে এ-মন্ত্রের সব শক্তি খর্ব করে দিলে, ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, কনক!···ভালোবাসা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে love at first sight···আগে ভাবতুম ঐ ফার্ষ্ট সাইটেই যারা বিয়ে করে, তাদের সেকেণ্ড সাইট উদয় হলে লভের যে-মূর্ত্তি তাদের চোখে প্রকটিত হয়, তার জন্য তাদের বিয়ের বন্ধন শিথিল কিম্বা বিচ্ছিন্ন হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়! কিন্তু দেবতাকে সামনে রেখে মন্ত্র পড়ে যে-বিয়ে সে-বিয়ে সকল অবস্থাতেই শেষ পর্য্যন্ত খোপে টেঁকবে, ভাবতুম! আমার সে-বিশ্বাস কতখানি ভুল, তোমার বৌদির সঙ্গে আমার এই মন্ত্র-পড়া বিয়ে থেকে আমি তা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝতে পারছি···

এখনো সেই হেঁয়ালি! সজল চোখে ভর্ৎসনা করিয়া কনক বলিল,—কি তুমি বলতে চাও, বুঝি না! এ কি ভালো হচ্ছে? বৌদির কোনো খপর নিচ্ছ না!···যদি কোনো বিপদই ঘটে থাকে?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বিপদ যে হয়নি, তা আমি বেশ জানি। কেন না, তাঁর কোনো বিপদ হলে আর-কারো মুখে সে-বিপদের

খপর না পেলেও খপরের কাগজের মারফৎ তিনি নিজে সে-বিপদের খপর দিকে-দিকে প্রচারিত করে বাঙলা-দেশ জুড়ে খ্যাতি সংগ্রহ করতেন!

কনক বলিল—তুমি ভাবছো, আমি কোনো এ্যাক্‌সিডেণ্টের কথা বলছি? মোটর-এ্যাকসিডেণ্ট, কিম্বা···

জগৎ চাটুয্যে কোনো জবাব দিলেন না।

কনক বলিল—তা নয়। তার চেয়ে বড় কোনো বিপদ যদি হয়ে থাকে? ধরো, এমন বিপদ···মেয়ে-মানুষ যে-বিপদের কথা মুখফুটে বলতে পারে না···

জগৎ চাটুয্যে নীরব রহিলেন। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকের মধ্য হইতে অনেকখানি বেদনা বাহিরের বাতাসে মিশাইয়া দিয়া বলিলেন—সে-ভয় আমার হয় না, কনক···

কনক বলিল—না হলেও স্ত্রী···বাড়ীর চাকর বা গলগ্রহ নয়···বাড়ীর গিন্নী! এতদিন বাড়ী-ছাড়া নিরুদ্দেশ···তার একটা খপর···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—কোথায় সে খপর নেবো, তুমি বলতে পারো? যেখানে যেতেন, ওঁর বন্ধুদের কাছে খপর নেবো?

মাথা নাড়িয়া কনক জানাইল, হাঁ···

জগৎ চাটুয্যে মৃদু হাস্য করিলেন···মলিন হাস্য! তারপর বলিলেন—তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বা সন্ধান নিতে গেলে তারা ব্যঙ্গ করবে। হেসে বলবে, নিজের স্ত্রীর খপর নিতে এসেছো তুমি আমাদের কাছে!···কোন্ মুখে লোকের কাছে সন্ধান নিতে যাবো? কি কথা বলে সন্ধান নেবো, বলতে পারো, কনক? বলবো

যে, আমার স্ত্রীকে আমি ঘরে রাখতে পারিনি, বশে রাখতে পারিনি…
আমাকে তিনি মোটে কেয়ার করেন না…কোথায় তিনি আছেন,
কোথায় গেছেন, আপনারা বলতে পারেন?

একাগ্র মনোযোগে কনক এ কথা শুনিল। মনে-মনে বুঝিল,
কথাটা সত্য। জগতে এমন বিপদ আছে, যে-বিপদ নীরবে সহিতে
হয়! বিপদ ঘটিয়াছে, পরে না বুঝিতে পারে! ভাবিল নিরুপায়ে
সহিবার মতো বিপদও আছে!…যত অসহ্য বিপদ হোক, হাসি-মুখে
নীরবে সে-বিপদ সহিবার মতো বিপদ… সে আরো কত অসহ্য!
জগৎদা সেই বিপদের আঘাতে আজ পলে-পলে চূর্ণ হইয়া
যাইতেছেন!

অনুকম্পার মমতায় তার মন গলিয়া গেল। জগৎদার শান্ত অবিচল
মুখের পানে চাহিয়া কনকের অন্তরাত্মা শুধু বলিল, বেচারা জগৎদা!

ভাবিল, স্বামী হইয়া স্ত্রীর এতখানি ঔদ্ধত্য কি বলিয়া জগৎদা
এতকাল সহিয়া আসিতেছেন? কাপুরুষের মতো এমন অন্ধ দাস্য?
পর-ক্ষণেই মন বলিল, কাপুরুষতা নয়…অন্ধ মোহও নয়! শিক্ষিত ভদ্র
লোক! স্ত্রীর সম্বন্ধে এ সব সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায় মন স্বভাবতঃ
কুণ্ঠিত হয়! এ আলোচনায় অতখানি ইতর ইঙ্গিত যে প্রচ্ছন্ন থাকে…
নিজের অসহায়তার কি নিগূঢ় গ্লানি…

কনক বলিল,—আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না! কি-আরামে
ছিলুম বল তো জগৎদা!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—তোমার আরাম?

কনক বলিল,—যা গেছে, যা পাবার নয়, সে-সবের জন্য আমার
মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই জগৎদা। তোমার এখানে যে-স্নেহে তুমি

আমায় আশ্রয় দেছ, সত্যি, আমি আরামে আছি···আমার কোনো দুঃখ নেই, তুমি বিশ্বাস করো। কিন্তু তোমার এ কষ্ট, এ লাঞ্ছনা··· বুকের মধ্যে চিতা জ্বেলে কি আশ্চর্য্য সহিষ্ণু হয়ে তুমি এ-জ্বালা সহ্য করছো, সে-কথা মনে হলে···

কথা শেষ হইল না। বাতাস লাগিলে হাল্‌কা পেঁজা মেঘের টুকরাগুলা যেমন বারি-ধারায় বর্ষিত হয়, কনকের কথার শেষটুক্ তেমনি নিঃশ্বাসের বাষ্পে অশ্রু-ধারায় ঝরিয়া পড়িল!

জগৎ চাটুয্যে সস্নেহে কনকের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন,—কেঁদো না কনক···আমার কোনো দুঃখ নেই। তার কারণ, তোমার বৌদি আমায় এমন সুখ দেননি যে তাঁর অদর্শনে আমি দুঃখ ভোগ করবো!···তাছাড়া দুঃখ যদি পেয়েই থাকি, আমি ভাবি, তোমার এই বয়স ··এ-বয়সে তুমি যদি দুঃখের পাহাড় মাথায় নিয়ে আমাদের পরিচর্য্যা মাত্র সম্বল করে' হাসি-মুখে খুশী-মনে দিন কাটাতে পারো··· দিনের পর দিন তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা, শাসন, লাঞ্ছনা সয়ে থাকতে পারো···আমি তাহলে হাসি-মুখে কেন থাকতে পারবো না বলো?···এই কথা ভেবে মনে আমি যে-জোর পেয়েছি··· তোমার বৌদির সাধ্য নেই, কোনো আঘাতে আমার [illegible]-মনকে জখম করবেন!···কিন্তু ওকথা থাক্! তুমি তো জানো, তোমার বৌদির এ-বাড়ীর উপর আর এ-বাড়ীর লোক-জনের উপর কত মায়া-মমতা! এখানে তিনি থাকেন, তার কারণ, মাথা গোঁজবার একটা আশ্রয় ···এমন আশ্রয় যদি আর কোথাও মেলে···এ-আশ্রয় ত্যাগ করতে তাঁর এতটুকু বাধবে না!

ছুঁচের ডগার মতো এ-কথাটা কনকের মনে বিঁধিল! জগৎদাকে

সে কত ভক্তি করে, ভালোবাসে···সত্যকার পণ্ডিত-লোক··জগৎদার দরাজ মন···তাই প্রতিবাদ তুলিতে মন তার কণ্ঠ চাপিল! রুখিয়া সে ডাকিল,—জগৎদা···

জগৎ চাটুয্যে হাসিলেন। আবার তেমনি মলিন মৃদু হাসি। হাসিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—সেই শাস্ত্র-বাক্য জানো তো কনক, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়···মানে, তোমার বৌদির জীবনের মূল-মন্ত্র যাকে বলে life's philosophy···সেটা তিনি ভালো বোঝেন। জীবনকে তিনি শুধু ভোগ করতে চান্। জীবনে আমাদের দায়িত্ব আছে, পরের মুখ চেয়ে আমাদের ছোট-খাটো স্বার্থ-সুখ ত্যাগ করতে হয়, সে ত্যাগে মঙ্গল হয়, এ সব কথা তিনি মানেন না। না মানার কারণ, অত্যন্ত frivolityর (হালকা) মধ্যে মানুষ হয়েছেন। নাচ-গান, হাসি-গল্প, আমোদ-আহ্লাদ,—শুধু এই দেখেছেন। আর বুঝেছেন, এইগুলো নিয়েই মানুষের জীবন! দুঃখ হয়, এই frivolity ছেড়ে উঠতে পারলেন না! কবি বলে গেছেন,

I slept and dreamt that life was beauty.

I woke and found that life was duty.

অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে আমরা ভাবি, জীবনটা শুধু সৌন্দর্য-সুষমা···এ ঘুমঘোর ত্যাগ করে যে-মানুষ সত্যি-সত্যি জাগে, সে-ই শুধু বোঝে, জীবন শুধু স্বপ্ন-সুষমা নয়, জীবনে মানুষের বহু কর্ত্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে।

কনক বলিল—ও-সব তত্ত্ব-কথা রাখো জগৎদা। সত্যি, তুমি বৌদির ওপর নাও···বুঝলে!···তোমার কাছে যত-দোষে দোষী হোক,

তোমায় ভালো না বাসুক, তবু লোকতঃ-ধর্ম্মতঃ তোমার স্ত্রী! না হলে লোকে কি বলবে?

কনক বলিল—বলবে, লোকটা দয়া-মায়াহীন পাষাণ নিজের স্ত্রীর খপর নেয় না!

তার কথা বাধিয়া গেল। জগৎ চাটুয্যে বুঝিলেন। বলিলেন,—আর···কি? বলো···

কনক জবাব দিল না, মাথা নত করিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তুমি বলতে পারলে না দিদি, কিন্তু আমি বুঝি। লোকে বলবে, হাই-ক্লাস সোসাইটি উওম্যান্ স্ত্রী স্বামীর তোয়াক্কা রাখে না! এ সোসাইটিতে স্বামী যেমন স্ত্রীর কেউ নয়···স্ত্রীও তেমনি স্বামীর কেউ নয়···এই তো কথা?

ছু' চোখের সজল মলিন দৃষ্টি জগৎ চাটুয্যের মুখে নিবদ্ধ করিয়া কনক নিস্পন্দ বসিয়া রহিল।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমার স্ত্রী সোসাইটি-উওম্যান্···আমি ধনী নই, গরীব। সোসাইটি-উওম্যান্ comforts দিতে পারি নি, স্ত্রী তাই···

রুদ্ধ বেদনার ভারে জগৎ চাটুয্যের স্বর কাঁপিয়া ভাঙিয়া গেল।

কনক বুঝিল, জলের স্রোত যদি তেমন প্রখর হয়, তাহা হইলে কঠিন পাষাণ-পর্ব্বতের সাধ্য কি, মাথা তুলিয়া অটল সুদৃঢ় থাকিবে! জগৎদার কি বিপুল বেদনা · বৌদির এ-ব্যবহারে পাহাড়ের মতো তাঁর কঠিন মনও আর অটল থাকিতে পারিল না!

সহসা বাহিরে প্রদোষের কণ্ঠ,—জগৎদা ··

কনক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কহিল—প্রদোষ বাবু···

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ডেকে নিয়ে এসো।···বাঁচা গেল! দুজনে একসঙ্গে বসে শুধু ঐ এক কথা!··· যাও কনক···

কনক গেল ঘরের বাহিরে; এবং প্রদোষকে লইয়া তখনি ফিরিয়া আসিল।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আসুন প্রদোষ বাবু···

হাসিয়া প্রদোষ কহিল—এসে অন্যায় করেছি, বুঝতে পারিনি!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তার মানে?

প্রদোষ কহিল—প্রোফেসর মানুষ···তাঁকেও মানে বুঝিয়ে দিতে হবে?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—প্রোফেসরদের মস্ত মূঢ়তা কি, জানেন প্রদোষ বাবু?

—কি?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—খেই ধরিয়ে না দিলে তারা কোনো-কিছুর অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। Always context refer করতে হয়···নাহলে চোখে তারা মরুভূমি দেখে।

হাসিয়া প্রদোষ কহিল—আমি আপনার স্নেহ পাবার জন্য জগৎদা বলে ছুটে যত কাছে আসি, আপনি আমাকে তত 'আপনি'-'মশায়' বলে দূরে সরিয়ে দেন!

হাসিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—ও···ঠিক বলেছো ভাই!··আজ থেকে আর দূরে নয়! বসো প্রদোষ এই আমার সামনে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেঘ-ঝঞ্ঝা

কথায়-কথায় চন্দ্রমুখীর কথা উঠিল।

প্রদোষ বলিল—মিসেস্ চ্যাটার্জী কবে ফিরবেন?

জগৎ চ্যাটার্জী বলিলেন—তিনিই জানেন!

প্রদোষের দু' চোখে বিস্ময়! প্রদোষ চাহিল কনকের পানে।

কনক আনতমুখী। জগৎ চাটুয্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

প্রদোষ বলিল—সত্যি, এ আমার কি রকম লাগছে!...আপনাকে দেখলে মনে হয় না কিন্তু আপনার বাড়ীতে এতখানি স্ত্রী-স্বাধীনতা...

মৃদু-হাস্যে জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—মেয়েদের অন্দরের অন্ধকূপে আটকে রাখো বলে, কোনোদিন আমি প্রবন্ধ লিখিনি, প্রদোষ আর কোনোদিন এমন কথা তোমার কাছে বলিনি, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা করতে পারো যে আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী!

কথাটা বলিয়াই প্রদোষ কেমন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল কোনো ভদ্রলোকের গৃহে সস্নেহ-প্রবেশাধিকার পাইয়া তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে মন্তব্য-প্রকাশ...শুধু অনুচিত নয়, তাহা অভদ্রোচিত... কথাটা মর্ম্মে মর্ম্মে সে উপলব্ধি করিতেছিল। এখন জগৎ চাটুয্যে কথায় কোনো মতে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য প্রদোষ বলিল—আমি ও mean করিনি স্যর...আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আপনার সম্বন্ধে যেটু পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার ধারণা, সব-বিষয়ে আপনার মত খু

সমুদার হলেও পশ্চিমী-জাতের মতো আপনি এতখানি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী যে আপনার স্ত্রী যতদিন-খুশী বাইরে থাকবেন, সে সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত থাকবে না!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমার কাছে সব-চেয়ে বড় সমস্যা কি জানো প্রদোষ? মেয়ে-মানুষ, আত্মীয়-বন্ধু দাসী-চাকর—কাকেও হীন ভাবা উচিত নয়! কারো মনের উপর শাসন আর প্রভুত্ব ফলিয়ে তাদের স্বাধীন-ইচ্ছাকে খর্ব্ব করা বা ধরে-বেঁধে মানুষকে নিজের অধীনে চালানো, এতে শুধু তাদের উপর জুলুম করা হয়, তা নয়! এ-ব্যবহারে আমরা আমাদের নিজেদের মনুষ্যত্বের অপমান করি! কাজেই মেয়েরা বন্দিনী হয়ে থাকবেন না, তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছা তাঁরা পূরণ করবেন···এই আমার মত! কিন্তু এ ব্যাপারে মস্ত একটা অসুবিধা আমি লক্ষ্য করছি··সব ঘরে নয় অবশ্য, তবে শতকরা নব্বইটা সংসারে দেখতে পাচ্ছি···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া জগৎ চাটুয্যে চুপ করিলেন। প্রদোষ মনের সমস্ত কৌতূহল দুই চোখের দৃষ্টিতে পুঞ্জিত করিয়া জগৎ চাটুয্যের পানে চাহিয়া রহিল। আর কনক··

কনকের দু' চোখে বিস্ময়, বেদনা · কি যে না ছিল! সেও অবিচল একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল জগৎ চাটুয্যের পানে···জগৎ চাটুয্যের বাহিরটাই শুধু সে দেখিতেছিল তা, নয়! সে তার দু' চোখের সন্ধানী দৃষ্টিটুকু জগৎ চাটুয্যের মনের মধ্যে সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছিল!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমাদের স্ত্রী-পুরুষের এই সাম্য আর স্বাধীনতা—এতে সব ক্ষেত্রে আমার ঠিক সামঞ্জস্য রাখতে পারছি না!

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বে-দরদের ভাব—অর্থাৎ সহানুভূতির অভাব দেখতে পাচ্ছি। স্বামী ভাবেন, স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়ে মস্ত কর্ত্তব্য পালন করছেন···আর স্ত্রী এ-স্বাধীনতা পেয়ে শুধু বাইরে নেচে-গেয়ে বেড়াচ্ছেন! বাইরের লোকজনের সুখ-দুঃখের পরিচয় নেওয়া, আর বাইরের লোকজনের সঙ্গে ভদ্রতা-লৌকিকতা এবং সামাজিক কর্ত্তব্য রক্ষা করতে গিয়ে সংসার-সম্বন্ধে হচ্ছেন দারুণ উদাসীন! স্বামীকে অনেকে মনে করেন, সংসারে পড়ে আছে একটা জড় অথচ প্রয়োজনীয় আসবাব বা মেশিন! স্বামীর সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মতামত সম্বন্ধে অনেক স্ত্রীকে দেখি সম্পূর্ণ উদাসীন, অনাসক্ত··সংসারে সে স্নেহের বাঁধন আর নেই! অনেকে সংসারকে ক্রমে এমন করে তুলছেন যে মনে হয়, সংসার আর সংসার নেই···শুধু দেনা-পাওনার হিসাব কষবার একটা হৃদয়হীন অফিস!

এ কথা শুনিয়া প্রদোষের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। কনক দেখিল, এ সব কথার পিছনে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিত সুগভীর বেদনা··· অকথিত সে-বেদনা বিরাট হইয়া জগৎদার বুকে আজ যেন হিমালয়ের মতো তুঙ্গ গিরি রচিয়া তুলিয়াছে! এ পাহাড়ের নীচে পড়িয়া জগৎদা কি করিয়া যে বাঁচিয়া আছেন···

প্রদোষ কোনো কথা বলিল না··চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কনকও নীরব। ঘরে দারুণ স্তব্ধতা।

সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভৃত্য আসিয়া বলিল—একজন বাবু এসেছেন···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বাবু! আচ্ছা, বসাগে যা। আমি আসছি···

ভৃত্য চলিয়া গেল। প্রদোষকে উদ্দেশ করিয়া জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—পালিয়ো না প্রদোষ। দুজনে বসে গল্প করো ততক্ষণ···

* *

জগৎ চাটুয্যে বাহিরের ঘরে আসিলেন···

একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পরণে ধুতি, গায়ে খাকী সার্ট···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক বলিলেন—আপনি প্রোফেসর জগৎ চ্যাটার্জী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ···

ভদ্রলোক বলিলেন—গোপনীয় কথা আছে···

গোপনীয় কথা! জগৎ চাটুয্যে চমকিয়া উঠিলেন! তাঁর মনের উপর চন্দ্রমুখীর মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বলুন···

ভদ্রলোক বলিলেন—আমি আসছি লালবাজার পুলিশ-অফিস থেকে। আমি পুলিশ-অফিসার···

পুলিশ! চোখের সামনে চন্দ্রমুখীর সে-মূর্ত্তি···জগৎ চাটুয্যে দেখিলেন, যেন কলিকাতার রাজপথে চলন্ত মোটরের তলায় চন্দ্রমুখী পড়িয়া আছে!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—বলুন···

ভদ্রলোক বলিলেন—কমিশনার সাহেবের নামে এক-মাসের মধ্যে পাঁচখানি বেনামী চিঠি এসেছে···টাইপ-করা চিঠি··তাতে লেখা আছে, প্রোফেসর জগৎ চ্যাটার্জী তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী দেবীকে খুন করিয়া বাড়ীর মধ্যে লাস পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আপনার

থানা-অফিসার একটা তদন্ত করাও উচিত মনে করেন না ! জগৎ চ্যাটুয্যের মান-ইজ্জৎ আছে বলিয়া খুন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত সুখে বাস করিবেন ? আপনাদের পেনাল কোড্‌খানা কি শুধু অসহায় দরিদ্রদের পীড়নের জন্য লেখা হইয়াছে ?...এই দেখুন মশায়, শেষ চিঠিখানি আমি এনেছি। টাইপ-করা চিঠি। কমিশনার সাহেব ডি-ডির ডেপুটি কমিশনার সাহেবকে পাঠিয়েছেন...এতে এই নোট্‌ দেখুন...পাঁচটা চিঠি আসিয়াছে...রিপোর্ট করুন।

কথাটা বলিয়া ভদ্রলোক ফুলস্কাপ-কাগজে টাইপ-করা চিঠি বাহির করিয়া দেখাইলেন।

স্পন্দিত বক্ষে জগৎ চ্যাটুয্যে চিঠি পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন—এ চিঠি কোথা থেকে আসছে ?

ভদ্রলোক বলিলেন—পোষ্ট-মার্ক নেই। অর্থাৎ লোক-মারফৎ এ-চিঠি পাঠিয়েছে লালবাজার পুলিশ-অফিসে।

জগৎ চ্যাটুয্যের বুকের উপর যেন কারা হাতুড়ি পিটিতে লাগিল...তাঁর মুখ বিবর্ণ পাংশু · মুখে কথা নাই !

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমাকে ক্ষমা করবেন। মনিবের হুকুম...তবে পুলিশে চাকরি করলেও ভদ্রতা বিসর্জ্জন দিতে পারিনি, মিষ্টার চ্যাটার্জী...তাই দায়ে পড়ে আপনাকে ক'টা প্রশ্ন করবো। দয়া করে আপনি সেগুলির জবাব দেবেন। জবাব পেলেই আমি বিদায় হয়ে যাবো।

একটা বড় নিঃশ্বাস জগৎ চাটুয্যে কোনোমতে রোধ করিতে পারিলেন না। নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—বলুন...কি প্রশ্ন করবেন ?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমুখী দেবী?

—হ্যা...

—তিনি এই বাড়ীতেই আছেন?

—না।

—কোথা গেছেন?

—জানি না। আমাকে বলে যান নি।

—কত দিন গেছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—এক মাস সাত দিন...

—কোথায় আছেন, সন্ধান পান নি?

—না।

—কেন?

—কোথায় সন্ধান নেবো? তাছাড়া বোঝেন তো, সন্ধান নিতে গেলে আমাদের পারিবারিক-প্রীতি কতখানি, সে কথা দশ-জনের সামনে প্রচার করতে হয়। সমাজে বাস করে কোন্ ভদ্রলোক এ-কথা প্রচার চায় বলুন যে স্ত্রীর সঙ্গে মনের মিল নেই...স্বামীকে স্ত্রী মানে না? তিনি যা ইচ্ছা, তাই করে বেড়ান?

উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোক ক্ষণেক নীরব রহিলেন। তারপর বলিলেন—আপনাদের দুজনের...মানে, মনের মিল...

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—আপনি পুলিশে কাজ করেন,...জানিনা, আপনি আমাদের বাঙালীর সংসারের এতখানি পরিচয় জানেন কি না! জানেন কি, বাইরে থেকে দেখচেন, সংসার দিব্যি চলে যাচ্ছে...স্বামী খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, পয়সা রোজগার করছেন, হাসি-মুখে

পাঁচ-জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছেন, লৌকিকতা রক্ষা করছেন—বাড়ীতে এতটুকু রাগারাগী বকাবকি বা তর্কাতর্কি নেই ; অথচ মনের মধ্যে ব্যথার ফল্গু-নদী বয়ে চলেছে···বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে মানেন না · স্বামীকে পয়সা-রোজগারের যন্ত্রমাত্র জেনে রেখেছেন··· এত-বড় ট্রাজেডি আপনি কল্পনা করতে পারেন !

ভদ্রলোক পুলিশে চাকরি করিলেও প্রাণটাকে পাথরে গাঁথিয়া তুলিতে পারেন নাই। ক্যালকাটা-পুলিশের এ-বৈশিষ্ট্যটুকু তিনি রক্ষা করিয়া চলিতেছেন ! তিনি বলিলেন···ক্ষমা করবেন, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী··· আমাকে আপনি বিশ্বাস করে আপনার মনের গোপন বেদনার কথা বলছেন···সেইজন্যই আমার এ-কথা বলা···তাছাড়া it is a part of my duty (আমার কর্ত্তব্য), এজন্য খুব একটা delicate (কুণ্ঠিত) প্রশ্ন করতে চাই···

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—বলুন, কি জানতে চান ?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনার স্ত্রীর এমন বন্ধু-বান্ধব কেউ আছেন ···যাঁর উপর আপনার এমন সন্দেহ···

কথা শেষ হইল না। কোনো ভদ্রলোক ইহার বেশী বলিতে পারেন না !

জগৎ চাটুয্যে কথাটা বুঝিলেন। বুঝিয়া সনিশ্বাসে তিনি বলিলেন, —ওঁর ব্যবহারে আমার মন এমন নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার হয়ে গেছে যে আমি শুধু জানতুম, স্ত্রী একজন মানুষ মাত্র এবং আমার গৃহে তাঁকে রাখা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নেই। এজন্য তাঁর গতিবিধি আচার-ব্যবহারের সম্বন্ধে দু-তিন বছর মনে আমি এতটুকু প্রশ্ন তুলিনি !··· কাজেই যে সন্দেহের কথা বলছেন, তার সঠিক জবাব দিতে হলে

বলবো…ওঁর প্রত্যেকটি বন্ধুর উপর আমার সন্দেহ…আবার কারো উপর তেমন সন্দেহ নেই!…আপনি ঠিক বুঝবেন না,…আপনার এ প্রশ্নে এখন আমার মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে সঠিক একটা ধারণা বা বিশ্বাস আমার থাকা উচিত ছিল। মানে, আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করা, না হয় বোঝা যে এ-সব সন্দেহের বহু উর্দ্ধে তাঁর আসন!…সন্দেহ-ব্যাপারে আমার মনের অবস্থা কেমন, বলবো? অর্থাৎ মন যেন ত্রিশঙ্কু!…সে না আছে স্বর্গে, না মর্ত্ত্যে!

এ কথার পর ভদ্রলোক পকেট হইতে আরো ক'খানা কাগজপত্র বাহির করলেন। করিয়া সেগুলার উপর চোখ বুলাইলেন, বুলাইয়া বলিলেন,—আপনার বাড়ীতে কনকলতা দেবী বলে' কেউ আছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—আছেন…

—আপনার কে হন্?

—দূর-সম্পর্কে আমার বোন্ হন্।

—বিধবা?

—হঁ্যা…

—তাঁর বয়স?

—কুড়ি-বাইশ বছর।

—সুন্দরী?

—হঁ্যা।…কিন্তু কেন বলুন তো, তাঁর সম্বন্ধে এত কথা?

ভদ্রলোক বলিলেন—তৃতীয় বেনামী-চিঠিতে লিখেছে,—জগৎ চাটুয্যে এক নিঃসম্পর্কীয়া সুন্দরী যুবতীকে তাঁর বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে গর্হিতভাবে বাস করছেন। চন্দ্রমুখী দেবীর পক্ষে সে-পাপ অসহ্য বোধ হওয়ায় বহুবার তিনি স্বামীকে সতর্ক করেছেন, ভৎর্সনা করেছেন।

তাতে স্বামী জগৎ চাটুয্যে বলেছিলেন—তোমার সহ না হয়, সরে পড়ো। তাতে চন্দ্রমুখী দেবী বলেছিলেন, তিনি যাবেন না; স্বামীর ঘর ছাড়া তাঁর যাবার আর স্থান নেই। তাতে জগৎ চাটুয্যে বলেন,—না যাও, তোমাকে সরিয়ে দেবো···যদি আমাদের সুখের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করো! এই দেখুন সে চিঠি···

ভদ্রলোক চিঠি দিলেন। জগৎ চাটুয্যে সে-চিঠি পড়িলেন। পড়িয়া রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল! তিনি বলিলেন,—Blasphemous! মিথ্যা কথা···জঘন্য মিথ্যা এ কথা লেখা দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ চিঠি আমার সেই স্ত্রীই লিখেছেন। আমার নামে কুৎসা প্রচার করবেন, তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু এই কনক···আপনি জানেন না···She is an angel... (তিনি দেবী)—pure in body and mind... (দেহে-মনে তিনি পরম-পবিত্রা)···তাঁর নামে এ-সব কথা বলতে যার বাধে না, সে শয়তান···আমায় ক্ষমা করবেন···একজন পুণ্য-হৃদয়া সতীর নামে এত-বড় নিন্দা-অপবাদ আমার অসহ্য ঠেকেছে বলেই এ-কথা বলে ফেলেছি···

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন···

অনেক কথা ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন—বুঝেছি। খুব mysterious (রহস্যজনক)! এ সব চিঠি মিথ্যা বলেই মনে হয়। কারণ এর মধ্যে এক-বিন্দু সত্য থাকলে এ চিঠির লেখক মেঘের আড়ালে থাকলেও নিজের নামটুকু প্রকাশ করতে পারতেন! কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে...অর্থাৎ আপনার স্ত্রী আজ এক-মাসের উপর নিরুদ্দেশ···বাইরে হাবে-ভাবে আপনাদের দুজনে মনের

অমিল কোথাও প্রকাশ পায়নি,—সেজন্ত লোকে জানে, আপনাদের দুজনের সম্পর্ক happy as usual (স্বাভাবিকভাবে সুখের)... অথচ এতদিন আপনার স্ত্রী খপর না পেয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন...এটা একটু কেমন-তরো! আপনি যদি থানায় এইটুকু জানিয়ে রাখতেন যে আপনার স্ত্রী নিরুদ্দিষ্টা, তাহলে কোনো কথা উঠতো না! এখন...মানে...

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভদ্রলোক চাহিলেন জগৎ চাটুয্যের পানে।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—তা করিনি বলে...আমার অপরাধ?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে তো!

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আপনাকে যা-যা বলেছি, তা থেকে কি আমার কৈফিয়ৎ আপনি পর্য্যাপ্তভাবে পাননি? দুজনের এই আশ্চর্য্য নির্লিপ্তভাবে বাস...অর্থাৎ স্বাধীন ভাব!

ভদ্রলোক বলিলেন,—মাপ করবেন মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী সে নির্লিপ্ত ভাবের সাক্ষী?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন,—কনক সে-কথা জানে!

ভদ্রলোক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। কহিলেন,—কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে দেখলেন তো যে-কথা লেখা হয়েছে...

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন...উড়ো চিঠি ও-চিঠিতে সে যা বলেছে, সেই কথাই মস্ত প্রমাণ হবে? আসল সত্যের চেয়েও উড়ো চিঠির দাম বেশী?...যে এ-চিঠি লিখেছে, সামনে এসে সে এ-কথা বলুক... তাকে জেরা করবার সুযোগ আমায় দিক্...

ভদ্রলোক বলিলেন—সেজন্ত রীতিমত ট্রায়াল্ (trial) এবং প্রসকিউশনের এক্তিয়ার আছে একমাত্র শুধু ফৌজদারী-আদালতের।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—প্রয়োজন হয়, করুন আপনারা সেই ট্রায়ালের ব্যবস্থা! সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি এতটুকু কুণ্ঠিত নই…

ভদ্রলোক বলিলেন—কিন্তু এঁকে কোথায় পাই…যিনি এ-চিঠি লিখেছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তাঁকে না পেলেও তাঁর কথা বড় হয়ে থাকলে? আইন এমন কথা বলে?

ভদ্রলোক বলিলেন—সে কথা সত্য। উড়ো চিঠির উপর action নিলে পৃথিবীতে কোনো লোক নিরাপদ থাকতে পারেন না…

—তাহলে কি করবেন?

ভদ্রলোক বলিলেন—ডেপুটি-সাহেবের কাছে আজকে রিপোর্ট দেবো।

—তারপর?

—তারপর তিনি যা বলেন…অর্থাৎ আমরা হুকুমের চাকর মাত্র…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বেশ…একদিন সত্য চুপ করে ছিলুম… পারিবারিক কলঙ্ক পাছে প্রচারিত হয়! কলেজে আমাকে মাস্টারগিরি করতে হয়, সে জন্য আমাকে আদর্শ মেনে বড়-সাবধানে চলতে হয়। কিন্তু এ কলঙ্ক-মোচনের জন্য প্রয়োজন হলে আদালতে দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত…সে-জন্য এ-বয়সে যদি চাকরি যায়, নিরুপায়!

কথাটা বলিয়া জগৎ চাটুয্যে নিঃশ্বাস ফেলিলেন—বেশ বড় নিঃশ্বাস!

ভদ্রলোক বলিলেন—আজ তাহলে উঠি…নমস্কার!

ভদ্রলোক উঠিলেন।

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—নমস্কার! একটা কথা…

ভদ্রলোক বলিলেন—বলুন…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—মশায়ের নাম?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম হিমাংশু…

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—যদি প্রয়োজন হয়, আপনার ডেপুটি-সাহেবের কাছে গিয়ে আমি আমার জীবনের ট্রাজেডির কথা সবিস্তারে বলতে রাজী আছি…

হিমাংশু বাবু বলিলেন—বেশ…

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রূপসী শ্যালিকা

তারপর চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে…

লালবাজার পুলিশ-অফিস হইতে কোনো চিঠি আসিল না…সেই হিমাংশু বাবু ভদ্রলোটিরও আর দেখা নাই!

জগৎ চাটুয্যে স্থির করিলেন, যে বিষ-বাষ্প মনে উদয় হইয়াছে, বাহিরের নির্ম্মল আব-হাওয়ার স্পর্শ মনে না লাগাইলে এ-বাষ্পভারে মন সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে…তখন তাঁর পক্ষে সংসারের কর্ত্তব্য সাধন বা দায়িত্ব-পালন অসম্ভব হইবে। তাই তিনি স্থির করিলেন, দশ বারো দিন আর কোথাও না হোক, পুরী ঘুরিয়া আসিবেন।

কনককে এ কথা বলিলেন। বুঝাইয়া দিলেন,—এ বাড়ীর বাতাস

বিষিয়ে আছে কনক···দুজনকে যখন বাঁচাতে হবে, তখন দুদিন পুরী গিয়ে মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা উচিত···

কনক বলিল—তুমি যখন বলছো জগৎদা, বেশ, তাই করো!

তখনি পুরী যাত্রার আয়োজন হইল। আয়োজনে সমারোহ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

যাইবার পূর্ব্বে সেদিন দুপুর-বেলায় জগৎ চাটুয্যে লালবাজারে গিয়া হিমাংশু বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

হিমাংশু বাবু বলিলেন—স্বচ্ছন্দে পুরী যান, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী। সাহেব রিপোর্ট পড়ে বলেছেন, ও চিঠি নিশ্চয় কোনো ফন্দীবাজের লেখা। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের নানা সন্দেহ ···বোঝেন তো, পুলিশে চাকরি কোরে মন এমন হয়েছে, আগে থাকতেই মানুষকে 'কু' ভেবে বসি! যতক্ষণ না কেউ নিজেকে 'সু' বলে অকাট্য প্রমাণ দিতে না পারে, ততক্ষণ কাকেও 'সু' বলে মন যেন গ্রহণ করতে চায় না!···ডেপুটি সাহেব সে-ব্যাপারটি ধামা-চাপা রেখেছেন। আপনার কোনো আশঙ্কা নেই। There will be no exposure (একথা প্রকাশ হইবে না)। জানি তো, আমাদের দেশের খপরের কাগজওয়ালাদের···লোক-হিত-ব্রত নিয়েছেন বলে' বড়াই করেন কি না···সে হিত-ব্রত-পালনে ওঁরা মেতে ওঠেন বড়-লোকের কুৎসা রটাতে পেলে···

জগৎ চাটুয্যে কোনো জবাব দিলেন না।

হিমাংশু বলিল—আপনি বাইরে যেতে চান। যান্! যতদিন খুশী, সেখানে থাকুন, আমরা আপনার এ ব্যাপারকে খুঁচিয়ে বড় করে তুলবো না, জানবেন···

এ-কথায় নিশ্চিন্ত হইয়া জগৎ চাটুয্যে চলিয়া আসিলেন।

এবং সেই দিনই রাত্রে পুরী-এক্সপ্রেসে কনককে লইয়া তিনি পুরী যাত্রা করিলেন।

বাড়ীতে রহিল শুধু পুরাতন ভৃত্য ভিখন।

জগৎ চাটুয্যের পুরী যাইবার দুদিন পরে সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়ীর দ্বারে একখানা ভাড়াটে-ফিটন্ আসিয়া দাঁড়াইল। ফিটনের আরোহী একজন মহিলা…সঙ্গে লগেজের মধ্যে একটা পুরাতন স্যুটকেশ এবং বিছানা।

ফিটন হইতে নামিয়া মহিলা সদরের ফটকে আসিলেন। ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল…

মহিলার কথায় কোচম্যান্ কোচবক্স হইতে নামিয়া ফটকে বোতাম টিপিল। ভিতরে রিনিরিন্ শব্দে বেল বাজিল; এবং পাঁচ মিনিট পরে ভিখন আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল।

মহিলা গাড়ী হইতে নামিল। ভিখনের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তুমি এই বাড়ীর বেয়ারা?

ভিখন কহিল হ্যাঁ…

মহিলা বলিল—তোমার বাবুর নাম জগৎ চাটুয্যে?

ভিখন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিলা বলিল—তিনি বাড়ী আছেন?

ভিখন বলিল—আজ্ঞে না। হাওয়া খেতে তিনি আজ দু'দিন হলো পুরী গেছেন।

—একলা

ভিখন বলিল—না। দিদিমণি সঙ্গে গেছেন।

মহিলার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল···মহিলা বলিল—বাবুর স্ত্রী ?

ভিখন বলিল—অজ্ঞে, তিনি তো আজ এক মাসেরও উপর এখানে নেই।

বিস্ময়ে রুদ্ধ-প্রায় স্বরে মহিলা কহিল—এখানে নেই ?

—আজ্ঞে, না···

—কোথায় গেছেন ?

ভিখন বলিল—তা বলতে পারি না

এ কথা শুনিয়া মহিলা ক্ষণেক নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর বলিল—হুঁ···আমি জানতুম না। জানলে আসতুম না! তা···তোমার নাম কি···

ভিখন কহিল—আজ্ঞে,আমার নাম ভিখন।

মহিলা বলিল,—আমাকে তুমি চেনো না। কখনো ছাখোনি তো! আমি হলুম তোমাদের গিন্নীমার বোন। মায়ের পেটের বোন। তোমাদের গিন্নীমা আমার দিদি হন। আমি পশ্চিমে থাকি। সেখান থেকে কলকাতায় এসেছি চিকিৎসার জন্য। চোখের চিকিৎসা। থাকবার অন্য জায়গা নেই বলে দিদির এখানে এলুম। তা দিদি এখানে নেই·· জামাই-বাবু নেই···তুমিই এখন বাড়ীর মালিক···এখানে যদি থাকি, তোমার আপত্তি হবে ?

পথের বাতি হইতে আলো আসিয়া ফটকের সামনে মহিলার মুখে পড়িয়াছে। মহিলার বয়স বেশী নয়। সুশ্রী চেহারা। চোখের উপর মোটা-ডাঁটির কালো-চশমা।

এ কথার পর মুখ দেখিয়া মনে হয়, চন্দ্রমুখীর চেহারার সহিত কিছু যেন সাদৃশ্য আছে! তা ছাড়া বাঙালী ভদ্র মহিলা··· সন্ধ্যার সময় ফিটনে চড়িয়া আসিয়া এ-কথা বলিয়া আশ্রয় চাহিতেছেন ···তাঁকে অবিশ্বাস করিবার কি-বা হেতু থাকিতে পারে!

ভিখন বলিল,—নিশ্চয় আসবেন। আপনার লোক এসেছো তুমি ···মাসিমা হও···তেনারা নেই বলে চলে যাবেন, তা কি হয়! তবে কষ্ট হবে···

মহিলা বলিল—কষ্ট নয়···ভিখন, তাঁরা নেই, সেজন্য অসুবিধা হবে।···জামাই-বাবু···মানে, তোমার বাবু পুরীতে গেছেন, ঠিকানা দিয়ে গেছেন তো?

ভিখন বলিল—তা রেখে গেছেন বৈ কি···

মহিলা বলিল—তা হলেই হলো। কাল সকালে তাঁকে চিঠি লিখে দেবো।

এ কথা বলিয়া মহিলা আবার গাড়ীর দিকে তাকাইল, তাকাইয়া বলিল,—আমার জিনিষ গুলো তাহলে নামিয়ে নাও, ভিখন···আর তোমার হাতে দিচ্ছি দেড় টাকা·· জিনিষগুলো নামিয়ে গাড়ীর ভাড়া দেড় টাকা মিটিয়ে দিয়ো···

ভিখনের হাতে দেড়টা টাকা দিয়া মহিলা ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল···কহিল—সোজা গেলেই তোমাদের ঘর?

ভিখন বলিল,—হ্যাঁ···

আধ ঘণ্টা পরে।

মুখ-হাত ধুইয়া বেশ-ভূষা সারিয়া মহিলা ডাকিল—ভিখন…

ভিখন আসিল।

মহিলা কহিল—কি করছিলে?

ভিখন কহিল—আজ্ঞে, বাজার থেকে ঘী-ময়দা কিনে আনলুম।

মৃদু হাস্যে মহিলা বলিল—ঘী-ময়দা কি দরকার ভিখন? তার চেয়ে এই টাকা দিচ্ছি, নাও…নিয়ে কাছের কোনো দোকান থেকে খাবার কিনে আনো।…কাছে কোনো হোটেল নেই?

ভিখন কহিল—আছে।

মহিলা বলিল—লিখে দিচ্ছি…হোটেল থেকে আমার লেখা-মতো খাবার নিয়ে এসো। দোয়াত-কলম দিতে পারো?

—পারি…বলিয়া ভিখন কাগজ ও দোয়াত-কলম লইয়া আসিল। সে-কাগজে খাবারের ফর্দ্দ লিখিয়া মহিলা ভিখনের হাতে দিল। সেই সঙ্গে একটা টাকা দিয়া বলিল—যাও…খাবার কিনে আনো। আমার জন্য মিছিমিছি কেন আবার রান্নার জোগাড় কোরবে! বুঝলে?

ভিখন খুশী হইল…এই রাত্রে আবার রান্নাবান্নার হাঙ্গামা…

টাকা ও ফর্দ্দ লইয়া ভিখন চলিয়া যাইতেছিল…

মহিলা ডাকিল—ভিখন…

ভিখন ফিরিল।

মহিলা বলিল—আমি তাহলে তোমার মাসিমা হলুম…আমাকে তুমি মাসিমা বলে ডাকবে…কেমন?

মাথা নাড়িয়া মহিলার কথায় সায় দিয়া ভিখন গেল খাবার কিনিতে।

পরের দিন সকালে ভিখনের হাতের চা ও টোষ্ট-রুটি মুখে দিয়া
হিলা আসিয়া বসিল জগৎ চাটুয্যের বসিবার ঘরে। ভিখনকে টাকা
য়া বাজারে পাঠাইল···হোটেল হইতে খাবার কিনিয়া আনিলে
াচে পোষায় না!

ভিখন চলিয়া গেলে মহিলা উঠিয়া সারা বাড়ী ঘুরিয়া পদচারণা
রিতে লাগিল··কেমন যেন দ্বিধা-সংশয়ে বিজড়িত ভাব! কেহ
ল না··তাই! থাকিলে মনে করিত, মহিলা যেন এখানে কি
রাইয়াছে··সেই হারা-জিনিষের সন্ধান করিতেছে!

এমনি সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া প্রায় এক-ঘণ্টা পরিভ্রমণ-কার্য্য চলিল···
ারপর ভিখন ফিরিল বাজার হইতে।

মহিলা বলিল—তুমি রাঁধতে পারবে? না, আমায় রাঁধতে
বে?

ভিখন রান্নার কাজ জানিত না, এমন নয়। বলিল,—না মাসিমা···
াপনি রাঁধবেন কি! আমি রাঁধবো। রাঁধতে আমি জানি।
াবুকে কতদিন নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছি···

মাসিমা বলিল—ও···বটে! তুমি কতদিন আছো ভিখন
তোমার বাবুর কাছে?

ভিখন বলিল—তা বারো বছরের উপর।

মাসিমা বলিল—ও···তাহলে তুমি বাড়ীর লোকের মতো হয়ে
গেল!

এ-কথায় ভিখন যেন কৃতার্থ হইয়া গেল! বলিল,—এ বাড়ী
ছাড়া অন্য বাড়ী আমি জানি না, মাসিমা।

মাসিমা বলিল—হুঁ···

সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা নিঃশ্বাস…

ভিখন চলিয়া যাইতেছিল…মাসিমা ডাকিল—ভিখন…

ভিখন বলিল—ডাকছো মাসিমা ?

—হ্যাঁ…

আদেশের প্রতীক্ষায় ভিখন চাহিয়া রহিল মাসিমার পানে।

মাসিমা বলিল—আচ্ছা ভিখন, তোমাদের মা-ঠাকরুণ যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন…তুমি বলছো এক মাসের উপর…তা তোমার বাবু তাঁর কোনে সন্ধান নিলেন না ?

ভিখন মাসিমার পানে চাহিয়া রহিল…কোনো জবাব দিল না।

মাসিমা বলিল—ধরো, তাঁর যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়ে থাকে ? যদি মারা গিয়ে থাকেন ? এমনও তো হয়…

ভিখন বলিল,—সে-কথা বাবু জানেন, মাসিমা…

মাসিমা বলিল,—আচ্ছা ভিখন তোমার বাবুর সঙ্গে তোমার মা-ঠাকরুণের বনিবনা ছিল কেমন ?

কুণ্ঠিত স্বরে ভিখন বলিল—কোনোদিন ঝগড়া-ঝাটি দেখিনি তো। তাছাড়া বাবু মাটীর মানুষ…নিজের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে আছেন…কোনো কথায় তিনি থাকেন না।

—আর তোমার মা-ঠাকরুণ ?

ভিখন, দ্বিধা বোধ করিল। মা-টাকরুণের বোন…এক-মায়ের পেটে জন্মিয়াছে ! তাঁর কাছে…

মাসিমা বলিল,—বলো…ভয় কি ! আমি তো জানি আমার দিদিকে…ভয়ঙ্কর কড়া মেজাজের মানুষ, আর ভারী একরোখা… যেটি ধরবে, না করে ছাড়বে না। সে স্বভাব এখনো যায়নি…না ?

কতক যেন আশ্বাস পাইয়া ভিখন বলিল,—মা-ঠাকরুণের মেজাজটা একটু কড়া, মাসিমা···তাছাড়া তিনি সংসারের কোনো-কিছুতে হাত দিতেন না···তাঁর পার্টি-টার্টি, বন্ধু-বান্ধব···এই নিয়েই তিনি থাকতেন। সংসারের রান্নাবান্না সব-কিছু দেখাশুনা করতো দিদিমণি···

মাসিমার হু'চোখে একটু যেন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ! মাসিমা বলিল—ও···যে-দিদিমণি তোমার বাবুর সঙ্গে পুরী গেছেন?

ভিখন বলিল,—হ্যাঁ···

মাসিমা বলিল—তোমার দিদিমণি. শুনেছি দেখতে পরমা-সুন্দরী···আর তার বয়স খুব কম···

ভিখন বলিল,—ঠিক শুনেছেন।

ঈষৎ ভ্রূ-ভঙ্গী-সহকারে মাসিমা বলিল—আরো শুনেছি, তোমাদের বাবুটি এই দিদিমণির সঙ্গে···মানে, একটা বিশ্রী সম্পর্ক···

জিভ কাটিয়া ভিখন বলিল—ও কথা মুখে আনবেন না মাসিমা। দিদিমণির মতো মানুষ আমি দেখিনি! একালে দেখছি তো আরো পাঁচজনকে···দিদিমণি সতীলক্ষ্মী···কম-বয়সে বিধবা হয়েছেন···তা কত ভালো, সে আর কি বলবো মাসিমা! আর আমার বাবু? তিনি দেব-চরিত্র। তাঁর নামে যে কলঙ্ক দেয়, সে বেহদ্দ বেহায়া··· বুঝলেন মাসিমা···

মাসিমা মন দিয়া ভিখনের কথা শুনিল। শুনিয়া বলিল—হুঁ···

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৃমুণ্ড

মাসিমা সদাই মৌন-মুখী··যেন কি গভীর চিন্তা তাঁর মনকে কালো মেঘের মতো ছাইয়া রহিয়াছে! সে মেঘ মুখের উপরেও মলিন ছায়া বিছাইয়া দিয়াছে।

ভিখন বিস্ময়-বোধ করিল! ভাবিল দু' তিন দিন কথা কহিয়াই মাসিমার সব কথা শেষ হইয়া গেল? বলিয়াছিলেন, বাবুকে চিঠি লিখিবেন· ·পুরীর ঠিকানা চাহিবেন! কিন্তু ক'দিন কাটিয়া গেল, সে-কথা মাসিমা ভুলিয়া গেল না-কি?

তাছাড়া তার কাছে আর-একটি বিষয় ভারী আশ্চর্য্য লাগিতেছিল···মাসিমা সব-সময়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন! চোখে কালো চশমা···সে-চশমা এক-নিমেষের জন্য খুলিতে চান্ না! চোখের অসুখ, সেজন্য কালো চশমা খুলিবার জো নাই! কিন্তু কৈ, এক দিনেও চোখ দেখিতে না আসিল কোনো ডাক্তার···না মাসিমা নিজে গেলেন কোনো ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাইতে·

মা-ঠাকরুণের জন্য ভিখন কখনো মাথা ঘামায় নাই। আজ মা-ঠাকরুণ এখানে নাই, তাঁর ছোট বোনের জন্য মাথা-ঘামানো সে অত্যাবশ্যক মনে করিল না! তার উপর মুস্কিল হইয়াছে এই যে রান্নাবান্নার কাজ বহু দিন ছাড়িয়া দিয়াছিল। আজ আবার মাসিমার জন্য রান্নাবান্নার কাজে নূতন করিয়া লাগিতে হইয়াছে, এ কি

কম দুর্ভোগ! অন্য কেহ আসিলে এতখানি দুর্ভোগ হয়তো হইত না! কিন্তু মেজাজী মা-ঠাকরুণ···ইনি তাঁর বোন্! কে জানে, বোনের মেজাজ দিদির মতো কি না!

বৈকালের দিকে ভিখন চা আর টোষ্ট তৈরী করিয়া মাসিমার পরিচর্য্যার উদ্দেশ্যে মাসিমার ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মাসিমা আসিয়া মা-ঠাকরুণের ঘর ও শয্যাদি অধিকার করিয়াছেন।

দ্বারের সামনে পর্দ্দা। পর্দ্দার এদিক হইতে ভিখন ডাকিল,—মাসিমা···

গাঢ় স্বরে উত্তর আসিল—ভিখন?

ভিখন কহিল—চা আর টোষ্ট এনেছি···

মাসিমা বলিল—ও···আচ্ছা, ভিতরে দিয়ে যাও।

ভিখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মাসিমা চোখের উপর চশমা আঁটিতেছেন···ভিখন দেখিল, দেখিয়া বুঝিল। মাসিমা চশমা খুলিয়া শুইয়াছিলেন; এখন আবার চোখে চশমা আঁটিতেছেন···

পশ্চিম-দিককার খোলা খড়খড়ি দিয়া খানিকটা উজ্জ্বল রৌদ্র আসিয়া ঘরে পড়িয়াছে···সে-রৌদ্রে ঘরে বেশ আলো ছিল··· ভিখন মাসিমার পানে চাহিল। চাহিবামাত্র মনে হইল, মাসিমার মুখের সঙ্গে মা-ঠাকরুণ চন্দ্রমুখী দেবীর মুখের আশ্চর্য্য রকম মিল আছে! মুখের গড়ন ও ছাঁচ, নাকের গড়ন··· মাথায় চুলগুলা পর্য্যন্ত মা-ঠাকরুণের মতো···তেমনি কোঁকড়ান কালো! গায়ের রঙও চম্পক-গৌর···তবে মাসিমাকে দেখিলে মা-ঠাকরুণের চেয়ে বয়সে ছোট মনে না হইয়া বড় বলিয়া মনে হয়!

৯

নিঃসঙ্গ একা এমন করিয়া পড়িয়া থাকা…মাসিমা ভাবিতেছিল, সহ্য হইবে না। মাসিমা ডাকিল—ভিখন…

ভিখন জবাব দিল—মাসিমা…

মাসিমা বলিল—এমন করে থাকা যাবে না। তাছাড়া আমার এই চোখের অসুখের জন্য দু-একজন লোক না পেলে কার সঙ্গে কথা কবো? খোলা চোখ হলে তোমার বাবুর এত বই রয়েছে, পড়া যেতো! কিন্তু এ-চোখে যখন বই পড়া যাবে না, ভাবছিলুম, তোমার মা-ঠাকরুণের বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই…যারা তোমার মা-ঠাকরুণের কাছে আসতো? তাহলে তাদের হাতে-পায়ে ধরে একটু ভাব-সাব করি।

ভিখন বলিল—আমি তো তেনাদের সকলকে চিনি না…তবে ঐ ব্রতীন বাবু বটে…হামেশা তিনি আসতেন…

মাসিমা বলিল—ও, ব্রতীন বাবু! তা তুমি জানো সেই ব্রতীন বাবুর বাড়ী?

ভিখন বলিল—জানি…

মাসিমা বলিল—পারো সে-বাড়ীতে চিঠি নিয়ে যেতে…আমি যদি চিঠি লিখে দি?

ভিখন বলিল,—যাবো…

•

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ভিখন বাড়ী নাই, চিঠি লইয়া ব্রতীন্দ্রর বাড়ী গিয়াছে…বাহিরের ফটক বন্ধ…

মাসিমা? তাঁর মাথা খারাপ হইল না কি? মাসিমা অন্দরের উঠানে চারিদিককার আবর্জ্জনা ঠেলিয়া-ঠ্যাঙাইয়া বেড়াইতেছেন কেন?

সেই গহ্বর···তার উপর মাটি জমিয়া জায়গাটা দেখাইতেছে যেন মানুষের পিঠের কুঁজের মতো!

মাসিমা সেই কুঁজের মতো টিপিটাকে খোঁচাইতে লাগিল···মাটির জমাট স্তূপ খসিয়া ভিতরে গহ্বর দেখা দিল···সঙ্গে সঙ্গে একটা গলিত পাচা দুর্গন্ধ···

মাসিমা নাক সিঁটকাইয়া সরিয়া আসিল!

প্রথমে গেল বাথ-রুমে···সাবান মাখিয়া মুখ-হাত ধুইয়া মাসিমা বেশ-ভূষায় প্রসাধন সারিল। তারপর আয়নার সামনে আসিয়া···

আয়নার সামনে মাসিমার চশমা-খোলা মূর্ত্তি যদি ভিখন দেখিত ··

সে-মূর্ত্তি দেখিয়া কি করিত জানিনা···কিন্তু সে-মূর্ত্তি দেখিয়া মাসিমা মৃদু হাস্য করিল। সরল মৃদু হাসি নয়, বক্র হাসি। এ-হাসিতে মনের মধ্যকার কালি ঝরিয়া পড়ে!

ওদিকে ফটকে বেল বাজিল···

মাসিমা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল···ভিখন ফিরিয়াছে? ইহার মধ্যে?

মাসিমা তাড়াতাড়ি বেশভূষা সারিয়া চোকে চশমা আঁটিয়া ফটকের কাছে আসিল। ফটক খুলিয়া দেখে, ফটকের বাহিরে এক তরুণ যুবা···

মাসিমা বলিল—আসুন···

তরুণ ভিতরে আসিল।

সেই বসিবার ঘর। বিস্ময়ে তরুণ যেন স্তম্ভিত!

মৃদু হাস্যে মাসিমা কহিল—আমায় দেখে অবাক হয়েছেন খুব, না? কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই! জগৎ বাবু আমার ভগ্নীপতি!

তিনি পুরী গেছেন সুয়ো-রাণী কনকলতাকে নিয়ে। আমি হলুম জগৎ বাবুর শ্যালী। মানে···তাঁর স্ত্রী চন্দ্রমুখী আমার দিদি···মায়ের পেটের বোন। আমি ছোট। আমার নাম কমলমুখী।

আলাপ-পরিচয় হইল। তরুণের নাম প্রদোষ। প্রদোষ বলিল, এ বাড়ীর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব। এ বাড়ীর এই প্রোফেসর চাটুয্যে এবং কনকলতা দেবী ভিন্ন এত-বড় এই কলিকাতা-সহরে তার পরিচিত জন আর কেহ নাই। এখানে সে যে প্রীতি-স্নেহ লাভ করিয়াছে···

কমলমুখী মন দিয়া তরুণ প্রদোষের কথা শুনিল। শুনিয়া বলিল—তরুণী বন্ধুটি শুনেছি মায়া-বিদ্যা জানে। আমার দিদি অনেকদিন আগে আমায় লিখেছিল—অনেক দুঃখের কথা!···আপনাদের এই কনকলতার নাম আমার অজানা নয়। দিদি এই কনকের কথাই লিখেছিল।

কথাগুলো প্রদোষের বিশ্রী লাগিল। সে জানিত, কনককে সঙ্গে করিয়া জগৎ চাটুয্যে বাহিরে যাইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন পুরী যাইবেন! কিন্তু হঠাৎ এলাহাবাদ হইতে টেলিগ্রাম আসে। সে টেলিগ্রাম পাইয়া প্রদোষকে তখনি এলাহাবাদে যাইতে হয়···এ-বাড়ীতে খপর পাঠাইতে সময় পায় নাই! আজ সে এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়াছে এবং ফিরিয়া এখানকার খপর লইতে আসিয়াছে···

কমলমুখীর কথা শুনিয়া প্রদোষের মনে হইল, এ-ঘর এখনি ত্যাগ করিতে পারিলে বাঁচে! প্রদোষ বলিল,—আমি তাহলে আসি···

কমলমুখী যেন রুখিয়া উঠিল! কহিল—না। আমার সঙ্গে আলাপ

করবার ইচ্ছা আপনার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার সে-ইচ্ছা আছে। আমি এখানে এসেছি চোখের চিকিৎসা করাতে...এসে এখানকার অবস্থা যা দেখলুম আর শুনলুম'...আমার দিদি নিরুদ্দেশ...সঙ্গে সঙ্গে জামাই বাবুকে দেখছি না, আপনাদের মায়াময়ী কনকলতাকেও দেখছি না...

এ-সব কথার পিছনে যে কদর্য্য ইঙ্গিত...প্রদোষ বিরক্ত হইল! এ বয়সের কোনো ভদ্র মহিলা এ যুগে এমন ইতর কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা ছিল তার ধারণার অতীত। কমলমুখী যদি কমলমুখী না হইয়া কমল বাবু হইত, তাহা হইলে এ-কথার সমুচিত উত্তর দিতে তার বাধিত না! কিন্তু এ তো কমলবাবু নয়—এ যে কমলমুখী!

প্রদোষ বলিল—আমি বাইরের লোক...আমার কাছে এ-সব কথা বলছেন...

কমলমুখী বলিল—এখন আপনার কাছে বলছি, কাল হয়তো দেশের সকলকে ডেকে বলতে হবে। এসে আমি চোখে যা দেখছি আর কাণে যা শুনছি...একটু ধৈর্য্য ধরুন প্রদোষ বাবু...এখানে স্বামী-স্ত্রীর মনোবৃত্তি নিয়ে করুন ঘটনা সাজিয়ে পারিবারিক উপন্যাস তৈরী হয়নি...আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে, এখানে একেবারে যাকে বলে, মার্ডার-ড্রামা...(হত্যামূলক নাটক) তাই ঘটে গেছে।

এ কথার পর প্রদোষ আর বসিতে পারিল না...চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলমুখী তখন নারী-সুলভ বিনয়-লজ্জা-ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রদোষের দুই হাত ধরিয়া তাকে চেয়ারে বসাইয়া দিল। বলিল,—

একটু বঙ্গুন···আপনারা বন্ধু-লোক···আপনারা যদি দিদির দুঃখ না মোচন করেন, পাপের প্রশ্রয় দান যদি, তাহলে মুখে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা করছেন বলে যত বড়াই করুন, অবলা মেয়ে-জাতের প্রাণ-গুলো বাঁচবে কি করে ? মনগুলো সুস্থ অটুট থাকে কি করে ?···

অপরিচিতা মহিলা জোর করিয়া বসাইয়া দিয়াছে, প্রদোষ বিস্ময়ে কাঠ ! তার চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়াছে···

এবং তার নিশ্চেতন মূর্ত্তির সামনে দিয়া কমলমুখী এ-ঘর হইতে চলিয়া গেল ; পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল···চোখে এ-দৃশ্য প্রদোষ দেখিল স্বপ্নাভিভূতের মতো···

কমলমুখী ফিরিয়া আসিল, তার হাতে একতাড়া চিঠি ··

প্রদোষের সামনে চিঠির তাড়া ধরিয়া কমলমুখী বলিল—সব আমার দিদির হাতের লেখা · আপনি হয়তো চেনেন না ! কিন্তু আমি চিনি। দয়া করে চিঠিগুলো পড়ুন। আপনাকে পড়তেই হবে। ···আচ্ছা, সব চিঠি যদি না পড়েন, অন্ততঃ শেষের চিঠিখানা পড়ুন। এ চিঠি দিদি লিখেছিল। আমি তখন পুনায়। সেখানকার লছমী দেবী কন্যা বিদ্যালয়ে আমি হেড্ মিস্ট্রেস্। এ চিঠি যখন পাই, তখন আমার চোখের অসুখ খুব বেশী···চোখ একটু সারবামাত্র ওখানকার ডাক্তাররা বললেন, কলকাতায় মেডিকেল কলেজে গিয়ে ভালো রকম চিকিৎসা করাতে হবে, না হলে এ জন্মের মতো অন্ধ হয়ে থাকতে হবে।··· সেজন্য বটে, তার উপর দিদির ঐ চিঠি·· না এসে পারলুম না ! তবু আসবার সময় ভাবিনি, এসে দেখবো এখানে এমন কাণ্ড হয়ে গেছে !

কথাটা বলিয়া তাড়া হইতে একখানি চিঠি লইয়া কমলমুখী দিল প্রদোষের হাতে। চিঠি না পড়িয়া চলিয়া যাইবে উপায় নাই,

কমলমুখী কি রকম ইম্‌পালশিভ, এটুকু সময়ের মধ্যে প্রদোষের তাহা বুঝিতে বাকী নাই!

দায়ে পড়িয়া সে চিঠি পড়িল···

এ কি ভাষা। প্রদোষের মনে হইতেছিল কলেজে-পড়া ম্যাকবেথ-নাটক···সে নাটকে সেই লেডি ম্যাকবেথ···

নানা কথার সঙ্গে চন্দ্রমুখী লিখিয়াছে,

চোখের উপর নিজের ঘরে এ অভিসার-লীলা আর দেখা যায় না কমল। বললে তুই বিশ্বাস করতে পারবি, দুজনে একসঙ্গে আছেন সব সময়ে? তোমার ভগ্নীপতির শয়ন এখন কনক-মন্দিরে! আমি স্ত্রী, আমার মান-মর্য্যাদা এমন করে লুটিয়ে দেবেন—সহ্য করার কথা নয়। তবু পাঁচজনে পাছে হাসে, এই জন্য আমি সব দেখে-শুনেও নীরবে সহ্য করছি।···

পরশু দিন ওঁদের অনাচার আর নির্লজ্জতা আমার অসহ্য হয়। কেঁদে আমি গঙ্গায় ডুবে মরবো বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম—এতে তোর পণ্ডিত এবং প্রোফেসর ভগ্নীপতি কি করলেন, জানিস? আমার চুলের মুটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরের কোণে মুখ গুঁজরে ফেললেন; আমার বুকে-পিঠে সজোরে জুতা-শুদ্ধ লাথি মারেন। তারপর ওঁর পেয়ারের কনকলতা আমাকে চিমটে রক্তাক্ত করে দিলে। আমি বললুম—ছেড়ে দাও ···আমি পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোকের দোরে ভিক্ষে করে খাবো তবু এখানে থাকতে পারবো না! এ কথায় তোমার ভগ্নীপতি বললেন—কেটে কুচিকুচি করে ফেলবো। আর কনক বললে—কেটে উঠোনে মাটির নীচে পুঁতে রাতারাতি তোমার গোর দেবো।

প্রদোষ শিহরিয়া উঠিল! লেখা দেখিয়া অবাক হইল! এ কি লেখা! ·· যেন বিষধর সর্প ছত্রে-ছত্রে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে! প্রদোষের মাথা ঘুরিল···সে একেবারে স্তম্ভিত, নিস্পন্দ, চেতনাহীন···

সহসা কমলমুখীর স্বর কাণে গেল। কমলমুখী বলিল,—একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন প্রদোষ বাবু? বিশ্রী দুর্গন্ধ? কুকুর-বেরাল পচে গেলে যেমন দুর্গন্ধ বেরোয়···তেমনি?

প্রদোষ নিঃশ্বাস-বায়ু নিয়ন্ত্রিত করিল! দুর্গন্ধ বটে···গলিত শবের দুর্গন্ধ···

কমলমুখী বলিল—এসে অবধি এ দুর্গন্ধ পাচ্ছি। একটু বসুন দয়া করে। আমি দেখি, কোথায় কি পচলো···

কথাটা বলিয়া কমলমুখী বাহির হইয়া গেল।

প্রদোষ ক'বার ভাবিল, এই অবসরে সরিয়া পড়িবে! কিন্তু পারিল না। কে যেন তাকে পেরেক মারিয়া চেয়ারের সঙ্গে আঁটিয়া বসাইয়া দিয়াছে।···

কমলমুখী ফিরিল, ফিরিয়া প্রদোষের পানে চাহিয়া বলিল,—একবার আসবেন আমার সঙ্গে ভিতরের উঠোনে?

যন্ত্র-চালিতের মতো প্রদোষ আসিল কমলমুখীর সঙ্গে ভিতরের উঠানে।

তারপর···যেন একটা দুঃস্বপ্ন!

সে স্বপ্ন ভাঙ্গিলে প্রদোষ দেখিল, উঠানের এক জায়গায় মাটীর মধ্য হইতে উপরে-তোলা শাড়ী-ব্লাউজ-জড়ানো গলিত শব··· অস্থিগুলা কোনো মতে টিঁকিয়া আছে···গায়ে মাংস ব্যাজ্‌ব্যাজ্‌ করিতেছে।···মাথার খুলি···তার সঙ্গে দীর্ঘ কালো কেশের গুচ্ছ।

শিহরিয়া প্রদোষ চক্ষু মুদিল। বীভৎস দৃশ্য! তেমনি দুর্গন্ধ! এ গন্ধে প্রাণ বাহির হইয়া যায়!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুরাতন প্রসঙ্গ

ঝড় উঠিলে পৃথিবীর বুকে চকিতে যেমন বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া যায়—ঠিক তেমনি ঘটিল। থানা, পুলিশ, নালিশ, এজেহার, গ্রেফতার...

জগৎ চাটুয্যে এবং কনকলতা—পুরীর পুলিশ দুজনকে কলিকাতা-পুলিশের কথামতো গ্রেফ্তার করিয়া কলিকাতায় পাঠাইল।

বাড়ীর উঠানের মধ্য হইতে যে-লাশ পাওয়া গিয়াছে, সে-লাশ দেখিয়া মানুষ চেনা অসম্ভব! তার মাথার কেশ প্রভৃতি দেখিয়া পুলিশ-সার্জ্জন বলিলেন, স্ত্রীলোকের দেহ। বয়স তিনি বলিলেন, আনুমানিক পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে। লাশের অঙ্গে যে-শাড়ী-ব্লাউশ পাওয়া গিয়াছে, সে শাড়ী-ব্লাউশ চন্দ্রমুখীর। জগৎ চাটুয্যে তাহা স্বীকার করিলেন, কনকলতাও স্বীকার করিল...

তার উপর কমলমুখীর কাছে চিঠি ছিল...চন্দ্রমুখীর লেখা চিঠি। জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—চিঠির হস্তাক্ষর চন্দ্রমুখীর, তাহাতে সন্দেহ নাই!

—তবে চিঠিতে যে-সব কথা লেখা আছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা! শুধু মিথ্যা নয়, ফন্দী-প্রসূত। কনককে তিনি জানেন, তাঁর বোন! কনকের মতো নিরীহ সরল ও ভালো মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না! বেচারী নিঃসহায় নিঃসম্বল! জগৎ চাটুয্যে মমতা-বশে তাকে আশ্রয় দিয়াছেন! সে আশ্রয়ের বিনিময়ে জগৎ চাটুয্যের

সংসারকে বাসুকির মতো কোরী মাথায় বহিতেছে। সে কাজে তার ত্রুটি নাই, শৈথিল্য নাই। অথচ চন্দ্রমুখীর কাছে সে পাইয়াছে শুধু গঞ্জনা, ভৎর্সনা আর কুবাক্য সে যেন বাঁদী···অথচ এখানে দাসীবৃত্তি করিয়া কনক কখনো একটা পয়সা চাহে নাই!

কনক কাঁদিল। কাঁদিয়া সে কহিল, জগৎ চাটুয্যেকে সে জানে নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো···বড় ভাই! তার সম্বন্ধে যে-সব কথা রটিয়াছে···শুনিয়া তার বাঁচিবার বাসনা নাই এক বিন্দু। যদি খুনের দায়ে ফাঁশি-কাঠে তাকে প্রাণ দিতে হয়, মরিয়া কনক সব যাতনা, সব অপমান ভুলিয়া বর্ত্তাইয়া যাইবে।

এদিকে লাশ পাওয়া গিয়াছে···লাশের গায়ে চন্দ্রমুখীর শাড়ী-ব্লাউশ এবং চন্দ্রমুখী নিরুদ্দেশ···স্বামী জগৎ চাটুয্যে তাঁর কোনো সন্ধান করেন নাই, কোনো তত্ত্ব লন নাই···স্বামী হইয়া এমন নির্বিকার ভাব···

বিশেষ পুলিশ কমিশনারের নামে আগেকার সেই সব বেনামী চিঠি! ঘটনাচক্র যেভাবে ঘুরিল, ডেপুটি কমিশনার বলিলেন, কোর্টে এ ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

এ মকর্দ্দমার বৃত্তান্ত লইয়া কলিকাতা সহরে একেবারে হুলস্থূল বাধিয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে জামিন মিলিল। পয়সা খরচ করিয়া

দোষ বড় কৌঁশুলী নিয়োগ করিয়া। কৌঁশুলী জামিনের প্রার্থনা রিলেন। বলিলেন, জগৎ চাটুয্যে শুধু নিরীহ প্রোফেসর নন, ার সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে ঘুণাক্ষরে কেহ কখনো একটি থা উচ্চারণ করিতে পারে না। তিনি বিচারে বাধা দিবেন না। াছাড়া শুধু উড়ো চিঠি আর শাড়ী-ব্লাউশের উপর নির্ভর করিয়া নি সাব্যস্ত করা উচিত হইবে না। যেহেতু লাশও সনাক্ত হয় নাই। বটা শুধু অনুমান!

ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনে খালাশ দিলেন—জগৎ চাটুয্যে এবং কনকলতাকে।

দুজনকে লইয়া প্রদোষ আরাম-বাগে ফিরিল।

কমলমুখী কিন্তু গৃহে নাই···কোথায় গেল?

ভিখন বলিল,—তিনি আজ পাঁচ-সাত দিন হলো চলে গেছেন। বললেন, যে-বাড়ীতে আমার দিদি খুন হয়েছে, সে-বাড়ী নরক! এই কথা বলে চলে গেছেন।

প্রদোষ বলিল—আপদ গেছে! মহিলা নন···বাঘিনী!

তারপর প্রদোষের সঙ্গে বাসে একদিন হিমাংশুর দেখা। ডি, ডি, পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর হিমাংশু···উড়ো চিঠি লইয়া যে-হিমাংশু গিয়াছিল প্রথম-তদারকে।

হিমাংশু বলিল—ব্যাপারটা দারুণ সন্দেহ-জনক। আপনারা একবার ডিটেকটিভ সমর মিত্তিরের সঙ্গে দেখা করুন সময় আছে! তিনি আমাকে বলছিলেন, ব্যাপারটা সাজানো বলে মনে হয়···এবং

এ গল্প যে সাজিয়েছে, সে যদি সুযোগ পায়, তাহলে ক্রাইম-ড্রামার রাজ্যে যুগান্তর আনতে পারবে...।

প্রদোষ বলিল—সাজানো, তা আমরা বুঝছি...কিন্তু কোথা দিয়ে এ-গল্পের গ্রন্থি খুলবো, বুঝতে পারছি না, মশায়।

হিমাংশু বলিল—আপনি আজই সমর বাবুর সঙ্গে দেখা করুন। তিনি যদি ম্যাটারটা টেক্-আপ্ করেন, তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত নিয়ে এনকোয়ারি করান্।

প্রদোষ গিয়া সমর মিত্রের সঙ্গে দেখা করিল। সব কথা তাঁকে খুলিয়া বলিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—জগৎ বাবুর শ্বশুর-বাড়ীর দিকে এই একটি চতুরা শ্যালিকা ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই ?

প্রদোষ বলিল—তা আমি জানিনা স্যর। আমার সঙ্গে কদিনের বা আলাপ! শুধু একটু আলাপ থেকে বলতে পারি, অমন মানুষ পূর্ব্বে আমি আর দেখিনি! আর ওঁর ঐ ভগ্নী কনক দেবী...she is an angel (দেবী)...so selfless (স্বার্থ-লেশ-হীনা)!

কথাটা বলিবার সময় মায়ায় মমতায় প্রদোষের কণ্ঠ বিগলিত হইল।

সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রদোষের পানে চাহিলেন...চাহিয়া একটু হাসিলেন। তারপর বলিলেন—জগৎ বাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আমার নেই...কিন্তু তাঁর কথা আমি লোক-মুখে শুনেছি। শুনেছি, ভদ্রলোক যেমন পণ্ডিত,

তেমনি সরল অমায়িক···বহু দুঃস্থ ছাত্রকেও নাকি প্রচুর সাহায্য করেন!

প্রদোষ কহিল—আমিও সে-কথা শুনেছি···

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি বেশ বুঝতে পারছি···এর মধ্যে প্রকাণ্ড একটা শয়তানী অভিসন্ধি আছে! এবং সে-অভিসন্ধির মূলে···

প্রদোষ বলিল,—কে ওঁর এমন শত্রু থাকতে পারে, স্যর? তাছাড়া ওঁকে এ বিপদে ফেলে তার কি লাভ হবে?

সমর মিত্র বলিলেন,—আপনাদের তরুণ সমাজে একটা কথা আছে Art for Art's sake···তেমনি জানবেন, সংসার-ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা বদমায়েসী করে for বদমায়েসীর sake! এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস, ফন্দিবাজের মনে প্রচণ্ড আক্রোশ আছে। তাছাড়া জগৎ বাবু নিঃস্ব নন···বিষয়-সম্পত্তি আছে···লাইফ-ইন্সিওরেন্সও আছে নিশ্চয়···

প্রদোষ বলিল,—মানলুম, তাই! কিন্তু ওঁর ছেলেপুলে নেই···স্ত্রী নিরুদ্দেশ···আপনি বলতে চান, ওঁর যিনি ওয়ারিশন হবেন, তিনি এ-কীর্ত্তি করছেন?

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—না। আমি এমন কোনো কথা বলিনি। তবে একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি, পারেন তার জবাব দিতে?

প্রদোষ বলিল,—করুন, কি প্রশ্ন করবেন···

সমর মিত্র বলিলেন,—এই যে রহস্যময়ী মহিলাটি এলেন··· আসবামাত্র লাশ আবিষ্কার হলো···এঁর এই হঠাৎ আসা এবং

আসবামাত্র উনি একেবারে কমলমুখীকে টেক্কা দিলেন···এ মহিলাটি কে, খপর নেছেন ?

প্রদোষ বলিল,—উনি জগৎ বাবুর শ্যালী··অর্থাৎ চন্দ্রমুখীর বোন··· ছোট বোন···নাম কমলমুখী—

সমর মিত্র কোনো জবাব দিলেন না···মৃদু হাস্যে চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রদোষ বলিল,—আপনি বলতে চান···

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সমর মিত্র বলিলেন,—আমি বলছি, তদারক যদি করতে হয় তো সে-তদারক হওয়া উচিত এই কমলমুখীর সম্বন্ধে···from start to finish...

•

পরের দিন সমর মিত্র আসিলেন জগৎ চাটুয্যের গৃহে···প্রদোষ সঙ্গে ছিল।

জগৎ চাটুয্যে চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন···নিস্পন্দ পুতুলের মতো।

প্রদোষ বলিল,—ইনি সমর বাবু···ক্যালকাটা পুলিশে ডিটেকটিভ বিভাগে খুব অভিজ্ঞ অফিসার···

জগৎ চাটুয্যের দুই চোখ শুধু সমর মিত্রের পানে ফিরিল···

সমর মিত্র লক্ষ্য করিলেন, নিভিবার পূর্ব্বে প্রদীপের শিখায় যেমন দীপ্তি ফোটে···জগৎ চাটুয্যের চোখের দৃষ্টি তেমনি! বুঝিলেন, দুঃখে, অপমানে, ক্ষোভে বেদনায় ভদ্রলোকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে!

সমর মিত্র বলিলেন—সব কথা আমি শুনেছি···পুলিশের ডায়েরিতে যা আছে, আমার তা অজানা নেই। আপনাকে এটুকু বলতে পারি, প্রমাণের উপর সেশন্সের বিচারে কোনদিন কারো সাজা হয়নি··· simply on circumstantial evidence (শুধু এমন ঘটনাচক্রের সম্ভব্যতা-প্রমাণের উপর)। পুলিশের এতে অপরাধ নেই। পুলিশের কর্ত্তব্য, প্রমাণ বাছাই করা··দুপক্ষেরই! কিন্তু সে সব ঘটনা-প্রমাণের উপর বিচার-নিষ্পত্তি করবার ভার পুলিশের নয়, সে ভার সরকার দিয়েছেন হাকিমদের হাতে।···আপনি সব জানেন···আমার বলা হয়তো প্রগল্‌ভতা···তবু যে বললুম, তার কারণ, নিজের বিপদে মানুষ এত বেশী কাতর হয়ে পড়ে যে, সে-বিপদের গুরুত্ব বা লঘুত্ব সম্বন্ধে তার কোনো চেতনা থাকে না। ডাক্তারের বাড়ীতে কারো রোগ হলে যেমন বাইরের ডাক্তারকে ডাকা হয় সে-রোগীর চিকিৎসার জন্য,···ঘরের ডাক্তার সে-রোগীর চিকিৎসার ভার পরের হাতে দেন···

এ-কথার পরেও জগৎ চাটুয্যে কোনো জবাব দিলেন না···চিত্র-করা চোখের দৃষ্টি লইয়া সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন। অবিচল দৃষ্টি!

প্রদোষ কহিল,—আপনারা কথা কন্ সমর বাবু···কনক বেচারী ভিতরে আছেন। তাঁর অবস্থাটা আমি একবার দেখে আসি···

সমর মিত্র বলিলেন—যান্···

প্রদোষ চলিয়া গেল।

প্রদোষ চলিয়া গেলে সমর মিত্র বলিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত হোন্···মামলায় কিছু হবে না! তবে মান-ইজ্জত? আমার বিশ্বাস,

আদালতের বিচারে এ কলঙ্ক [illegible] যাবে, তখন রাহুমুক্ত শশীর মতো আপনার ইজ্জতের দীপ্তি [illegible] উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। দেশের লোক আপনাকে আরো বেশী সম্মান করবে, দেখবেন! অগ্নি-পরীক্ষায় সীতা দেবীর সম্মান বেড়েছিল, কমেনি।

কথাগুলি জগৎ চাটুয্যের বেদনা-তপ্ত [illegible] উপর প্রলেপের মতো স্নিগ্ধ মনে হইল।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনাকে ছোট-খাট ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করবো···দয়া করে তার জবাব দেবেন?

মস্ত একটা নিঃশ্বাস জগৎ চাটুয্যের বুকখানাকে চুর্ণ করিয়া বাহির হইল···জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—বলুন···

তাঁর স্বর অস্ফুট মৃদু।

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার শ্বশুর-বাড়ীর কেউ বেঁচে আছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ শুধু বেঁচে আছেন··

—তিনি কোথায় আছেন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তিনি থাকেন হরিদ্বারে। তাঁর গুরুদেব আছেন···সেই গুরুদেবের আশ্রমে। আমি তাঁকে মাসে মাসে দশটি করে টাকা পাঠাই···

সমর মিত্র বলিলেন—কমলমুখী আপনার শ্যালী, সত্য?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—তা আমি জানি না।

সমর মিত্র বিস্মিত হইলেন! কহিলেন—জানেন না! আপনার স্ত্রীর কটি ভাই? কটি বোন?

জগৎ চাটুয্যে বলিলেন—আমি তা জানি না। সত্যি, কথাটা

হেঁয়ালি[illegible] বুঝবেন যদি আমি আমার বিবাহে[illegible]নাকে বাল[illegible]

সময়[illegible]ন—যদি আ[illegible] না থাকে, ভাবেন বললে ভালো হবে ·[illegible]থা অবশ্য কোনোদিন [illegible] পাবে না···

জগৎ চাটুয্যে চুপ করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—এম-এ পাশ করে প্রথমে আমি চাকরি পাই মফঃস্বলে গ্রীয়ার্স কলেজে। সেখানে চার বছর কাজ করবার পর বেটার প্রসপেক্টস···আমি এলুম কলকাতার কলেজে···। এ কলেজে আসবার পর আমার এই বাড়ীতে আস্তানা নিলুম। এ বাড়ী ছিল জয়েন্ট··· জ্ঞাতিদের টাকা-কড়ি দিয়ে এ-বাড়ী আমি কিনলুম। সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটা টুইশনি জুটলো। এক-বাড়ীতে দুটি মেয়েকে পড়াতুম। তার একটি মেয়ের নাম মধুমতী। আমার স্ত্রী চন্দ্রমুখী ছিলেন এই মধুমতীর বন্ধু। চন্দ্রমুখী বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করতেন!··· একদিন কেঁদে চন্দ্রমুখী আমার বাড়ীতে এসে পড়লেন। বললেন, বিবাহের ঠিক হয়েছিল কিন্তু ছুটি হলে উনি কলেজের যে দু-চারজন ছাত্রের সঙ্গে খুব মেলামেশা করে তাদের চিঠি লিখেছিলেন··· বিয়ের কথা শুনে সে-বন্ধুরা সেই চিঠি দেখায় তাঁর ভাবী স্বামীকে। ভাবী-স্বামী বিদেশ থেকে পাশ করে এখানকার বি এন্ রেলে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন। চিঠি পড়ে সে ভদ্রলোক সরে দাঁড়ালেন। সেই দুটি বন্ধু না কি চিঠি দেখিয়ে বলেছিল···সে সব বিশ্রী কথা··মানে, বন্ধু দুজন চন্দ্রমুখীকে বিয়ে করতে নারাজ ···তারা চায় বিয়ে না করে বিয়ের আরাম-আনন্দ উপভোগ করতে। অর্থাৎ সকলেই স্ত্রী থাকবেন—মনে করলেই সরে পড়া! চন্দ্রমুখী তাতে

রাজী নন। তিনি চান [illegible] রাখতে… অথচ সে দুটি বন্ধুর মধ্যে [illegible] লোভ [illegible]!…এ অবস্থায় আমি যদি রক্ষা করি! [illegible] এমনি ধারে পড়ে চন্দ্রমুখীকে বিয়ে করি! একজন মহিলা ভেসে [illegible] এই consideration এ বিয়ে করি। বিয়ের সময় চন্দ্রমুখীর [illegible] এসেছিলেন। তিনি সংসার থেকে সরে গিয়েছিলেন—এসেছিলেন শুধু মেয়ের বিয়ে দিতে। বিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।…বিয়ের দু বছর পরে আর-একবার তিনি আসেন দু দিনের জন্য। এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন, তাঁর [illegible] থাকলে যতদিন তিনি বাঁচবেন, মাসে-মাসে আমি [illegible] করে টাকা যদি [illegible]

[illegible] মিত্র বলিলেন,—আপনি [illegible] এটুকুই জানেন …তাঁর আর ছেলে-মেয়ে [illegible] কি না…কে আপনার শ্বশুর ছিলেন, কি করতেন—এ সব খপরও জানেন না?

জগৎ চাটুয্যে [illegible]—না, [illegible] কথা বিবাহ করবো এমন কথা আমার মনে জাগেনি। অল্প-বয়সে আমার মা-বাপ মারা যান্… লেখা-পড়া শিখে মানুষ হতে হবে, [illegible] ছিল আমার মন।…এই বাড়ীটি ছিল পাঁচ-সাতজন সরিকের। [illegible] তখন বন-জঙ্গল ছিল… মানুষ আসতো না। এই বাড়ীতে থেকে লেখা-পড়া করেছি…এন্ট্রান্স পাশ করেছি টুইশনি করতে করতে। বাড়ীতে ছিলেন এক বুড়ী পিসিমা—খাই-খরচের দরুণ তাঁকে দিতুম টাকা…খেতে পেতুম…ব্যস! এইটুকু ছিল বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক। তারপর সরিকদের হলো দেনা। পয়সার দরকার! তাঁদের অংশ তাঁরা বেচে দিলেন…সকলে মিলে এক হাজার টাকা দাম নিলে। পৈত্রিক ভিটে বলে আমি বাড়ী

কিনলুম···মর্টগেজ করে সা[illegible] জোগাড় করি···বাকী টাকা ছিল আমার সঞ্চয়।···রোজগার [illegible] ক্রমে মর্টগেজের দেনা শোধ করি। তারপর বিয়ে···অকস্মাৎ···[illegible] ভদ্র মহিলার ইজ্জৎ রক্ষার জন্য ···

সমর মিত্র বলিলেন—And there was no love? (এ বিবাহে প্রেমের নাম-গন্ধ ছিল না)?

—না। মনে বিশ্বাস ছিল, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা হওয়া অনিবার্য।

সমর মিত্র আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন —সে-কালে কুল-পরিচয় নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা ছিল! তাতে একটা সুবিধা ছিল এই যে আর-এক [illegible] বংশের tradition পেতুম। Heredity environment—এগুলো [illegible] কথা নয়। কিন্তু আপনি প্রোফেসর-মানুষ··আমার চেয়ে এ-সব তত্ত্ব আপনি ঢের ভালো বোঝেন···ও-কথা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।···আমি এখন চাই আপনার শাশুড়ী-ঠাকরুণকে। এই [illegible] সম্বন্ধে আমার মনে দারুণ সন্দেহ আছে। আজ-কাল মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে আমাদের সমাজ অনেক বেশী [illegible] হয়েছে, শান্তির হয়েছে···স্ত্রীদের মানুষ বলে মনে হয়···তাঁরা মাটির পুতুল নন্ যে খেলা করবো · এ যেমন মস্ত লাভ হয়েছে, তেমনি পুরুষ-সমাজে যেমন অতি বুদ্ধির ফন্দীবাজী ···মেয়ে-সমাজও শিক্ষার দোষে তা থেকে মুক্ত নয়, প্রোফেসর চ্যাটার্জি ···পুলিশ-লাইনের অভিজ্ঞতায় দেখে আসছি···দারুণ ক্ষোভের হলেও কথাটা সত্য···

জগৎ চাটুয্যে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খপরের কাগজের রিপোর্ট

১৭ই আশ্বিন তারিখের আনন্দ-বাজারে আইন-আদালত কলমে এই সংবাদটী ছাপিয়া বাহির হইয়াছিল,—

সুশিক্ষিত বিচক্ষণ এবং শ্রদ্ধেয় প্রোফেসর জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে কদর্য্য মামলা রুজু হইয়াছিল, কাল তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। প্রোফেসর-মহাশয়ের সহিত তাঁহার এক বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী কনকলতা দেবীর নাম বিজড়িত করিয়া যে শয়তানীর ফাঁদ পাতা হইয়াছিল, সে ফাঁদ ফাঁসিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। প্রোফেসর মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী কনকলতা দেবীর পুণ্য পবিত্র চিত্ত আজ কলঙ্কমুক্ত হইয়া আরও অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ আমাদের কাগজে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং তাহার আদ্যোপান্ত বর্ণনার প্রয়োজন আর নাই। বিচারে জানা গিয়াছে, শ্রীমতী কমলমুখী নামে যে-মহিলা প্রোফেসর মহাশয়ের পুরী-গমনের অব্যবহিত পরে, শ্যালিকা-পরিচয়ে তাঁহার গৃহে আসিয়া উদয় হন, তিনি কমলমুখী নন—তিনি চন্দ্রমুখী!

পাঠকগণ জানেন, এ মকর্দ্দমার প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রমুখী সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া যান। নিরুদ্দেশ হইবার কারণ, তাঁর বিলাস-ব্যয়-বাহুল্যাদির জন্য প্রোফেসর মহাশয় তাঁকে নিষেধ করিয়া বলেন,

সৌখীনতার এত খরচ তিনি [illegible] বেন না যে-সব দোকান হইতে চন্দ্রমুখী কাপড়-চোপড় [illegible] প্রভৃতি ধারে কিনিয়া আনিতেন, সে-সব দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের প্রোফেসর মহাশয় নোটিশ দিয়াছিলেন যে তাঁহার [illegible] তাহার স্ত্রীকে ধারে জিনিষ-পত্র দিলে সে-সব জিনিষ-পত্রের [illegible] তিনি আদৌ দায়ী হইবেন না। চন্দ্রমুখী দোকানে গিয়া [illegible] চিঠি দেখিয়া দারুণ অপমানিত বোধ করেন। এবং সে অপমানে তিনি গৃহ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান। নিরুদ্দেশ হইবার সময় তিনি নিজের অলঙ্কার-পত্র এবং টাকাকড়ি লইয়া যান [illegible] স্ত্রীর ও নিজের ইজ্জৎ রাখিবার জন্য পুলিশ বা আত্মীয়-বন্ধু সমাজে [illegible] এ সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। তারপর কমলমুখীর আবির্ভাব [illegible] চন্দ্রমুখী নিরুদ্দেশ, বাড়ীর উঠান হইতে চন্দ্রমুখীর শাড়ী-[illegible] সমেত এক রমণীর গলিত নিশ্চিহ্নপ্রায় [illegible] চাটুয্যেকে সন্দেহ-বশে পুলিশ [illegible] সোপর্দ্দ করে। কমলমুখী পুলিশের [illegible] লিখিত [illegible] নি পত্র দিয়া বলে, পত্রগুলি তার [illegible]। সে চিঠি-পত্রের কথা আমাদের পাঠকবর্গ জানেন।

ঘটনাচক্র যখন প্রোফেসর চাটুয্যে ও শ্রীমতী কনকলতা দেবীর বিরোধী শ্রীযুত সমর মিত্র [illegible] তদন্ত-ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রোফেসরের হরিদ্বার-[illegible] শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীকে আনয়ন করেন। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর নাম শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। তিনি বলেন, চন্দ্রমুখী ব্যতীত তাঁর আর সন্তান নাই—ছিল না। কমলমুখী বলিয়া চন্দ্রমুখীর সহোদরা বলিয়া যে পরিচয় দিতেছে, সে কে, জানেন না।

এই ঘটনায় [illegible] মিত্র নানা সন্দেহ-বশে কমলমুখীর গতিবিধি লক্ষ্য করেন। কম[illegible] ফ্ল্যাটে সৌখীন সাজিয়া কিছুকাল বাস করেন ; সে সময় কমলমুখীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন। তাঁকে প্রায় সিনেমায় লইয়া যাইতেন। কমলমুখী চোখের অসুখ বলিয়া চোখে সর্ব্বদা কালো চশমা পরিতেন। সৌখীন বন্ধু-বেশী সমর মিত্র একবার কমলমুখীকে লইয়া চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে যান··· সেখানে চক্ষু-পরীক্ষার জন্য তিনি চোখের চশমা খোলেন, সেই অবসরে সমর বাবু অলক্ষ্যে তাঁর ফটোগ্রাফ তোলেন। এবং সে-ফটো দেখিয়া জগৎ বাবু, কনকলতা, এবং চন্দ্রমুখীর মা, বন্ধু যতীন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বলেন, এ ছবি চন্দ্রমুখীর।

তখন সমর বাবু চন্দ্রমুখীকে গ্রেপ্তার করেন। চন্দ্রমুখী সকল কথা স্বীকার করেন। বলেন, অভিমান-ভরে এ কাজ করিয়াছে। যে লাশ পচিয়া গিয়াছে, সে লাশ নাকি একজন দরিদ্র-ভিখারিণীর। তাকে চন্দ্রমুখীর বন্ধু বিনোদ দত্ত মোটর চাপা দেয়। মোটর চাপা পড়িয়া রমণীটি তখনি মারা যায়। বিনোদ দত্ত চাপা-পড়া রমণীকে চন্দ্রমুখীর ঘাড়ে চাপাইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশের ধর-পাকড়ের ভয়ে রমণীর দেহ বাড়ীর উঠানে পুঁতিয়া রাখিয়া চন্দ্রমুখী এই নব লীলায় অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন।

* * *

বৃত্তান্তের শেষে ছাপা আছে,—

চন্দ্রমুখীকে কিন্তু এখানকার বিচারালয়ের শাস্তি পাইতে হয় নাই। গলায় আঁচলের ফাঁস টানিয়া চন্দ্রমুখী হাজতে আত্মহত্যা করিয়াছে! আজ প্রাতে তাকে মৃত-অবস্থায় দেখা গিয়াছে।